ত্রিপুরার স্মৃতি

ত্রিপুরার স্মৃতি

শ্রীসমরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মা

সম্পাদনা ঃ

মহারাজকুমার সহদেব বিক্রমকিশোর দেববর্মন
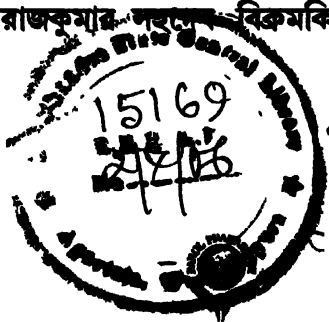
পারুল প্রকাশনী

আখাউড়া রোড, আগরতলা, ফোন-(০৩৮১) ২৩৮৬৯৪৭

ভূমিকা

রূপময়ী ত্রিপুরা। ত্রিপুরেশ্বরীর ত্রিপুরা। অরণ্যসম্রাজ্ঞী ত্রিপুরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অফুরন্ত লীলানিকেতন। প্রাচীনকাল থেকেই যে-সকল ধর্মপ্রাণ রাজন্যবর্গ রাজত্ব করেছেন সেই সকল রাজাদের পরিচয় রয়েছে 'রাজমালা' গ্রন্থের মধ্যে। ত্রিপুরার রাজবংশের উজ্জ্বল ঐতিহ্য হাজার বছরের পুরোনো। ত্রিপুরার রাজবংশের বিশেষ অভিজ্ঞান রাজনামের শেষে 'মাণিক্য' সংযোজন সুদীর্ঘকাল ধরেই চলে আসছে।

স্বাধীনতালাভের আগে পর্যন্ত ত্রিপুরা ছিল স্বাধীন সার্বভৌম রাজ্য। মোগল সম্রাটগণ এই রাজ্যের রাজাদের যথেষ্ট খাতির করতেন, তার পরিচয় রয়েছে ইতিহাসের পৃষ্ঠায়। সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশ ও উন্নয়নে এই রাজবংশের রাজাদের গৌরবময় ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সারা ভারতে ত্রিপুরার জ্ঞান গরিমা ও ঐতিহ্যের দীপ্তির যে ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে, তার পিছনে ত্রিপুরার রাজন্যবর্গের অবদান সর্বাধিক।

আজ একথাও সুস্পষ্টরূপে বলবার সময় এসেছে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার বুকে যে নবজাগরণ ঘটেছিল, সেখানেও ত্রিপুরার রাজবংশের অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রসার ও উন্নয়নে ত্রিপুরার রাজারা ছিলেন আন্তরিকভাবেই আগ্রহী। চতুর্দশ শতাব্দীর আগে থেকেই ত্রিপুরায় বাংলা ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে মহারাজ কৃষ্ণকিশোরমাণিক্যের গভীর সৌহার্দ্য ও প্রীতির সম্পর্ক ছিল। ইংরেজ শাসক ও কর্তৃপক্ষের চক্রান্তে কৃষ্ণকিশোর সিংহাসনচ্যুত হতে বসেছিলেন। সেই সময় দ্বারকানাথের বুদ্ধি ও সৎ পরামর্শে তিনি রক্ষা পান, এ তো ঐতিহাসিক সত্য।

তবে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে রাজপরিবারের সুগভীর প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হয় মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্যের আমলে। বীরচন্দ্র নিজে ছিলেন অতি সজ্জন সুকবি, বিদ্যোৎসাহী, সংগীত ও সাহিত্যের গুণগ্রাহী। তাঁর রাজদরবার আলো করে ছিলেন কিংবদন্তী গায়ক যদুভট্ট, সেতারী নবীন গোস্বামী, বীণকার নিসার হোসেন, বেহালা বাদক হরিদাস, রবাববাদক কাশেম খাঁ, এসরাজ বাদক হাইদার খাঁ, শিক্ষাবিদ ড. শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বৈষ্ণব সাহিত্য পণ্ডিত রাধারমণ ঘোষ, কবি মদনমোহন মিত্র, ভোলানাথ ঘোষ প্রমুখ। রবীন্দ্রনাথ যখন নেহাতই একজন অখ্যাত কিশোর মাত্র, সেই সময় মহারাজ বীরচন্দ্র তাঁর 'ভগ্নহৃদয়' কাব্যপাঠে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে বিশেষ দূত পাঠিয়েছিলেন কলকাতায়।

আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর গবেষণাগ্রন্থ 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' প্রকাশ করে বাংলা সাহিত্য ইতিহাস গবেষণার নতুন পথ খুলে দিয়েছিলেন। এই গবেষণাগ্রন্থ প্রকাশের

সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করেছিলেন বীরচন্দ্র। শুধু তাই নয় তিনি সেদিনের সেই অখ্যাত যুবক শিক্ষক দীনেশচন্দ্রের জন্য আজীবন মাসিক ত্রিশ টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা করেছিলেন। বলা যায় বীরচন্দ্রই খুলে দিলেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্য গবেষণার নবদিগন্ত।

মহারাজ রাধাকিশোরমাণিক্য ছিলেন যথার্থ রাজর্ষি। তিনি যখন শুনলেন কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় চরম আর্থিক দুর্দশায় দিন কাটাচ্ছেন, তখন তাঁর জন্য মাসিক ত্রিশ টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা করে তাঁকে রক্ষা করলেন। বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসুকে তিনি বিলেতে তাঁর গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করে আসবার জন্য বিশ হাজার টাকা পাঠিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে 'সংগীত প্রকাশিকা' পত্রিকা প্রকাশের জন্যও তিনি অর্থ সাহায্য করতেন। রবীন্দ্রনাথের 'নবপর্যায় বঙ্গদর্শন' সম্পাদনাকালেও তাঁর বিরাট সহায়তা ছিল। আগরতলায় তিনি সম্পূর্ণ বিনা বেতনে পড়বার জন্য কলেজ তৈরি করেছিলেন। ইংরেজের চক্রান্তে সে কলেজ ধ্বংস হয়।

মহারাজ রাধাকিশোরমাণিক্যের সুযোগ্য পুত্র মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোরমাণিক্য ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ত্রিপুরায় রাজত্ব করেছিলেন। তিনি কত প্রতিষ্ঠানকে যে অর্থ সাহায্য করেছিলেন, তার ইয়ত্তা নেই। ত্রিপুরার রাজবংশের সন্তানগণ সকলেই সুশিক্ষিত ও বিদ্যোৎসাহী। তাঁরা চিরকালই শিল্প, সাহিত্য ও সংগীত সৃষ্টির মাধ্যমে মহাকালের বুকে কীর্তিপতাকা উড়িয়ে রেখেছেন।

এই রাজবংশের কৃতী সন্তান মহারাজকুমার সমরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মন মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য দেববর্মনের দ্বিতীয় পুত্র। তিনি ছিলেন কবি, বহুভাষাবিদ, সুলেখক ও ঐতিহাসিক। 'ত্রিপুরার স্মৃতি' তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। তিনি উর্দু ও ফারসি ভাষায় অনেকগুলি অসামান্য পুস্তক রচনা করেছিলেন। তিনি ছিলেন ত্রিপুরা ঘরানার বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী।

ত্রিপুরার স্মৃতি, গ্রন্থ প্রাচীন ত্রিপুরা রাজ্যের এক মহামূল্যবান ডকুমেন্টারি। 'ত্রিপুরার স্মৃতি' ১৩৩৭ ত্রিপুরাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে লেখক অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে প্রাচীন ত্রিপুরার যে বিস্তৃত বিবরণ দান করেছেন, তার ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। পাইটকারা পরগণার অন্তর্গত দুটি প্রাচীন জনপদ বরকামতা ও চাঁদিনা, ময়নামতীর প্রাচীন জনপদ, নিশ্চিন্তপুর ও বেরালের বিশদ ইতিহাস বর্ণনার পাশাপাশি এই গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে লালমাই পর্বতপ্রান্তের প্রাচীন স্থানগুলির বিস্তৃত বিবরণ। আধুনিক ত্রিপুরাবাসীদের কাছে চণ্ডীমুড়া, রাজা ভবচন্দ্রের প্রাসাদ, ধর্ম সাগর দিঘী, সুজা মসজিদ, উদয়পুর, অমরপুর, হীরাপুর, দেবোমুড়া, পিলাকপাথর, কল্যাণপুর, ঊনকোটি, কসবা, পঞ্চরত্ন মন্দির প্রভৃতি স্থানগুলি আজ দর্শনীয় স্থান হিসাবে পরিচিত।

কিন্তু এই সকল দর্শনীয় স্থানের সঙ্গে যে প্রাচীন ইতিহাস, কিংবদন্তী ও পৌরাণিক কাহিনি জড়িয়ে আছে, কজন তার খবর রাখেন? লেখক আশ্চর্য নৈপুণ্যে 'ত্রিপুরার

স্মৃতি' গ্রন্থখানির সঙ্গে সেই প্রাচীন ইতিহাসকে নতুন করে জীবন্ত করে তুলেছেন। এই গ্রন্থখানি প্রাচীন ত্রিপুরার এক প্রামাণ্য দলিল যা থেকে ত্রিপুরাবাসীগণ পাবেন এই মহান রাজ্যের অসংখ্য বিচিত্র তথ্য। ইতিহাসও সাহিত্যের দিক থেকে এই তথ্যগুলি মহামূল্যবান সম্পদ।

'ত্রিপুরার স্মৃতি' গ্রন্থখানির ঐতিহাসিকতার নির্দিষ্ট প্রামাণিকতা রয়েছে এই গ্রন্থের দুর্লভ চিত্ররাজির মধ্যে। বাঘাউরার পুকুর থেকে পাওয়া বিষ্ণুমূর্তি, বরকামতায় শিলাস্তম্ভ, উমা মহেশ্বর মূর্তি, উৎকীর্ণ লিপি, সুজা মসজিদ, পিলাক পাথরের শক্তিমূর্তি, ঊনকোটির সুবিশাল নরমুণ্ড ইত্যাদি চিত্রগুলি এই গ্রন্থের বিরাট সম্পদ।

গ্রন্থের পরিশিষ্টে মোগল বাদশা ঔরঙ্গজেব কর্তৃক রাজা গোবিন্দ মাণিক্যের নিকট লেখা ঐতিহাসিক পত্রের প্রতিলিপি ও তার বঙ্গানুবাদ এক নতুন ইতিহাসের উপাদান হিসেবে স্বীকৃত হবে। সেই সঙ্গে রেসিয়ার খাগরা ও তার বঙ্গানুবাদ, তার গানের স্বরলিপি বিজয় মাণিক্যের বঙ্গাভিযান বৃত্তান্ত এই গ্রন্থে সংযোজিত হওয়ায় এর আকর্ষণ অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁর এই অসামান্য গ্রন্থে আমি কেবলমাত্র অপ্রকাশিত কয়েকটি মন্দির চিত্র সংযোজন করে তাঁর আরব্ধ কাজকে সম্প্রসারিত করতে চেষ্টা করেছি।

মহারাজকুমার সমরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মণ ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ লেখক ও ঐতিহাসিক। সাহিত্যের সঙ্গে ঐতিহাসিক চেতনারও সমন্বয় ঘটেছে তাঁর লেখা 'ত্রিপুরার স্মৃতি' গ্রন্থখানির মধ্যে। তাঁর অন্য গ্রন্থ 'জেবুন্নিসা' ঔরঙ্গজেব কন্যা জেবুন্নিসার বিচিত্র জীবন অবলম্বনে রচিত এক অসাধারণ সুখপাঠ্য গ্রন্থ। এটি পড়ে মুগ্ধ হয়ে স্বয়ং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই মূল্যবান গ্রন্থের ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন। সমরেন্দ্র ছিলেন উর্দু, ফারসি, বাংলা, ইংরেজি ও সংস্কৃতে সুপণ্ডিত। তাই তাঁর পক্ষে এই গ্রন্থগুলি লেখা সম্ভব হয়েছিল।

ত্রিপুরার প্রাচীন মূল্যবান গ্রন্থাবলির প্রকাশনায় ইতিমধ্যে এক উজ্জ্বল ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছেন পারুল প্রকাশনীর সুযোগ্য সুশিক্ষিত কর্ণধার শ্রীগৌরদাস সাহা মহাশয়। ত্রিপুরার সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে তাঁর নিরলস প্রয়াস ও গবেষণা সমগ্র দেশবাসীর অকুণ্ঠ প্রশংসা পেয়েছে। আজ একথা দ্বিধাহীন চিত্তে বলা যায়, ত্রিপুরার আধুনিক নবজাগরণে তিনি অন্যতম প্রাণপুরুষ। তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহে 'ত্রিপুরার স্মৃতি'র শোভন সংস্করণ প্রকাশ সম্ভব হল। তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানাই।

আগরতলা
বইমেলা ২০০৬

মহারাজকুমার সহদেব বিক্রমকিশোর দেববর্মন

মাতৃভূমির কতিপয় প্রসূন চয়ন পূর্ব্বক শ্রদ্ধার
নিদর্শন স্বরূপ ভক্তিভরে মাতৃচরণে
অঞ্জলি প্রদত্ত হইল।
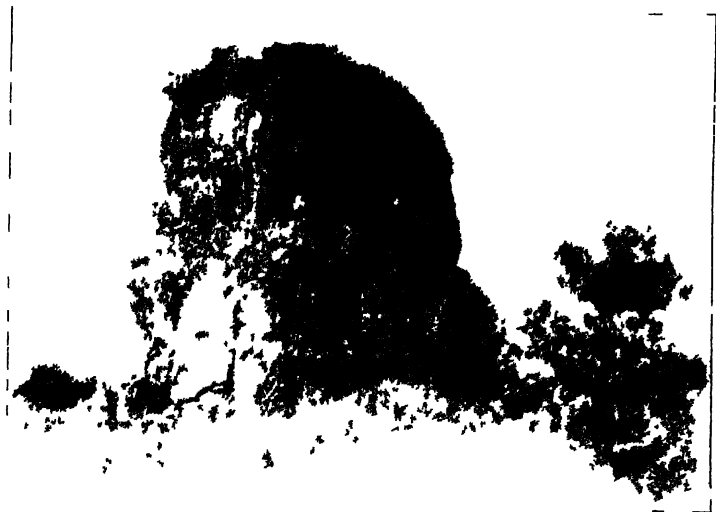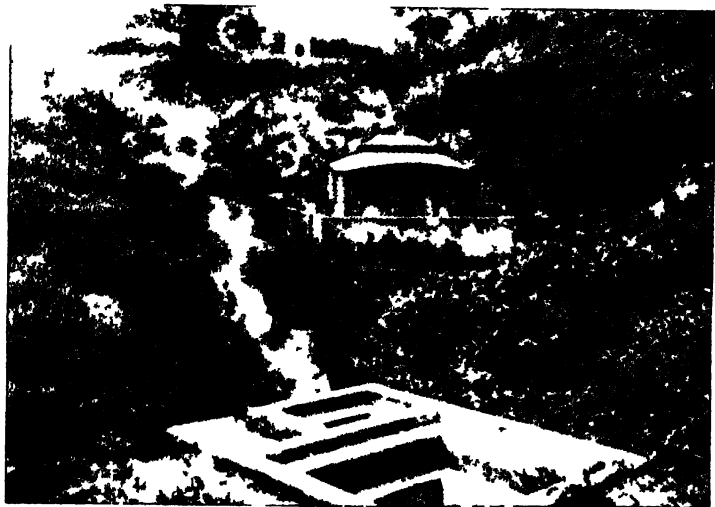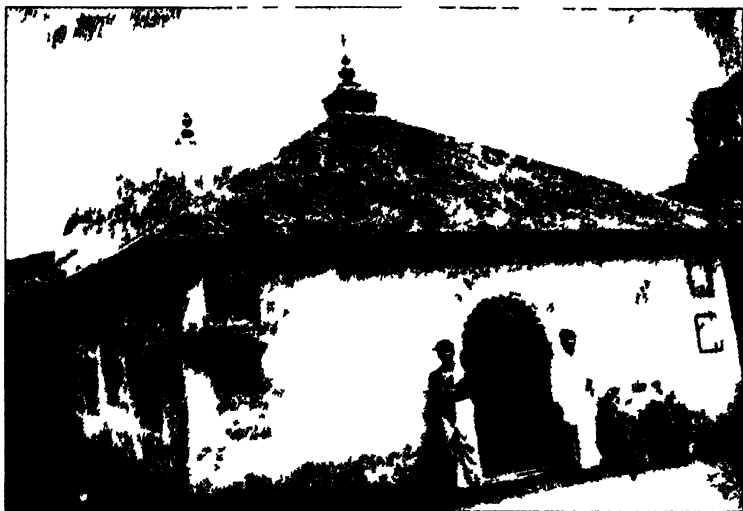
'স্বয়ম্ভুনাথ মন্দির

'অন্নপূর্ণা মন্দির ও 'বাড়বানলের মন্দির
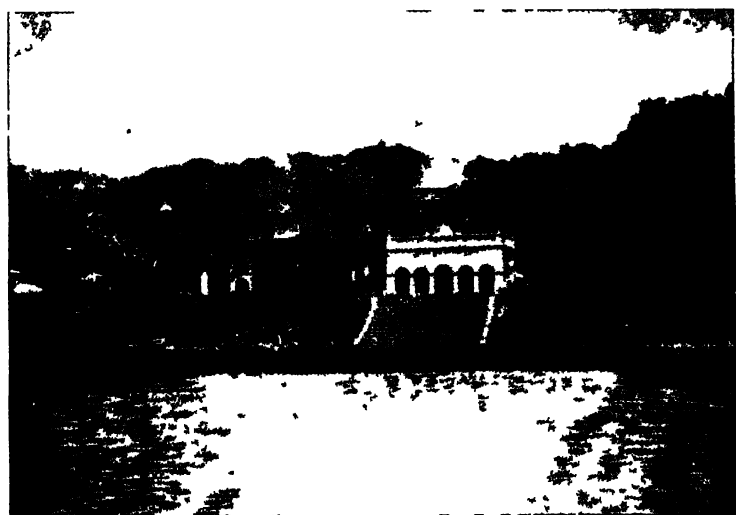
ব্যাস সরোবর হইতে চন্দ্রনাথের দৃশ্য। মহারাণী তুলসীবতী বিরাম ছত্র ও ঘাট

দেবতামুবা

পুরাতন আগবতলা রাজবাড়ি

বিষয়-সূচী

পরিশিষ্ট

চিত্র সূচী

বিষয়			পৃষ্ঠা

সূচনা

পুরাকালের কীর্ত্তিমালা-পূর্ণ বিলুপ্ত-গৌরব সুপ্রাচীন যে সমুদয় জনপদ বঙ্গভূমিতে অবস্থিত, তন্মধ্যে "ত্রিপুরা" নামে প্রসিদ্ধ দেশটী অন্যতম'। এই প্রদেশের প্রাচীন ইতিহাস প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণকর্ত্তৃক বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে কিনা অবগত নহি; কিন্তু ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না—বঙ্গদেশস্থ অন্যান্য পুরাতন অঞ্চলের তুলনায় এতৎপ্রদেশ কোন অংশেই হীন-গৌরবের হইবে না, বরং অধিক গৌরবান্বিত হওয়াই সম্ভব।

"ত্রিপুরা" নামক উক্ত সুবিস্তীর্ণ প্রদেশের প্রায় অধিকাংশই অধুনা চন্দ্রবংশসম্ভূত বর্ত্তমান ত্রিপুরেশ-গণের অধিকার-ভুক্ত। কিন্তু সুপ্রাচীনকালে তাঁহাদিগের

পূর্ব্বপুরুষগণ যে সময়ে এতৎপ্রদেশের উত্তর পূর্ব্বাংশে রাজত্ব করিতেন, তৎকালে তাহার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্ত-বর্ত্তী জনপদনিচয় যে পালবংশীয় নৃপতিগণের শাসনাধীন ছিল, তাহার নিদর্শন এই প্রদেশে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত এই অঞ্চল যে একদা অপরাপর বংশসম্ভূত নৃপালগণেরও অধিকারভুক্ত ছিল তাহা এতৎপ্রদেশস্থ কতিপয় প্রাচীন নিদর্শন প্রতিপন্ন করে।

ন্যূনাতিরেক বিংশ বর্ষ পূর্ব্বে ত্রিপুরা জিলার অন্তঃ-পাতী "নুরনগর" পরগণার অন্তর্ভুক্ত "বাঘাউরা" নামক প্রাচীন গ্রামস্থ একটী পুষ্করিণী হইতে যে চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্ত্তি উদ্ধৃত হইয়াছিল, তৎপাদপীঠে উৎকীর্ণ লিপি হইতে এইরূপ অবগত হওয়া যায়— "সমতট" দেশ খৃষ্টীয় একা-দশ শতাব্দীর পালবংশীয় গৌড়াধিপতি প্রথম মহীপালের শাসনাধীন ছিল। প্রাচীন ইতিহাসে লিখিত "সমতট" নামে সুপ্রসিদ্ধ দেশ—বর্ত্তমান বরিশাল, ফরিদপুর, ঢাকার পূর্ব্ব-দক্ষিণ ও ত্রিপুরার দক্ষিণাংশ বলিয়া খ্যাত-নামা ইতিহাসকার "ভিনসেণ্ট স্মিথ্" বিরচিত ভারতবর্ষের ইতিহাসে উল্লেখ আছে।

প্রাগুক্ত প্রস্তর-নির্ম্মিত চতুর্ভুজ বিষ্ণু-মূর্ত্তি উঁচে প্রায়

বাঘাউবাব পুষ্করিণী হইতে উদ্ধৃত বিষ্ণুমূর্ত্তি (২ পৃষ্ঠা)

বাঘাউরা গ্রাম হইতে উদ্ধৃত বিষ্ণুমূর্ত্তির পদনিম্নে উৎকীর্ণ লিপি (৩ পৃষ্ঠা।)

দুই হস্ত হইবে, এবং সুচারুরূপে নির্ম্মিত। মূর্ত্তিটীর পাদ-দেশের নিম্নভাগে যে লিপি উৎকীর্ণ আছে তাহা এই ঃ—

"ওঁসম্বৎ ৩ মাঘ দিনে ২১ শ্রীমহীপালদেব রাজ্যে কীর্ত্তিরিয়ং নারায়ণ ভট্টারকাখ্য সমতটে বিলকীন্ন কীয় পরম বৈষ্ণবস্য বণিক্ লোকদত্তস্য বসুদত্ত সুত স্য মাতা পিত্রোরাত্মনশ্চ পুণ্যযশোভিবৃদ্ধয়ে"

উক্ত শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, নৃপতি মহীপালের রাজত্বের তৃতীয় বর্ষে সমতট দেশের অন্তর্গত "বিলকীন্ন" নিবাসী লোকদত্ত নামক জনৈক বৈষ্ণবধর্ম্মা-বলম্বী বণিককর্ত্তৃক মূর্ত্তিটী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ত্রিপুরার পশ্চিম দক্ষিণাংশ যে একদা নৃপতি মহী-পালের অধিকারভুক্ত ছিল, ইহা উল্লিখিত শিলালিপি হইতে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়।

বাঘাউরা গ্রামের উত্তরদিকে ন্যূনাতিরেক ৬ মাইল দূরস্থ বর্ত্তমান "বিলকেন্দু-আই" গ্রামটীই শিলালিপিতে উৎকীর্ণ "বিলকীন্ন" বলিয়া অনুমিত হয়। এই স্থান হইতে উল্লিখিত বিষ্ণু-মূর্ত্তি কি প্রকারে বাঘাউরায় অপসারিত হইয়াছে তাহা অবগত হওয়া যায় না।

প্রাগুক্ত গ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী অপরাপর কতিপয় গ্রাম মধ্যে পুষ্করিণী প্রভৃতি খনন করিবার কালে প্রায়শঃ ধাতু ও প্রস্তর নিৰ্ম্মিত নানাবিধ মূর্ত্তি এবং ইষ্টক নির্ম্মিত ভবনাদির বিধ্বস্ত অংশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাতে সম্ভাবিত হয়—অত্রস্থ গ্রামনিচয় এক কালে কোন সমৃদ্ধিশালী জনপদের অন্তর্ভূত ছিল।

ত্রিপুরার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রদেশে যে সমুদয় নৃপাল রাজত্ব করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কেহ কেহ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যায়। কিন্তু কোন কোন মহীপ যে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী না ছিলেন এমন নহে। কারণ তাঁহাদিগের দ্বারা সংস্থাপিত কতিপয় হিন্দু দেব-দেবীর প্রতিমূর্ত্তিও উদ্ধৃত হইয়াছে। অধুনা সেই নৃপতিগণের বংশ এতৎপ্রদেশ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়াছে। জনশ্রুতি ব্যতিরেকে তাহাদিগের সম্বন্ধে কোন প্রকার প্রকৃত ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে "সেংথুমৃফা" উপাধিধারী সুপ্রসিদ্ধ ত্রিপুরাধিপতি "কীর্ত্তিধর" বাহুবলে মেঘনানদী পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। সেই সময়ে তিনি ত্রিপুরার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তবর্ত্তী প্রদেশের তদানীন্তন মহীপকে যুদ্ধে

পরাজিত করিয়া তদীয় রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন—এবংবিধ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। কিন্তু উক্ত বিজিত নৃপাল কোন্ বংশ-সম্ভূত এবং তাঁহার নাম-ই বা কি তাহা অবগত হওয়া যায় না।

যে প্রবল পরাক্রান্ত "সেংথুম্ফা" বাহুবলে নানাদেশ বিজয়পূর্ব্বক রাজ্য বিস্তার করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন, কালের কুটিলচক্রে হেন জনের কীর্ত্তিময় চরিত্রেও দুর্ব্বলতা-রূপ পঙ্ক বিলেপিত হইয়া তদীয় অর্জ্জিত যশোরাশি ক্ষুণ্ণ করিয়াছিল—ইহা তাঁহার ভাগ্য-দোষ ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে।

উক্ত ঘটনাটী এইস্থানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইলেও কৌতূহলী পাঠকের চিত্তবিনোদনের জন্য নিম্নে বিবৃত হইল।

ত্রিপুরেশ "কীর্ত্তিধর" বা "সেংথুম্ফার" রাজত্বকালে ত্রিপুররাজ্য-নিবাসী হীরাবন্ত খাঁ নামক জনৈক ভূম্যধিকারী বঙ্গদেশের তদানীন্তন যবনাধিপতির অধীনে কার্য্য করিত। তদীয় কার্য্যতৎপরতা দৃষ্টে গৌড়েশ্বর তাহাকে বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতেন। এই জন্য হীরাবন্ত খাঁ গর্ব্বমদে মত্ত হইয়া সেংথুম্ফাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে।

তদীয় রাজ্য নিবাসী জনৈক ক্ষুদ্র ভূস্বামীর উদ্ধত আচরণে সেংথুম্ফা ক্রোধান্বিত হইয়া হীরাবন্ত খাঁকে ধৃত করিবার নিমিত্ত সৈন্য প্রেরণ করেন। হীরাবন্ত খাঁ পরম্পরায় এই সংবাদ অবগত হইলে ভীত হইয়া গৌড়াধিপতির শরণাপন্ন হয়।

তৎকালে যবনেরা মগধ ও বঙ্গদেশ অধিকার করিয়া বিজয়-গর্ব্বে গর্ব্বিত এবং রাজ্য-বিস্তার লালসায় উন্মত্ত হইয়াছিল। সেই সময়ে একটী সুপ্রাচীন হিন্দুরাজ্য আয়ত্তে আনয়ন করিবার সুযোগ দৃষ্টে গৌড়াধিপতি যবনরাজ রণসজ্জায় সুসজ্জিত বিরাট বাহিনীসহ ত্রিপুর-রাজ্য আক্রমণ করেন।

উত্তমরূপে সুসজ্জিত এবং বহুসংখ্যক যবন সেনার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী বিবেচনায় সেংথুম্ফা গৌড়াধিপতির সহিত সন্ধি স্থাপন করিতে উদ্যত হন। এই সংবাদ "ত্রিপুরাসুন্দরী" নাম্নী সেংথুম্ফার মহিষীর কর্ণগোচর হইলে তিনি স্বামীকে কহেন—রাজ্য রক্ষা করা যখন তোমার সাধ্যাতীত, তখন আমি-ই আজ জন্মভূমির গৌরবরক্ষার্থ যবনগণের সহিত যুদ্ধ করিব। মাতৃভূমিরক্ষার জন্য যুদ্ধ করিয়া সমর

প্রাঙ্গণে জীবন বিসর্জ্জন করিলে আমার স্বর্গলাভ হইবে।

ত্রিপুরেশগণের জীবন চরিত "রাজমালা" নামক বঙ্গভাষায় লিখিত গ্রন্থে এই বিষয়ের নিম্নলিখিত রূপ উল্লেখ আছে।

"অখ্যাতি রাখিতে চাহ আমা বংশে তুমি।
বলে, আসি দেখ রঙ্গ যুদ্ধ করি আমি॥"

রাজমালা—সেংথুম্‌ফা খণ্ড

এইরূপে তিনি তদীয় পতি ত্রিপুরেশকে ধিক্কার প্রদান পূর্ব্বক রণ-ডঙ্কা নিনাদ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন।

"এ বলিয়া ঢোলে বাড়ি দিতে আজ্ঞা কৈল।
যত সৈন্য সেনাপতি সব সাজি আইল॥
মহাদেবী জিজ্ঞাসিল বিনয় করিয়া।
কি করিবা পুত্র সব কহ বিবেচিয়া॥
গৌড় সৈন্য আসিয়াছে যেন যম কাল।
তোমার নৃপতি হৈল বনের শৃগাল॥
যুদ্ধ করিবারে আমি যাইব আপনে।
যেই জন বীর হও চল আমা সনে॥

রাণীবাক্য শুনি সবে বীরদর্পে বলে।
প্রতিজ্ঞা করিল যুদ্ধে যাইব সকলে॥"

রাজমালা—সেংথুম্‌ফা খণ্ড

ত্রিপুরসৈনিকগণের উৎসাহ বাক্যে রাণী সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে সেই রজনীতে তৃপ্তির সহিত পান-ভোজন করাইয়া তাহাদিগের উৎসাহ দ্বিগুণ বর্দ্ধন করিলেন।

পরদিবস প্রত্যুষে ত্রিপুররাজমহিষী "ত্রিপুরাসুন্দরী দেবী" রণবেশে সুসজ্জিত হইয়া শূল হস্তে মত্তমাতঙ্গো-পরি আরোহণপূর্ব্বক রণভূমিতে প্রবিষ্ট হন; এবং "চতুর্দ্দশ দেবতা" নামে প্রসিদ্ধ ত্রিপুররাজ-কুলদেবতার নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক বীরোচিত বাক্যের দ্বারা ত্রিপুর-সেনাগণকে উৎসাহিত করিয়া সমস্ত দিবস যবনগণের সহিত ঘোর সংগ্রামে নিযুক্ত থাকেন। রাণী সমর-প্রাঙ্গণে আবির্ভূত হইলে ত্রিপুরেশ কীর্ত্তিধরও তথায় গমনপূর্ব্বক মহিষীর সহিত যবনসেনার বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করেন।

মহিষমর্দ্দিনী চণ্ডিকাসদৃশ সেই রণরঙ্গিণীর ভীষণ সমরে অবিচলিত থাকা যবনগণের সাধ্যবহির্ভূত হইয়া

পড়িল। পরিশেষে রবি অস্তাচলগামী হইবার প্রাক্কালে তৎকর্ত্তৃক যুদ্ধ-ক্ষেত্রে তৃণবৎ বিমর্দ্দিত হইয়া অবশিষ্ট যবনসেনা নতশিরে গৌড়াভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করে।

এইরূপে স্বনামধন্যা বীরাঙ্গনা "ত্রিপুরাসুন্দরী দেবী" নাম্নী ত্রিপুরাধিপতি কীর্ত্তিধর বা সেংথুমফার মহিষী যবনগণকে সমরপ্রাঙ্গণে বিধ্বস্ত করিয়া জয়মাল্য ধারণ পূর্ব্বক ত্রিপুররাজ্যের মুখ উজ্জ্বল করেন।

সংস্কৃত ভাষায় লিখিত রাজমালা বা রাজরত্নাকর গ্রন্থ এবং শ্রীহট্টের ইতিহাস প্রভৃতি অপর কতিপয় পুস্তক অবলম্বন পূর্ব্বক হীরাবন্তখাঁর বিষয় লিখিত হইয়াছে। তৎসম্বন্ধে বাঙ্গলা রাজমালায় যেরূপ লিপিবদ্ধ আছে, তাহার সহিত এই স্থানে বর্ণিত হীরাবন্তখাঁর বিষয়ের কিঞ্চিৎ পার্থক্য পরিলক্ষিত হইবে; কিন্তু মূলতঃ বিষয় একই।

মেজর চার্লস ষ্টুআর্ট কর্ত্তৃক বিরচিত বঙ্গদেশের সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাসে এইরূপ উল্লেখ আছে—১২৪৩ খৃষ্টাব্দে জাজিনগরের (ত্রিপুরা)-অধিপতির সহিত গৌড়ের শাসন-কর্ত্তা ভুগান খাঁর কোন বিষয়ে মনোমালিন্য সংঘটিত হওয়াতে তৎকর্ত্তৃক উক্ত প্রদেশ আক্রান্ত হয়। কিন্তু

তিনি সেই প্রদেশস্থ নৃপালের দ্বারা যুদ্ধে পরাজিত হইয়া গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

"জাজিনগর" কোন্ স্থানে অবস্থিত ছিল এবং উহা কোন্ প্রদেশ ইহা নির্দ্ধারণ করা এক জটিল সমস্যার বিষয়। উক্ত মেজর ষ্টুআর্ট কর্ত্তৃক লিখিত বাঙ্গালার ইতিহাসের দুই এক স্থানে "জাজিনগর," "ত্রিপুরা" বলিয়া উল্লেখ থাকিলেও উহা ত্রিপুরা অথবা উড়িষ্যার অন্তর্গত বর্ত্তমান "জাজপুর"—এই বিষয়ে তিনি স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে সক্ষম হন নাই। তবে তাঁহার বিরচিত ইতিহাস হইতে ইহাও জ্ঞাত হওয়া যায় যে, জাজিনগর ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। তাহা হইলে উক্ত জনপদ কোন মতেই উড়িষ্যার অন্তর্ভূ ত হইতে পারে না।

ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত "নুরনগর" পরগণার মধ্যে অধুনা "কস্‌বা" নামে খ্যাত জনপদের সান্নিধ্যে "জাজি-সার" নামক যে গ্রাম আছে, সুপ্রাচীনকালে তাহাই "জাজিনগর" নামে প্রসিদ্ধ একটী সমৃদ্ধিশালী নগরী হওয়া অতি সম্ভব। এই অঞ্চল অধুনা ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার সঙ্গমস্থলের সমসূত্রে পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে'ন্যূনা-

তিরেক ২০ মাইল দূরে অবস্থিত। সম্ভবতঃ সেই সময়ে ব্রহ্মপুত্র নদ এতদঞ্চলের সন্নিকটে প্রবাহিত হইত; কালক্রমে উহার গতি পরিবর্ত্তন হইয়া দূরে সরিয়া গিয়াছে। নদীর গতি সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তনশীল।

এই সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে ইহা স্পষ্ট-রূপে প্রতীয়মান হয় যে, তুগান খাঁ অধুনা "জাজিসার" নামে পরিচিত গ্রামটীই আক্রমণ করিয়াছিলেন, এবং সেই যুদ্ধে যে তিনি খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর "কীর্ত্তিধর" বা "সেংথুমৃফা" নামে খ্যাত ত্রিপুরাধিপতির মহিষী "ত্রিপুরাসুন্দরীদেবী" কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া-ছিলেন—তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

পাইটকারা পরগণার অন্তর্গত দুইটী প্রাচীন জনপদ

বরকামতা—

পাটিকারা বা পাইট্কারা পরগণার অন্তঃপাতী বরকামতা নামক প্রাচীন গ্রামটী ত্রিপুরা জিলার সদর ষ্টেসন্ কুমিল্লা নগরীর পশ্চিমদিকে ১২ মাইল দূরে অবস্থিত। এই স্থান হইতে উদ্ধৃত এক শিলালিপি এবং উক্ত জিলার অন্তর্গত নূরনগর পরগণার পশ্চিম প্রান্তদেশস্থ বাঘাউরা গ্রামের পুষ্করিণীর মধ্যে যে একটী বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রাপ্তির বিষয় পূর্ব্ব প্রবন্ধে উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই মূর্ত্তির পদনিম্নে কুটিল বা সিদ্ধ-মাতৃকা অক্ষরে উৎকীর্ণ লিপি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ঢাকা কৌতুক-সংগ্রহালয়ের তত্ত্বাবধায়ক নলিনীকান্ত ভট্টশালী নির্দ্ধারণ করেন যে, বঙ্গদেশের দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তবর্ত্তী সমতট

নামক প্রদেশটী একদা নৃপতি প্রথম মহীপালের শাসনাধীন ছিল ; এবং উল্লিখিত "বরকামতা" নামে খ্যাত গ্রামটীই সমতট প্রদেশের তৎকাল-প্রসিদ্ধ রাজধানী "করুমন্ত"।

নলিনীকান্ত ভট্টশালী কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত প্রাগুক্ত বিষয় সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাসকার ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ সমর্থন করিলেও কেহ কেহ যে ইহার প্রতিবাদ না করিয়াছেন এমন নহে। আবার কোন কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক এতদঞ্চল প্রাচীনকালের সুপ্রসিদ্ধ রাজ্য "কমলাঙ্ক" বলিয়াও অভিহিত হইয়াছে।

উল্লিখিত ইতিহাসকার কর্ত্তৃক বিরচিত ভারতবর্ষের ইতিহাসে উল্লেখ আছে যে, বর্ণিত বরকামতা গ্রাম মধ্যে কতকগুলি প্রস্তর মূর্ত্তি ও পুরাকালের ইষ্টক নির্ম্মিত নিকেতনাদির ভগ্নাবশেষ অবস্থিত ; কিন্তু অধুনা কতিপয় ইষ্টক স্তূপ ও বিকীর্ণ ইষ্টকরাশি ব্যতীত তৎসমুদয়ের কিছুই বর্ত্তমান নাই। সম্ভবতঃ মূর্ত্তিনিচয় নানা স্থানে অপসারিত হইয়াছে এবং ইষ্টক গ্রহণ উদ্দেশ্যে কিংবা গুপ্তধন প্রাপ্তির আশায় পল্লীনিবাসিগণ কর্ত্তৃক অত্রস্থ ভগ্ন নিকেতনাদি সম্পূর্ণ রূপে বিধ্বস্ত হইয়া থাকিবে।

মৃত্তিকা-স্তূপোপরি শিলাস্তম্ভ—ববকামৃতা (১৫ পৃষ্ঠা)

সম্প্রতি তথায় থাকিবার মধ্যে—পল্লীমধ্যস্থ ন্যূনাতিরেক ত্রিংশ-হস্ত-ব্যাপী এবং ন্যূনকল্পে বিংশ হস্ত উচ্চ এক মৃন্ময় স্তূপোপরি প্রোথিত একটী পাষাণ-স্তম্ভ মাত্র বিদ্যমান আছে। গ্রামস্থ লোকেরা ইহাকে শিবলিঙ্গ আখ্যা প্রদান করে।

প্রকৃতপক্ষে ইহা শিবলিঙ্গ অথবা কোন প্রস্তরনির্ম্মিত কীর্ত্তি স্তম্ভ, এবং তদ্গাত্রে কোনরূপ লিপি উৎকীর্ণ আছে কিনা, এই বিষয় উক্ত মৃত্তিকা স্তূপ খনন করিলে জ্ঞাত হওয়া যাইত; কিন্তু এই সম্বন্ধে কেহ প্রয়াস পাইয়াছেন কিনা তাহা জ্ঞাত হওয়া যায় না। যদি স্তম্ভটীর গাত্রে কোনরূপ লিপি উৎকীর্ণ থাকে তাহা হইলে ইহার বিষয়—এমন কি এতৎ প্রদেশের তিমিরাচ্ছন্ন ইতিবৃত্তও উদ্ঘাটিত হওয়া অসম্ভব নহে

যদি এই জনপদ প্রকৃতই ভূপতি মহীপালের রাজধানী হয়, তাহা হইলে ইতিহাসকার ভিন্‌সেন্ট স্মিথ কর্ত্তৃক বর্ণিত অত্রস্থ মূর্ত্তিনিচয় এবং ভগ্ন নিকেতনাদি তদীয় শাসনকালে নির্ম্মিত গৃহাদিরই ভগ্নাবশেষ হইতে পারে।

চাঁদিনা—

প্রাগুক্ত "বরকামতা" গ্রাম-সান্নিধ্যে "চাঁদিনা" নামক যে আর একটী পুরাতন গ্রাম অবস্থিত, তন্মধ্যেও কতিপয় ইষ্টক নির্ম্মিত ভবনাদির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টি-গোচর হয়। অত্রস্থ এক প্রাচীন পুষ্করিণী সংস্কার কালে তন্মধ্য হইতে একটী প্রস্তর নির্ম্মিত চতুর্ভুজ নারায়ণ-মূর্ত্তি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। মূর্ত্তিটী ন্যূনকল্পে তিন হস্ত উচ্চ হইবে এবং কোনরূপ বিকলাঙ্গ হয় নাই। ইহা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া নির্ম্মাতার শিল্পচাতুর্য্যের প্রশংসা করিতে হয়। যে পুষ্করিণী হইতে উক্ত মূর্ত্তি উদ্ধৃত হইয়াছে, তৎসমীপবর্ত্তী এতদঞ্চলের ভূস্বামিগণের কার্য্যালয়-সন্নিধানে সংস্থাপিত দুইটী আধুনিক শিব-মন্দিরের একটীর মধ্যে উক্ত মূর্ত্তি রক্ষিত হইতেছে।

উল্লিখিত জলাশয়ের দক্ষিণপশ্চিম কোণে বৃক্ষ-লতা সঙ্কুল একটী দ্বিতল নিকেতনের ধ্বংসাবশেষ পরিলক্ষিত হয়। গৃহটী ক্ষুদ্রাকারের ইষ্টকে নির্ম্মিত। ইহা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া অধিক প্রাচীন অনুভূত হইল না। কিন্তু নিতান্ত যে আধুনিক এরূপও মনে হয় না

এতদ্ব্যতিরেকে উল্লিখিত জলাশয়ের পশ্চিম

প্রান্তে একটী বৃহৎ তোরণ-বিশিষ্ট প্রাচীর পূর্ব্বে ছিল বলিয়া পল্লীবাসিগণ কহে। জ্ঞাত হওয়া যায় যে, উহা এতদঞ্চলের বর্ত্তমান ভূম্যধিপদিগের কর্ম্ম-চারিগণ কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইয়াছে।

এই স্থান হইতে অল্প দূরে যে এক অনুচ্চ সমতল মৃত্তিকাস্তূপ অবস্থিত, তদুপরি একটী ইষ্টক নির্ম্মিত চতুষ্কোণ ক্ষুদ্র বেদীর অনুরূপ পদার্থ পরিলক্ষিত হয়। তৎসম্বন্ধে স্থানীয় লোকে এইরূপ কহে — উক্ত গ্রাম মুসলমান ভূস্বামীদিগের অধিকারে থাকিবার সময় এই স্থানে যে ইমামবাড়া নির্ম্মিত হইয়াছিল, ঐ বেদী সদৃশ পদার্থটী তাহারই ধ্বংসাবশিষ্ট অংশ। অদ্যাপি পল্লীনিবাসী মুসলমানগণ কোন বিশেষ যাবনিক পর্ব্বো-পলক্ষে সায়াহ্নে তদুপরি দীপ প্রদান করে বলিয়া শ্রুতি গোচর হয়।

অত্রস্থ লোকমুখে এইরূপ অবগত হওয়া যায় যে এতদঞ্চল হইতে কতিপয় প্রস্তরনির্ম্মিত মূর্ত্তি উদ্ধৃত হইয়াছিল। তৎসমুদয়ের সহিত প্রাপ্ত "মহাভিনিক্রমণ" (মহাভিনিখকমণ) মূর্ত্তিটী ঢাকার কৌতুক-সংগ্রহালয়ে প্রেরিত হইয়াছে। অবশিষ্ট মূর্ত্তিনিচয় ইদানীং কুমিল্লা

নিবাসী জনৈক ভদ্রলোকের বাসস্থান-সমীপে অযত্নে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। তৎসমুদয়ের মধ্যে সুচারুরূপে নির্ম্মিত একটি দ্বিভুজ নরমূর্ত্তিই উল্লেখ যোগ্য। উহা সূর্য্যমূর্ত্তি বলিয়া অভিহিত হয়। ইহার সন্নিধানে যে এক প্রস্তর নির্ম্মিত গণেশ মূর্ত্তি আছে, তাহার নির্ম্মাণ কৌশলও প্রশংসার উপযুক্ত। উহার ভুজচতুষ্টয় ও শুণ্ডের কিয়দংশ ভগ্ন হইয়াছে।

ময়নামতী ও তৎসমীপবৰ্ত্তী প্রাচীন জনপদ

পালবংশ সম্ভূত নৃপতিগণ ব্যতীত ত্রিপুরার দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তবর্ত্তী প্রদেশ যে একদা খড়্গবংশীয় মহীপ-গণের শাসনাধীন ছিল এবংবিধ নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। কথিত আছে—তদনন্তর চন্দ্রদ্বীপের অধিপতি চন্দ্ররাজগণ "মিহিরকুল" বা ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত বর্ত্তমান "মেহেরকুল" পরগণায় রাজধানী স্থাপন পূর্ব্বক এতদঞ্চলে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

মেহেরকুল পরগণার অন্তর্ভূর্ত কুমিল্লা নগরীর পশ্চিম দিকে ৬ মাইল দূরে অবস্থিত "লালমাই" পর্ব্বতমালার যে অংশ অধুনা "ময়নামতী" নামে খ্যাত, তাহা উল্লিখিত বংশসম্ভূত রাজা মাণিকচন্দ্রের রাজ্ঞী "ময়নামতী"র নামানুসারে প্রসিদ্ধ এইরূপ

কিংবদন্তী এতৎ প্রদেশস্থ জনসাধারণ মধ্যে প্রচলিত আছে।

উক্ত ময়নামতী নামক পর্ব্বত শিখরস্থ বিস্তীর্ণ বেদী সদৃশ এক সমতল মৃন্ময় স্তূপের পৃষ্ঠদেশে ত্রিপুরেশগণের একটী সুরম্য গ্রীষ্মাবাস নির্ম্মিত আছে। ইহার সান্নিধ্যে "গোপীচাঁদের সুড়ঙ্গ" নামক একটী বিবর বা ভূনিম্নগামী বর্ত্ম ছিল বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যায়। লোকে কহে—মনুষ্য কিংবা অপর কোন প্রাণী দৈববশতঃ তদ্গর্ভে পতিত হইলে তাহাদের জীবননাশ হইতে পারে এই আশঙ্কায় শেষে উক্ত বিবর-মুখ ইষ্টক দ্বারা অবরুদ্ধ করা হইয়াছিল।

উক্ত বিবরের সম্বন্ধে এবংবিধ প্রবাদ প্রচলিত আছে—রাজা মাণিক-চন্দ্রের পুত্র "গোবিন্দ চন্দ্র" বা "গোপীচাঁদ" তদীয় মাতৃ আদেশানুসারে "হরিপা" নামক জনৈক সিদ্ধপুরুষের নিকট যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার পর, ঐ বিবরের দ্বারা ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া যোগসাধন করিয়াছিলেন এই কারণবশতঃ উহা "গোপীচাঁদের সুড়ঙ্গ" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।
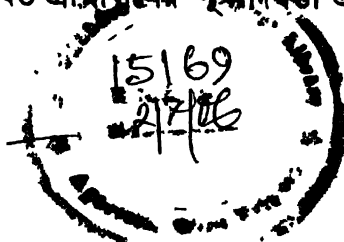
পূর্ব্বোল্লিখিত গ্রীষ্মাবাসের পূর্ব্বদিক্বর্ত্তী প্রাঙ্গণ খনন-

কালে, ভূনিম্নস্থ একটী ইষ্টক নির্ম্মিত ভবনের কতিপয় দ্বার বিশিষ্ট প্রাচীরের কিয়দংশ উদ্ঘাটিত হইয়াছে। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রাগুক্ত মৃত্তিকাস্তূপ-গর্ভে গোবিন্দ চন্দ্র কিংবা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী প্রাচীনকালের অপর কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত একটী নিকেতন নিহিত রহিয়াছে। সম্ভবতঃ উহা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী কোন চন্দ্ররাজ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বৌদ্ধ বিহারও হইতে পারে, গোবিন্দ চন্দ্র বা গোপীচাঁদ আগমন পূর্ব্বক তাহাতে যোগসাধন করিতেন।

স্তূপটী খনন করিলে তন্মধ্য হইতে পুরাকালের নির্ম্মিত নিকেতন এবং কৌতূহলপ্রদ প্রাচীন দ্রব্যাদি যে আবিষ্কৃত হইতে পারে এই বিষয়ের কোন সন্দেহ নাই। এমন কি—উৎকীর্ণ লিপিবিশিষ্ট প্রস্তরফলক, তাম্রশাসন কিংবা তৎকাল প্রচলিত মুদ্রাদিও প্রাপ্ত হওয়া বিচিত্র নহে—যদ্দ্বারা এতৎপ্রদেশের অন্ধকার-ময় ইতিহাস জনসমাজে প্রকাশিত হওয়া অতি সম্ভব।

এই স্থান নিবাসী অধিকাংশ লোকই যুগী জাতীয়। জ্ঞাত হওয়া যায় যে, তাহারা বহুকাল অবধি এই স্থানে

বাস করিতেছে। ঐ সমস্ত যুগী—বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী চন্দ্র-রাজগণের এতৎপ্রদেশ শাসন কালের নিবাসী হইতে পারে। যুগীরা পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিল—পরিশেষে ক্রমশঃ তাহারা হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়।

যুগীদের মধ্যে হল স্পর্শ করা নিষিদ্ধ বিধায় তাহারা ভূমিকর্ষণ করে না। বস্ত্র বয়নই তাহাদিগের জীবিকা-নির্ব্বাহের প্রধান উপায়। তজ্জন্য ইহাই তাহাদিগের জাতীয় ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে।

ময়নামতী নিবাসী যুগীরা নানাবর্ণের যে সমুদয় সুরম্য বস্ত্র বয়ন করে, তৎসমুদয় পূর্ব্ববঙ্গে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। এই স্থানে ও কুমিল্লার হাটে উল্লিখিত বস্ত্রনিচয় সচরাচর বহুল পরিমাণে বিক্রয় হইয়া থাকে।

নিশ্চিন্তপুর—

ময়নামতীর সন্নিকটস্থ "নিশ্চিন্তপুর" নামক গ্রামের মধ্যবর্ত্তী "লালমাই" পর্ব্বতের ক্রমনিম্ন গাত্রে কতিপয় ইষ্টক-স্তূপ দৃষ্টিগোচর হয়। তৎসমুদয়ের সম্বন্ধে

জনশ্রুতি এই — প্রাগুক্ত রাজা মাণিকচন্দ্র ও তদীয় পুত্র গোবিন্দচন্দ্র বা গোপীচাঁদ এতদঞ্চলে রাজত্ব করিবার কালে এই স্থানে রাজধানী স্থাপন পূর্ব্বক যে সকল অট্টালিকাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, উক্ত ইষ্টক-স্তূপ-রাশি তাহারই বিধ্বস্ত অংশ। পূর্ব্বে এই স্থানে ভগ্ন প্রাচীরাদি বর্ত্তমান ছিল বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যায়। অধুনা তৎসমুদয় আর নাই। ইষ্টক গ্রহণ ও গুপ্ত-ধন অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে পুরাকালে নির্ম্মিত ভবনাদির ভগ্নাব-শেষ পল্লিনিবাসিগণ কিংবা অপরাপর লোকে সচরাচর যে প্রকার সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করিয়া থাকে, অত্রস্থ ভগ্ন প্রাচীরাদিও তদুদ্দেশ্যে বিধ্বস্ত হইয়া থাকিবে। দুঃখের বিষয় — সামান্য লোভের বশবর্ত্তী হইয়া লোকে এবম্প্রকারের প্রাচীন কীর্ত্তিমালা বিলুপ্ত করে। উক্ত ইষ্টক-রাশির ঊর্দ্ধভাগে নিগমানন্দ স্বামীর আশ্রম নির্ম্মিত হইয়াছে।

এই স্থান হইতে একটী প্রস্তর-নির্ম্মিত মূর্ত্তির অধো-ভাগ উদ্ধৃত হইয়াছে। তন্নিম্নে গরুড়-মূর্ত্তি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ইহা নারায়ণের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া অনুমিত হয়।

বেরল্ল—

ময়নামতীর উত্তর-পশ্চিম কোণে তিন মাইল দূরে অবস্থিত "বেরল্ল" নামক গ্রামটী "বেরুদেব" নামে খ্যাত রাজপুত্রের জন্মস্থান—এবং সেই কারণবশতঃ উক্ত জনপদ "বেরল্ল" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া কিংবদন্তী আছে। জ্ঞাত হওয়া যায় যে, তিনি "কুসুমদেব" নামক এতদঞ্চলের জনৈক অধিপতির তনয় ছিলেন।

উক্ত কুসুমদেব ও তদীয় পুত্র বেরুদেব ব্যতীত তাঁহাদিগের পূর্ব্ববর্ত্তী কিংবা পরবর্ত্তী তদ্বংশীয় আর কেহ এতদঞ্চলে রাজত্ব করিয়াছিলেন কিনা—তাঁহারা কোন্ কুলোদ্ভব—এবং কোন্ সময়েই বা রাজত্ব করিয়াছিলেন—এই সমস্ত বিষয়ে কোন কথাই অবগত হওয়া যায় না।

কোন কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হয় যে, "মিহির কুল" বা বর্ত্তমান "মেহের কুল" পরগণা চন্দ্ররাজগণের আয়ত্তে থাকিবার সময় "বেরল্ল' গ্রামটী-ই "করুমস্তপুর" নামক এতৎপ্রদশের সুপ্রসিদ্ধ রাজধানী ছিল। প্রকৃতপক্ষে ইহাই করুমস্তপুর অথবা ইতঃপূর্ব্বে বর্ণিত "বরকামৃতা"-ই করুমস্তপুর এবং চন্দ্র

রাজগণ এতৎ প্রদেশে রাজত্ব করিবার সময়ে করুমন্ত-পুর সংস্থাপিত—কি পালবংশীয় মহীপগণের সমতট দেশ শাসন কালে করুমন্তপুর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল—এই বিষয়েরই বা কি প্রমাণ আছে—স্বভাবতঃ এবম্প্রকার প্রশ্ন মনে উদিত হয়। যাহাহউক, পূর্ব্বকালের নানা সময়ে নানাকুলোদ্ভব যে সমুদয় নৃপাল এতৎপ্রদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া কিংবদন্তী আছে, তৎসমুদয় মহীপগণের নাম ব্যতীত আর কোনরূপ যথাযথ ইতিবৃত্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

বর্ণিত বেরল্ল নামক গ্রাম হইতে নটেশ্বর মহাদেব, গণেশ, জগদ্ধাত্রী, কালভৈরব, বুদ্ধ ও জম্ভল প্রভৃতির প্রস্তর নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি উদ্ধৃত হইয়াছিল বলিয়া লোক মুখে অবগত হওয়া যায়। ইহাতে এইরূপ অনুমিত হয়—এতদঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম্মের অবসান সময়াবধি হিন্দু-ধর্ম্মের পুনরুত্থান কাল পর্য্যন্ত ঐ সকল প্রস্তরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এবং একদা এই স্থান একটী সম্বৃদ্ধিশালী জনপদ কিংবা কোন রাজা বিশেষের রাজ-ধানীও থাকিতে পারে। কালচক্রে অধুনা ইহা সামান্য একটী পল্লীগ্রামে পরিণত হইয়াছে।

লাল্‌মাই পর্ব্বতপ্রান্তদেশস্থ কতিপয় প্রাচীন স্থান

কুমিল্লা নগরীর পশ্চিম প্রান্তে "লাল্‌মাই" নামে খ্যাত ন্যূনাতিরেক ৮ মাইল দীর্ঘ অরণ্যসঙ্কুল যে এক গিরিশ্রেণী অবস্থিত, তাহার নানা স্থানে রাজধানী স্থাপন পূর্ব্বক কোন এককালে কতিপয় নৃপাল রাজত্ব করিয়াছিলেন—এইরূপ জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। তৎকালের যে কতিপয় প্রাচীন নিদর্শন অধুনা ঐ সমুদয় স্থানে বর্ত্তমান রহিয়াছে, এবং সেই সমস্তের সম্বন্ধে লোকমুখে যাহা কিছু অবগত হওয়া যায়, তদ্বিষয় নিম্নে বিবৃত হইল।

কোট্‌বাড়ী—

উল্লিখিত পর্ব্বত-প্রান্তদেশস্থ কোট্‌বাড়ী নামক জনপদে কতিপয় ইষ্টক-নির্ম্মিত ভবন ও প্রাচীরাদির

ভগ্নাবশেষ একদা বর্ত্তমান ছিল বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যায়। অধুনা বহু সংখ্যক বিকীর্ণ ও স্তূপীকৃত ইষ্টকরাশি ব্যতীত তথায় আর কিছুই দৃষ্টিপথে পতিত হয় না। জনশ্রুতি এই—তৎসমুদয় সুপ্রাচীন কালের জনৈক রাজা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত দুর্গ ও নিকেতনাদির বিধ্বস্ত অংশ। কিন্তু কোন্ সময়ে কাহার দ্বারা ঐ দুর্গ ও ভবনাদি নির্ম্মিত হইয়াছিল, এই কথা কেহই বলিতে সক্ষম নহে।

স্মরণাতীতকাল অবধি জনসাধারণ কর্ত্তৃক এই স্থান "কোটবাড়ী" নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। কোট শব্দ দুর্গ শব্দের পরিবর্ত্তে পূর্ব্ববঙ্গের জনসাধারণে প্রয়োগ করিয়া থাকে; ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, কোন মহীপ একদা এই স্থানে দুর্গনির্ম্মাণ পূর্ব্বক বাস করিয়াছিলেন—কালবিবর্ত্তনে তাঁহার বিষয় বিস্মৃতির তিমিরময় গর্ভে নিহিত হইয়াছে।

শালবানপুর—

কোটবাড়ীর দক্ষিণদিকে এক মাইল দূরবর্ত্তী উক্ত জনপদটী রাজা গোপীচাঁদের গুরু সিদ্ধাচার্য্য "হরিপা" ও "চৌরঙ্গী"র জন্মস্থান বলিয়া কিংবদন্তী প্রচলিত

আছে। কথিত আছে যে, হরিপার পিতা "শালবান" নামক জনৈক রাজার নামানুসারেই গ্রামটী "শালবান-পুর" বলিয়া অভিহিত এবং উক্ত রাজার নাম সমন্বিত যে এক বৃহৎ সরোবর পল্লীমধ্যে আছে, তাহাও উক্ত রাজা কর্ত্তৃক খনিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত তাঁহাদিগের সম্বন্ধে আর কোন কথাই জ্ঞাত হওয়া যায় না।

ভোজরাজার কোট—

প্রাগুক্ত কোটবাড়ীর উত্তরে, অর্দ্ধ মাইল দূরে—"ভোজ রাজার দীঘিকা" নামক সুপ্রসিদ্ধ যে এক সরোবর আছে, তাহার পশ্চিমদিকে ইষ্টক নির্ম্মিত ভবনাদির কতিপয় বিধ্বস্ত অংশ দৃষ্টিপথে পতিত হয়। জনশ্রুতি এই—তৎসমুদয় "ভোজ" নামক এতৎ প্রদেশস্থ জনৈক রাজা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত নিকেতনাদির ধ্বংসাবশেষ। এতদাঞ্চলের সর্ব্বসাধারণে এই স্থানকে "ভোজরাজার কোট" নামে অভিহিত করে।

আনন্দ রাজার কোট—

প্রাগুক্ত ভোজ দীর্ঘিকার উত্তরদিকে "আনন্দ-সাগর" নামক প্রসিদ্ধ এক পুষ্করিণীর পশ্চিম প্রান্তে কতিপয়

প্রাচীরাদির ধ্বংসাবশেষ ও ইষ্টকরাশি বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। ঐ সমস্তের সম্বন্ধে জনশ্রুতি এই—“আনন্দ” নামে খ্যাত জনৈক রাজা একদা এতদঞ্চলে রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া যে প্রবাদ প্রচলিত আছে, সেই সময় তৎকর্ত্তৃক এই স্থানে যে সমুদয় নিকেতনাদি নির্ম্মিত হইয়াছিল, উল্লিখিত বিকীর্ণ ইষ্টকাদি তাহারই ধ্বংসাবশিষ্ট অংশ। এই পল্লী “আনন্দ রাজার কোট” নামে জনসমাজে পরিচিত।

“লালমাই” নামক প্রাগুক্ত পর্ব্বতমালার প্রান্ত দেশস্থ কতিপয় স্থানে যে সকল মহীপগণ রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে, তাঁহারা কোন্ বংশসম্ভূত এবং কোন্ সময়ই বা তাহাদিগের রাজত্বকাল — জনশ্রুতি ব্যতীত এই সকল বিষয়ের প্রামাণিক ইতিবৃত্ত কিছুই অবগত হওয়া যায় না।

চণ্ডীমুড়া

কুমিল্লা নগরীর পশ্চিমপ্রান্তে ন্যূনাতিরেক ৬ মাইল দূরে—"লালমাই" নামে খ্যাত যে দীর্ঘ পর্ব্বতমালা দৃষ্টি-গোচর হয়, "চণ্ডিমুড়া" নামক তাহার দক্ষিণদিকের অরণ্যাবৃত শৃঙ্গোপরি বৃক্ষ-লতাজড়িত দুইটী সুপ্রাচীন মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। সর্ব্বসাধারণ কর্ত্তৃক মন্দিরদ্বয় "চণ্ডীমন্দির" নামে অভিহিত হয়। ত্রিপুরারাজ্যের সু-প্রসিদ্ধ প্রাচীন রাজধানী উদয়পুরে যে সমুদয় মন্দির সং-স্থাপিত, উক্ত দুইটী মন্দির আকৃতিতে তদনুরূপ।

মন্দির দুইটী খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে ত্রিপুরেশ গোবিন্দ মাণিক্যের অনুজ জগন্নাথ দেবের দুহিতা, যুব-রাজ চম্পকরায়ের সহোদরা "দ্বিতীয়া দেবী" কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল; এবং তিনিই তন্মধ্যে চণ্ডীমূর্ত্তি প্রতি-

ষ্ঠীত করিয়াছিলেন। বঙ্গভাষায় লিখিত "রাজমালা" নামে প্রসিদ্ধ ত্রিপুররাজগণের জীবনচরিত গ্রন্থে এই বিষয় এবম্প্রকার লিপিবদ্ধ আছে।—

"চম্পকরায় দেওয়ানছিল হৈল যুবরাজ।
তার ভগ্নী দ্বিতীয়া নামে করে পুণ্য কাজ॥
মেহের কুল উদয় পুর দীর্ঘিকা খনিল।
দোল সেতু চণ্ডীমুড়া চণ্ডিকা স্থাপিল॥"
রাজমালা—রত্নমাণিক্য খণ্ড

দৈত্যের বা দুত্যার দীঘী নামক যে জলাশয় চণ্ডী-মুড়ার নিকট আছে, তাহাই উল্লিখিত দ্বিতীয়া দেবী কর্ত্তৃক মেহেরকুলে খনিত দীর্ঘিকা। কালক্রমে "দ্বিতীয়া" শব্দ অপভ্রষ্ট হইয়া "দৈত্য" বা "দুত্যা" রূপে পরিণত হইয়াছে।

একটী মন্দির-মধ্যে চণ্ডীদেবীর প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, কিন্তু অপরটীতে কি মূর্ত্তি ছিল, অথবা তাহাতে কোন মূর্ত্তিই সংস্থাপিত হইয়াছিল কিনা ইহা অবগত হওয়া যায় না।

মন্দিরদ্বয়-মধ্যে একটীর ঊর্দ্ধভাগ পর্য্যবেক্ষণ করিলে

একদা তদ্গাত্রে কোন প্রস্তর-ফলক সংলগ্নছিল—এই প্রকার চিহ্ন স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু কোনও ব্যক্তি ঐস্থানে কোনও শিলাফলক সংলগ্ন থাকিতে দেখিয়াছে বা শুনিয়াছে কিনা এই বিষয় বহু অনুসন্ধানেও জ্ঞাত হওয়া যায় না।

ত্রিপুররাজ-কুলোদ্ভবা দ্বিতীয়া দেবী নাম্নী জনৈক মহিলা-কর্ত্তৃক বর্ণিত দুইটী মন্দির নির্ম্মিত হইয়া তন্মধ্যে যে চণ্ডীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এবং পর্ব্বতপ্রান্তদেশস্থ বর্ত্তমান দৈত্যের দীঘী (দ্বিতীয়ার দীঘী) নামে খ্যাত সরোবর যে তৎকর্ত্তৃক খনিত, এই সমস্ত কথা অধুনা সর্ব্বসাধারণের স্মৃতি হইতে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়াছে। প্রকৃত বিষয় জ্ঞাত না হইয়া ভ্রমবশতঃ কেহ কেহ অত্রস্থ মন্দিরদ্বয় গোপীচাঁদের নির্ম্মিত-ও বলিয়া থাকে।

জনশ্রুতি এই—উভয় মন্দিরই বহুকাল যাবৎ পরিত্যক্ত ছিল। ১৩২৫ বঙ্গাব্দে চাঁদপুর-নিবাসী নিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী নামক জনৈক ব্রাহ্মণ ধাতুবিশেষ-নির্ম্মিত সুবর্ণ পত্রে মণ্ডিত এক অষ্টভুজা শক্তিমূর্ত্তি প্রাগুক্ত মন্দিরদ্বয়-মধ্যের একটীতে প্রতিষ্ঠিত করে। মূর্ত্তিটী কুমিল্লা-নিবাসী মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের সাহায্যে বগাসাইর পরগণার

অন্তঃপাতী দোলবাড়ী গ্রামস্থ বৈকুণ্ঠ চক্রবর্ত্তীর নিকট হইতে উক্ত নিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক আনীত হইয়াছিল। ঐ মূর্ত্তি উল্লিখিত গ্রামের এক পুষ্করিণী হইতে উদ্ধৃত হইয়াছিল বলিয়া অবগত হওয়া যায়।

উল্লিখিত মূর্ত্তি ১৩২৪ বঙ্গাব্দে আনীত হইলেও নানা কারণ বশতঃ তৎকালে উহা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তদনন্তর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। দুঃখের বিষয়—যে বর্ষে দেবী-মূর্ত্তিটী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সেই বর্ষেরই মাঘের এক রজনীতে উহা অপহৃত হয়, এবং এযাবৎ তাহার কোন অনুসন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই।

ঢাকা নগরীর কৌতুক-সংগ্রহালয়ে বর্ণিত মূর্ত্তির যে আলোকচিত্র গৃহীত হইয়াছিল তদ্দৃষ্টে ইহার শিল্প-চাতুর্য্যের প্রশংসা করিতে হয়। মূর্ত্তিটার কারুকৌশল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি উহা হস্তগত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু নিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কোন মতেই হস্তান্তর করিতে স্বীকৃত হয় নাই বলিয়া তৎকর্ত্তৃক কথিত হয়।

প্রাগুক্ত শক্তিমূর্ত্তির পাদপীঠে যে লিপি উৎকীর্ণ আছে বলিয়া নিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কহে, তাহানিম্নে প্রদত্ত হইল।

"স্বস্তি শ্রীখড়্গোদ্যমো নাম নরাধিরাজঃ।
তৎসূনুরাসীদ্ ভুবিজাতখড়্গঃ॥
তদাত্মজো দানপতিঃ-প্রতাপী
শ্রীদেব খড়্গো ভূপতিবরঃ।
তৎসুতো বিজিতারিখড়্গ রাজস্তস্য
মহাদেবী মহিষী শ্রীপ্রভাবতী সর্ব্বাণীং
প্রীতি ভক্ত্যা হেমলগ্না মকারয়ৎ শ্রীঃ॥"

উল্লিখিত লিপি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ইহা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, একদা খড়্গ বংশীয় নৃপতিগণ এতৎ প্রদেশ শাসন করিয়াছিলেন। তৎকালে উক্ত বংশোদ্ভব বিজিতারি খড়্গরাজ নামক জনৈক নৃপালের "প্রভাবতী" নাম্নী মহিষী কর্ত্তৃক বর্ণিত স্বুবর্ণ পত্রে মণ্ডিত অষ্টভুজা শক্তি দেবীর ধাতু-মূর্ত্তিটী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইদানীং ঐ মূর্ত্তির মন্দিরের কিংবা ইহার প্রতিষ্ঠাতার বাস ভবনাদীর কোন নিদর্শনই বর্ত্তমান নাই এবং কোন্ স্থানে ছিল তাহাই বা কে কহিতে পারে? কালপ্রবাহে সে সমুদয় কথা কে জানে কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে।

অধুনা চণ্ডীমন্দির-মধ্যে যে কতিপয় দেবমূর্ত্তি সংস্থা-

পিত, তৎসমুদয় পূর্ব্ববর্ণিত অষ্টভুজা শক্তিমূর্ত্তি অপহৃত হওয়ার পর নিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক নানা স্থান হইতে সংগৃহীত হইয়া অত্রস্থ মন্দির-মধ্যে স্থাপিত হইয়াছে—এইরূপ উক্ত চক্রবর্ত্তী কহে। ইহাও তৎকর্ত্তৃক কথিত হয় যে, বর্ত্তমান মূর্ত্তি নিচয় মধ্যস্থ কোন এক হিংস্র জন্তু বিশেষোপরি আসীন দ্বিভুজ পুংমূর্ত্তিটীই আদৌ এইস্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিল কিন্তু কোন এক অজ্ঞাতকালে অকস্মাৎ উহা এইস্থান হইতে অন্তর্হিত হয়। একদা নিশাযোগে জনৈক উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তি মূর্ত্তিটী এইস্থান হইতে অপসারণ করিয়াছিল, এবং উহা মহিচাইল পরগণার অন্তঃপাতী কাঐ গ্রাম-মধ্যস্থ এক বটবৃক্ষের নিম্নদেশে নিক্ষিপ্ত ছিল—নিবারণ চক্রবর্ত্তী এই বিষয় ঘটনাক্রমে অবগত হইলে তথায় গমন পূর্ব্বক মূর্ত্তিটী আনয়ন করিয়া মন্দির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে।

অজ্ঞতা কিংবা ভ্রমবশতঃ নিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া থাকিবে। যে হেতু উক্ত মূর্ত্তি প্রকৃতই চণ্ডীমূর্ত্তি নহে; উহা বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তি হওয়ারই সম্ভাবনা অধিক। মূর্ত্তিটী পর্য্যবেক্ষণ করিয়া অনুমিত হয় যে, মাররূপী হিংস্র জন্তুকে পরাজিত করিয়া বুদ্ধদেব তদুপরি উপবিষ্ট রহিয়াছেন।

চণ্ডীমুড়ার দুইটী মূর্ত্তি—কুমিল্লা (৩৬ পৃষ্ঠা)

ইহাও হওয়া সম্ভব—চণ্ডীমুড়ার মন্দিরদ্বয় শূন্য পর্য্য-বেক্ষণ করিয়া একদা কোন ব্যক্তি প্রাগুক্ত নরমূর্ত্তি অন্য স্থান হইতে আনয়ন পূর্ব্বক মন্দির মধ্যে স্থাপন করিয়া থাকিবে। পরিশেষে উল্লিখিত রূপে এই স্থান হইতে অপসারিত হইয়াছিল।

প্রকৃতপক্ষে মন্দিরদ্বয়-মধ্যের একটীতে দ্বিতীয়াদেবী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত চণ্ডীমূর্ত্তি কোন্ সময়ে কাহার দ্বারা অপসারিত হইয়াছিল এবং আর একটী মন্দিরেই বা কি মূর্ত্তি সংস্থাপিত ছিল, এই বিষয়ের প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটিত হওয়া সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না।

চণ্ডীমুড়ার শিখরোপরি অবস্থিত দুইটী মন্দির-মধ্যে একটীতে অধুনা যে সমস্ত মূর্ত্তি সংস্থাপিত, তৎসমুদয়ের মধ্যস্থ একটী দণ্ডায়মান দ্বিভুজ নরমূর্ত্তি জনসাধারণ-কর্ত্তৃক সূর্য্য-মূর্ত্তি বলিয়া অভিহিত হয়। ইহার কারুকৌশল প্রশংসনীয়।

এতদ্ব্যতিরেকে পিত্তল নির্ম্মিত এক ক্ষুদ্রাকার অষ্ট-ভুজা শক্তি-মূর্ত্তি ও প্রস্তরনির্ম্মিত একটী চক্র এই মন্দির-মধ্যে স্থাপিত আছে। এই প্রস্তর-চক্রকে জনসাধারণ বিষ্ণুচক্র আখ্যা প্রদান করে।

উল্লিখিত মন্দিরের উত্তর দিকে সামান্য দূরে যে আর একটী মন্দির অবস্থিত, তন্মধ্যে অষ্টধাতু নির্ম্মিত একটী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। উক্ত লিঙ্গ-মূর্ত্তির পীঠ-নিম্নে এবংবিধ উৎকীর্ণ লিপি পরিলক্ষিত হয়।

"দে ধর্ম্মোয়ং আচার্য্য প্রথমরাশি ভাদ্রস্য"

চণ্ডীমুড়া হইতে ন্যূনাধিক ১০ মাইল দূরবর্ত্তী "হরিপুর" গ্রামমধ্যস্থ নমঃশূদ্র জাতীয় জনৈক ব্যক্তির আলয়ে প্রস্তর নির্ম্মিত একটী দশভুজা মহিষমর্দ্দিনীর প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। ইহার আয়তন উচ্চে দ্বি-হস্তের কিঞ্চিদধিক হইবে। সুচারুরূপে নির্ম্মিত মূর্ত্তিটীর কোন অঙ্গ বিনষ্ট হয় নাই। ইহা পল্লীমধ্যস্থ পুষ্করিণী সংস্কার কালে পঙ্ক-মধ্য হইতে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে বলিয়া অবগত হওয়া যায়।

দশভুজা মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি—হরিপুর (৩৮ পৃষ্ঠা)

রাজা ভবচন্দ্রের বিধ্বস্ত নিকেতন

কুমিল্লা নগরীর দক্ষিণদিকে ন্যূনাধিক ২০ মাইল দূরবর্ত্তী চৌদ্দগ্রাম পরগণার অন্তর্গত ঈশানচন্দ্র নগর ও ভজনমুড়া বা ভচনমুড়া নামক যে দুইটী গ্রাম অবস্থিত, তন্মধ্যস্থ সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরের নানা স্থানে স্তূপীকৃত এবং ইতস্ততঃ বিকীর্ণ অসংখ্য. ইষ্টকরাশি দৃষ্টিপথে পতিত হয়। তৎসম্বন্ধে জনশ্রুতি এই—কোন এক কালে ভবচন্দ্র নামক জনৈক বাতিকগ্রস্ত রাজা এই স্থানে রাজধানী স্থাপনপূর্ব্বক এতদঞ্চলে রাজত্ব করিয়াছিলেন। সেই সময় তাঁহার দ্বারা যে সমুদয় অট্টালিকাদি নির্ম্মিত হইয়াছিল, উল্লিখিত ইষ্টকরাশি তাহারই বিধ্বস্ত অংশ। স্থানীয় লোকমুখে অবগত হওয়া যায় যে, পূর্ব্বে এই স্থানে কতিপয় বৃহৎ স্তম্ভ ও প্রাচীরাদির

ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান ছিল; তাহা মুসলমানেরা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করিয়া তদুপরি বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছে।

কেবল যে বাসস্থান নির্ম্মাণার্থে কিংবা ইষ্টক গ্রহণ উদ্দেশ্যে প্রাচীন নিকেতনাদি এই প্রকারে বিধ্বস্ত হয় তাহা নহে; গুপ্তধন উদ্ধারের প্রলোভনেও প্রাচীন স্থান-নিচয় অনেকেই খনন করিয়া থাকে, এবং স্থান বিশেষে কোন কোন ব্যক্তি ভূগর্ভে প্রোথিত মুদ্রাদি যে প্রাপ্ত না হইয়াছে এরূপ নহে।

কথিত আছে—রাজা ভবচন্দ্র যেরূপ অদ্ভুত প্রকৃতির ছিলেন, রাজমন্ত্রী এবং তদীয় পার্শ্বচরগণও তদনুরূপ প্রকৃতি-বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিল। এই কারণ বশতঃ এতদঞ্চলে কেহ কোনরূপ নির্ব্বুদ্ধির কার্য্য করিলে সচরাচর লোকে তাহাকে হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রী বলিয়া বিদ্রূপ করিয়া থাকে।

কুমিল্লা ও চট্টগ্রামের মধ্যবর্ত্তী সুদীর্ঘ রাজবর্ত্মের উভয় পার্শ্বে যে দুইটী মৃত্তিকাবৃত প্রকাণ্ড ইষ্টকস্তূপ অবস্থিত, তন্মধ্যে উক্ত রাজবর্ত্মের পশ্চিমদিকস্থ স্তূপটী ও তন্নিম্নবর্ত্তী ভূমি-ই ভজনমুড়া বা ভচনমুড়া নামে খ্যাত। সম্ভবতঃ ভবচন্দ্রমুড়াই তাহার প্রকৃত আখ্যা ছিল, অপভ্রষ্ট

হইয়া ইদানীং ভচন বা ভজনমুড়া নামে পরিণত হইয়া থাকিবে।

রাজা ভবচন্দ্র উল্লিখিত স্তূপদ্বয়ের একটীতে অবস্থিত নিকেতনে উপবেশন-পূর্ব্বক অপর স্তূপোপরি নির্ম্মিত ভবনে হুকা স্থাপন করিয়া ধূমপান করিতেন—এইরূপ কৌতুকোদ্দীপক প্রবাদ জনসমাজে প্রচলিত আছে। এতদ্ব্যতীত তাহার অদ্ভুত প্রকৃতির সম্বন্ধে আরও নানা-বিধ হাস্যজনক কাহিনী শ্রুতিগোচর হয়।

জনশ্রুতি এই—এলাহাবাদ জিলার অন্তর্গত সুপ্রাচীন জনপদ ঝুসীতে "হরবং" নামক জনৈক বাতিকগ্রস্ত রাজা একদা রাজত্ব করিতেন। সেই সময় তদীয় আদেশানু-সারে রাজ্য-মধ্যে সমস্ত দ্রব্য এক পরিমাণে ও একমূল্যে বিক্রয় হইত বলিয়া যে প্রবাদ প্রসিদ্ধ, রাজা ভবচন্দ্রের সম্বন্ধে প্রচলিত প্রবাদ-নিচয়ের দুই একটীতে-ও ঠিক সেইরূপ কথা উল্লেখ আছে।

কি কারণে সুদূরস্থ দুইটী প্রদেশের দুই ব্যক্তির সম্বন্ধে এবংবিধ প্রবাদের সমতা পরিলক্ষিত হয়, তাহার কারণ উপলব্ধ হয় না—বরঞ্চ প্রহেলিকার ন্যায়ই অনুভূত হয়। রাজা ভবচন্দ্রের সম্বন্ধে যে সকল প্রবাদ প্রচলিত

আছে, তৎসমুদয়-ই কি কল্পনা-প্রসূত, অথবা তাহাতে কোনরূপ সত্যের অংশ আছে ইহা নির্ণয় করা দুষ্কর।

"ভচনমুড়া" বা "ভজনমুড়া" নামক ইষ্টক-স্তূপ—এবং আর যে একটী স্তূপের বিষয় পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা যে প্রাচীনকালে নির্ম্মিত কোন বৌদ্ধ স্তূপের ধ্বংসাবশেষ নহে, ইহা কে বলিতে পারে? অত্রস্থ বিকীর্ণ ইষ্টক-রাশি—অধুনা যাহা রাজা ভবচন্দ্রের নিকেতনাদির বিধ্বস্ত অংশ বলিয়া জনসাধারণ কর্ত্তৃক কথিত হয়, তৎসমুদয় কোন বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী নৃপাল কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বৌদ্ধ-বিহার ও নিকেতনাদির বিধ্বস্ত অংশ হওয়া অসম্ভব নহে।

এই প্রবন্ধ এবং ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধ-নিচয় পর্য্যালোচনা করিলে ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, কুমিল্লার দক্ষিণ ও পশ্চিমপ্রান্তবর্ত্তী অঞ্চলসমূহ পূর্ব্বকালে নানা বংশ-সম্ভূত নৃপালগণের শাসনাধীনে ছিল। সম্ভবতঃ তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী এবং কেহ বা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন,—কালপ্রবাহে তাঁহাদিগের প্রকৃত ইতিবৃত্ত ঘোর তিমিরে নিহিত হইয়া অধুনা কেবল জনশ্রুতিতে পরিণত হইয়াছে।

ন্যূনাতিরেক পঞ্চাশৎবর্ষ অতীত হইল বীরমণি হাজারী নামক জনৈক ত্রিপুররাজ কর্ম্মচারী চৌদ্দগ্রাম পরগণার পূর্ব্বদিকস্থ খণ্ডল পরগণায় একটী পুষ্করিণী খনন করাইবার কালে মৃত্তিকার গর্ভ হইতে একখানি প্রস্তর-নির্ম্মিত শিব-শক্তির প্রতিমূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল। তৎকর্ত্তৃক উক্ত মূর্ত্তি সেই স্থান হইতে নীত হইয়া ত্রিপুর-রাজ্যের নব রাজধানী "নূতন হাবেলী" বা "নূতন আগরতলা" নামে খ্যাত নগরীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্থানীয় সর্ব্বসাধারণে বর্ণিত মূর্ত্তিকে "উমামহেশ্বর" নামে অভিহিত করে। ইহার পদনিম্নে যে লিপি উৎকীর্ণ আছে, তাহা পাঠ করিবার জন্য অনেকেই প্রয়াস প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া অবগত হওয়া যায়। কিন্তু "উমা-মহেশ্বর" ও অপর কয়েকটী শব্দ ব্যতিরেকে আর কিছুই পাঠ করিতে সক্ষম হয় নাই।

অধুনা ইণ্ডিয়েন মিউজিয়মের সহকারী তত্ত্বাবধায়ক পণ্ডিত বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ উল্লিখিত মূর্ত্তির পদ-নিম্নস্থ উৎকীর্ণ লিপির যে পাঠ উদ্ধার করিয়াছেন, এবং তৎকর্ত্তৃক তাহার যে অর্থ ব্যাখ্যাত হইয়াছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শিলালিপি—

"ওঁ শ্রীতড়ঙ্গচন্দ্র দেব পাদীয় সম্বৎ ১৮
মাঘদিনে ১৯ ভূভৃতা
কারিত উমামহেশ্বর ভট্টারকঃ
খচিতঞ্চ কেম্মোকেনেতি ॥"

ব্যাখ্যা—

"শ্রীতড়ঙ্গচন্দ্র দেব পাদের অষ্টাদশ বর্ষ রাজ্যকালে মাঘ মাসের ১৯ তারিখে রাজা স্বয়ং এই উমামহেশ্বর ভট্টারকের মূর্ত্তি করাইলেন, কেম্মোক নামে শিল্পী ইহা নির্ম্মাণ করিল।

খচিতঞ্চ স্থানে খচিতশ্চ পাঠই বিশুদ্ধ খচিত অর্থে fixed, blended প্রস্তর কাটিয়া উমামহেশ্বর মূর্ত্তি এক যোগে করিয়া দেওয়ার নাম খচিত। ভট্টারকঃ পুংলিঙ্গ, সুতরাং খচিতং ক্লীবলিঙ্গ না হইয়া খচিতঃ পুংলিঙ্গ হওয়াই উচিত। শ্রীতরঙ্গ চন্দ্রদেব রাজার নাম শিলায় শ্রীতরঙ্গ চন্দ্রদেব স্থানীয় উচ্চারণ ভেদে "র" স্থানে "ড়" হইয়া গিয়াছে। এরাজার পরিচয় জানা নাই। তবে ইনি যে পাল রাজগণের সমসাময়িক তাহা এই লিপিগুলির আকার প্রকারে অনুমান করা যাইতে পারে।"

শ্রীবিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ

উমামহেশ্বর মূর্ত্তির পদনিম্নে উৎকীর্ণ লিপি (৪৪ পৃষ্ঠা)

ত্রিপুরার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তবর্ত্তী নানা জনপদ হইতে পুরাকালের নির্ম্মিত দেব-দেবীর প্রতিমূর্ত্তি সময় সময় উদ্ধৃত হওয়াতে অনুমিত হয় যে, একদা এতৎ প্রদেশের নানা স্থানে বিবিধ বংশোদ্ভব নৃপালগণ নানা সময়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদিগের দ্বারা বহু দেব মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কোন ঘটনা চক্রে মূর্ত্তি নিচয় জলাশয় প্রভৃতি নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকিবে।

অত্রস্থ প্রাচীন জনপদ সমূহের ভূগর্ভে প্রস্তর মূর্ত্তি প্রভৃতি আরও পুরাতন কীর্ত্তি-চিহ্ন নিহিত থাকা কিছুই অসম্ভব নহে। অধুনা এতদঞ্চলে যে সমস্ত সামান্য পল্লীগ্রাম অবস্থিত, কোন এক কালে তৎসমুদয় যে বহু জনে পরিপূর্ণ সমৃদ্ধিশালী নগরী না ছিল ইহাই বা বিচিত্র কি? যদি প্রকৃতপক্ষে তদ্রূপই হইয়া থাকে, তাহা হইলে কি প্রকারে ঐ সমস্ত স্থান ইদানীং এবংবিধ শোচনীয় দশাগ্রস্ত হইয়াছে, এই বিষয়ের যথাযথ ইতিবৃত্ত কখনও উদঘাটিত হইবে কিনা একথা বলা দুষ্কর।

জগন্নাথ দীঘী
ও পুরাণ রাজবাড়ী

কুমিল্লা নগরীর দক্ষিণ দিগ্বর্ত্তী "চৌদ্দগ্রাম" পরগণার দক্ষিণদিকে ন্যূনাতিরেক ৮ মাইল দূরে "তিষ্ণা" পরগণার মধ্যে "জগন্নাথ দীঘী" নামে প্রসিদ্ধ এক সুবিস্তীর্ণ সরোবর পরিলক্ষিত হয়। উক্ত জলাশয় খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথিতযশাঃ ত্রিপুরাধিপতি কল্যাণ মাণিক্যের তনয় "জগন্নাথ দেব" নামক রাজকুমার খনন করাইয়াছিলেন। ইহার সম্বন্ধে ত্রিপুরেশগণের জীবনচরিত রাজমালায় এইরূপ উল্লেখ আছে।

"জগন্নাথ ঠাকুর অতি পুণ্যবান হয়।
তিষিণাতে দিল দীঘী পুণ্যের সঞ্চয়॥"

রাজমালা—গোবিন্দ মাণিক্য খণ্ড

ত্রিপুররাজ্যের তৎকাল প্রসিদ্ধ প্রাচীন রাজধানী

"উদয়পুর" এবং তদীয় পিতৃদেব-কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত উক্তরাজ্যের সাময়িক রাজধানী "কল্যাণপুর" হইতে এই সুদূর অঞ্চলে আগমন পূর্ব্বক তিনি কি জন্য উল্লিখিত দীঘিকা খনন করাইয়াছিলেন, ইহার উদ্দেশ্য অবগত হওয়া যায় না। চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরার মধ্যবর্ত্তী সুদীর্ঘ পথপার্শ্বে দীর্ঘিকাটী পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সম্ভাবিত হয় যে, পরিশ্রান্ত পথিকগণের বিশ্রাম ও পিপাসা নিবারণার্থে এই স্থানে জলাশয়টী খনিত হইয়া থাকিবে।

বর্ণিত জলাশয়ের আয়তন দৈর্ঘ্যে ১ মাইল। ইহার তুল্য এত সুবিশাল দীর্ঘিকা ত্রিপুরাতে দ্বিতীয় আর নাই। প্রতি বৎসর চৈত্র মাসের পূর্ণিমা তিথিতে উক্ত সরোবরে স্নানউপলক্ষে তাহার তীরবর্ত্তী ভূমিখণ্ডে এক মেলা হইয়া থাকে। তৎকালে এই স্থানে বহু লোক সমাগম হয় বলিয়া অবগত হওয়া যায়।

পুরাণ রাজবাড়ী।

উল্লিখিত দীর্ঘিকা হইতে ন্যূনাধিক ৪ মাইল দূরে দক্ষিণদিকে, সামান্য পূর্ব্ব কোণে—"পুরাণ রাজবাড়ী" নামে প্রসিদ্ধ এক প্রাচীন জনপদ আছে। তন্মধ্যে যে

সমস্ত বিকীর্ণ ও স্তূপীকৃত ইষ্টকরাশি দৃষ্টি পথে পতিত হয়, সেই সমুদয় জনৈক রাজার নিকেতনাদির বিধ্বস্ত অংশ বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত আছে। সম্ভবতঃ এই কারণ বশতঃ উক্তস্থান "পুরাণ রাজবাড়ী" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকিবে।

অত্রস্থ বিকীর্ণ ইষ্টকরাশি যে নৃপালের ভবনাদির ধ্বংসাবশিষ্ট অংশ বলিয়া কথিত আছে, তাঁহার সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে কেহই সক্ষম নহে। কিন্তু এই স্থান জগন্নাথ দীঘী হইতে অধিক দূর না হওয়া বশতঃ এই রূপ সম্ভাবিত হয়—প্রাগুক্ত দীর্ঘিকার খননকারী কুমার জগন্নাথ দেব তদীয় অগ্রজ গোবিন্দ মাণিক্যের ত্রিপুররাজ্য শাসন কালে নিম্নলিখিত কারণ বশতঃ এই স্থানে আগমন পূর্ব্বক বাস করিয়া থাকিবেন।

তদানীন্তন ধর্ম্মভীরু ত্রিপুরেশ গোবিন্দ মাণিক্য জীব হিংসা করা পাপ বিবেচনায় রাজ্য হইতে পশুবলি-প্রথা রহিত করিতে চেষ্টান্বিত হন। তাঁহার এবংবিধ চিরপ্রথা উন্মূলিত করিবার প্রয়াস পর্য্যবেক্ষণ করিয়া প্রজাবর্গের অন্তঃকরণে অসন্তোষের কারণ উৎপন্ন হয়। সেই সুযোগে তদীয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রাজ্য-লোলুপ

"নক্ষত্র দেব" তাহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া স্বয়ং রাজ্য অধিকার করিতে উদ্যত হন; এবং তদুদ্দেশ্যে তিনি বদ্ধপরিকর হইয়া "চন্তাই" উপাধিধারী ত্রিপুররাজ্যের সুবিখ্যাত "চতুর্দ্দশ দেবতা"র পূজককে স্বীয় পক্ষে আনয়ন পূর্ব্বক ষড়যন্ত্র আরম্ভ করেন। তাহার ফলে রাজ্যমধ্যে ধর্ম্মসংক্রান্ত ও রাষ্ট্রীয়-বিপ্লব-বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে।

পরিশেষে নক্ষত্র দেব এক তুমুল সংগ্রামে তদীয় অগ্রজ গোবিন্দ মাণিক্যকে পরাজিত করিয়া ১০৭০ ত্রিপুরাব্দে (১৬৬০ খৃষ্টাব্দে) "ছত্র মাণিক্য" নাম ধারণ পূর্ব্বক সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু তিনি অধিক কাল রাজত্ব করিতে সক্ষম হন নাই।

জ্ঞাত হওয়া যায় যে, গোবিন্দ মাণিক্য রাজ্য-ভ্রষ্ট হইয়া চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য প্রদেশে গমন পূর্ব্বক তথায় বাস করিয়াছিলেন। তৎপ্রদেশের অন্তর্ব্বর্ত্তী একটী গিরিশ্রেণীর পাদদেশে প্রবাহিত "কাসলং" নামক নদীর শাখা "মাইনী" নদীর তীরে কতিপয় ফল বৃক্ষ, সরোবর ও ইষ্টক-নির্ম্মিত ভবনাদির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টি-পথে পতিত হয়। তৎসমুদয় গোবিন্দ মাণিক্যের

পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তদশম ত্রিপুরেশ "রত্নফা"র বাসস্থানের নিদর্শন বলিয়া ত্রিপুরার পর্ব্বতনিবাসিগণ-মধ্যে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। জনশ্রুতি এই—ছত্র মাণিক্যের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইলে গোবিন্দ মাণিক্য উদয়পুর পরিত্যাগ পূর্ব্বক উল্লিখিত স্থানে বাস স্থাপন করেন, এবং ঔরঙ্গজেবের পত্র অনুসারে ছত্র মাণিক্য-কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া সুলতান মহম্মদ সুজা তদীয় ভ্রাতৃসমীপে প্রেরিত হইবার আশঙ্কায় তথায়-ই গোবিন্দ মাণিক্যের আশ্রয় প্রার্থী হইয়াছিলেন।

এবম্ভূত ভ্রাতৃবিরোধ জনিত রাষ্ট্রবিপ্লবের সময়, গোবিন্দ মাণিক্যের সহোদর কুমার জগন্নাথ দেব-ও তদীয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছত্র মাণিক্য-কর্ত্তৃক জন্মভূমি হইতে বিতাড়িত হইয়া থাকিবেন। এই কারণ বশতঃ রাজধানী হইতে দূরবর্ত্তী এই স্থানে আগত হইয়া তাঁহার বাসস্থাপন করা বিচিত্র নহে। কিন্তু ইহা অনুমান মাত্র, এই বিষয়ের কোন নিদর্শন নাই।

ধর্ম্মসাগর দীর্ঘিকা

দীর্ঘে ৮৩৪ হস্ত এবং প্রস্থে ৫৫৪ হস্ত যে এক সুবিখ্যাত সরোবর কুমিল্লা নগরীতে আছে,—তাহা খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর ত্রিপুররাজ-কুলতিলক ধর্ম্ম মাণিক্য-কর্ত্তৃক খনিত। এবং এই কারণ বশতঃ দীর্ঘিকাটী "ধর্ম্মসাগর" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

উল্লিখিত জলাশয়ের খননকারী কেবল যে শ্রীধর্ম্ম নামে অভিহিত হইয়াছিলেন তাহা নহে; তাঁহার তুল্য ধর্ম্মপরায়ণ ও ন্যায়বান্ মহীপতি ত্রিপুররাজ্যে দ্বিতীয় আর কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই। হেন জনের বিষয় উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না মনে করিয়া, তদীয় জীবনচরিতের সার মর্ম্ম সংক্ষেপে নিম্নে লিখিত হইল।

চন্দ্রবংশের শিরোভূষণ উক্ত ধর্ম্ম মাণিক্য, ত্রিপুরাধিপতি বহুশাস্ত্রজ্ঞ মহা মাণিক্যের জ্যেষ্ঠ তনয়। যৌবন কালেই তিনি এই নশ্বর জগতের মায়া-মোহে বিতৃষ্ণ হইয়া রাজ্যবাসনা পরিত্যাগ করেন। এই জন্য তিনি তদীয় পিতৃদেবের জীবদ্দশাতেই সংগোপনে গৃহ ও স্বজন পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসিবেশে তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হন।

নানা তীর্থ পরিভ্রমণান্তে কুমার শ্রীধর্ম্ম দেব বারাণসীতে উপস্থিত হইলে তথায় যে এক অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত আছে, তাহা এই—

একদা মধ্যাহ্নে পথশ্রান্তিতে কাতর হইয়া শ্রীধর্ম্ম দেব বারাণসীর পথপ্রান্তে ঘোর নিদ্রাবেশে শয়ন করিতেছিলেন; এমন সময় একটী বিষধর ভুজঙ্গ ফণা বিস্তার পূর্ব্বক তদীয় মস্তক আতপতাপ হইতে রক্ষা করিতেছিল। এবংবিধ অভূতপূর্ব্ব ঘটনা জনৈক ব্রাহ্মণ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ভাবিল, ইনি কখনই সামান্য ব্যক্তি হইবেন না। তাহার লক্ষণ দৃষ্টে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে—এই ব্যক্তি যে কোন এক কালে

দেশবিশেষের অধিপতি হইবেন এই বিষয়ের কোন সন্দেহ নাই। এইরূপ অনুধাবনা করিয়া উক্ত ব্রাহ্মণ তাঁহার জাগরণ কাল পর্য্যন্ত তথায় অপেক্ষা করিতে লাগিল।

পরিশেষে কুমার শ্রীধর্ম্ম দেবের নিদ্রাভঙ্গ হইলে উক্ত ব্রাহ্মণ বলিল—আপনি সামান্য ব্যক্তি নহেন, জনৈক মহাপুরুষ। যাহা হউক আপনি যেই হউন না কেন, স্বদেশে গমন কালে আমাকে আপনার সঙ্গে গ্রহণ করিবেন এবং তথায় উপনীত হইলে অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে আপনার কুলপুরোহিত রূপে নিযুক্ত করিবেন,—এই আমার সানুনয় প্রার্থনা। আশা করি আপনি আমার উক্ত অভিলাষ পূর্ণ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। শ্রীধর্ম্ম দেব ব্রাহ্মণের এই কথায় কোন উত্তর প্রদান না করিয়া কেবল ঈষৎ হাস্য করেন। কথিত আছে তিনি বারাণসী হইতে ত্রিপুরাতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে উক্ত ব্রাহ্মণকে সঙ্গে আনয়ন পূর্ব্বক তদীয় কুলপুরোহিত পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

কুমার শ্রীধর্ম্ম দেব গৃহ পরিত্যাগ করিবার কিয়দ্দিবস পর ত্রিপুরেশ মহা মাণিক্য মানবলীলা সংবরণ করিলে

তদীয় রাজ্য-লোলুপ পুত্রগণমধ্যে রাজ্য অধিকারের জন্য বিরোধ সঙ্ঘটিত হয়। পরিশেষে অদৃষ্ট পরীক্ষার নিমিত্ত তাঁহারা সকলে রণভূমিতে অবতীর্ণ হন। তখন রাজ্য-মধ্যে ঘোর সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, এবং রাজ্যলাভের পরিবর্ত্তে সর্ব্বকনিষ্ঠ রাজকুমার ব্যতীত আর সমস্ত রাজপুত্রই সেই সমরানলে জীবনাহুতি প্রদান করেন।

এবম্ভূত ভ্রাতৃবিরোধ-হেতু রাষ্ট্রবিপ্লব সংঘটিত হইয়া রাজ্যময় অশান্তি ও অরাজকতা ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। তদ্দৃষ্টে কনিষ্ঠরাজপুত্র বিমর্ষচিত্তে ভাবিলেন—পাপময় লোভের পরিণাম ফলে যাহা ঘটিয়া থাকে তাহা সংঘটিত হইয়াছে। এইক্ষণ ত্রিপুররাজ্যের প্রকৃত অধিকারীর অনুসন্ধান করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা কর্ত্তব্য। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি তদীয় অগ্রজ শ্রীধর্ম্ম দেবের অনুসন্ধানার্থে নানা দিগ্‌দেশে দূত প্রেরণ করিলেন।

দৈববশতঃ ত্রিপুরার জনৈক দূত বারাণসীতে উপস্থিত হইয়া তথায় সন্ন্যাসিবেশ-ধারী শ্রীধর্ম্মকে দেখিলে ইনি-ই মহা মাণিক্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীধর্ম্ম দেব এবংবিধ

সন্দেহ তাহার অন্তঃকরণে উদিত হয়। তখন দূত তাঁহাকে প্রতিজ্ঞা পাশে আবদ্ধ করিয়া তদীয় পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে এই বিষয় গোপন করা ন্যায় সঙ্গত নহে বিবেচনায় তিনি দূতের নিকট স্বীয় প্রকৃত পরিচয় প্রদান করেন।

এই প্রকারে দূত শ্রীধর্ম্ম দেবের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া তৎসমীপে ত্রিপুররাজ্যের সমস্ত অবস্থা বিস্তারিত রূপে জ্ঞাপন পূর্ব্বক অনুনয় বিনয় সহকারে প্রার্থনা করে —যদি তিনি স্বীয় জন্মভূমিতে গমন করিয়া রাজদণ্ড ধারণ করতঃ শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন না করেন, তাহা হইলে সুপ্রাচীন রাজ্যটী চিরকালের জন্য উচ্ছন্ন যাইবে।

দূত-মুখে তিনি পৈতৃক রাজ্যের এবংবিধ শোচনীয় দশা অবগত হইলে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে ত্রিপুরাতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়। এবং ৮১৭ ত্রিপুরাব্দে তদীয় পিতৃদেব-পরিত্যক্ত শূন্য সিংহাসনে আরোহণ করতঃ ন্যায় ও সুশাসনের দ্বারা রাজ্যমধ্যে সুখ ও শান্তি স্থাপন পূর্ব্বক প্রজাপালন করিয়া. পরিশেষে ৮৪৮ ত্রিপুরাব্দে বসন্তরোগে মানবলীলা সংবরণ করেন।

কথিত আছে—এবম্প্রকার একত্রিংশ বর্ষ ব্যাপী তদীয় রাজত্বকালে দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি কোনরূপ মারাত্মক ব্যাধি কিংবা রাষ্ট্রবিপ্লব বা অশান্তি রাজ্যমধ্যে সঙ্ঘটিত হয় নাই। এই জন্য তৎকালে জনসাধারণ-কর্ত্তৃক কথিত হইত ধর্ম্মময় ত্রিপুরাধিপতি ধর্ম্ম মাণিক্যের পুণ্যবলে তদীয় রাজ্য মধ্যে এবংবিধ সুখ-শান্তি বিরাজ করিয়াছিল।

তিনি যে কেবল ধার্ম্মিক ছিলেন এমন নহে, শৌর্য্যে বীর্য্যে অদ্বিতীয় এবং ন্যায়বান সুশাসক বলিয়াও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি এক-জন গুণগ্রাহী পুরুষও ছিলেন। গুণবান ব্যক্তি সর্ব্বদা তৎকর্ত্তৃক আদৃত হইত। জাতি ও ধর্ম্মের কোনরূপ বৈলক্ষণ্য হইতনা। কালে খাঁ ও গগন খাঁ নামক আরাকান নিবাসী যবনদ্বয়ের কার্য্য দক্ষতা ও নানাবিধ সদ্‌গুণ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তিনি তাহাদিগকে ত্রিপুর-রাজ্যে মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইহাই সর্ব্ব প্রথম ম্লেচ্ছ জাতীয় দুই ব্যক্তি উক্ত রাজ্যে এবংবিধ উচ্চ ও গৌরবান্বিত রাজকর্ম্মচারী পদে নিযুক্ত হইয়া-ছিল। ইহার পূর্ব্বে আর কখনও এইরূপ হইয়াছে বলিয়া অবগত হওয়া যায় না।

নৃপতি ধর্ম্ম মাণিক্য ন্যায়দণ্ড-ধারণপূর্ব্বক রাজ্যশাসন করিবার কালেই তদীয়-পিতৃপুরুষগণের কীর্ত্তি-কাহিনী শ্রবণকরিতে অভিলাষ জ্ঞাপন করিলে "দুর্লভেন্দ্র" নামক "চন্তাই" উপাধিধারী চতুর্দ্দশ দেবতার সর্ব্ব প্রধান পূজক-কর্ত্তৃক তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ত্রিপুরেশগণের ইতিবৃত্ত আদ্যন্ত বিবৃত হয়। সেই সমস্ত কথা তৎকালের রাজসভা পণ্ডিত শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর নামক দুই ব্রাহ্মণ গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেন।

যে প্রথিতনামা পুণ্যশ্লোক ত্রিপুরেশ ধর্ম্ম মাণিক্যের জীবন চরিত সংক্ষেপে বর্ণিত হইল, তৎকর্ত্তৃকই কুমিল্লা নগরিস্থ ধর্ম্মসাগর নামক সুপ্রসিদ্ধ দীর্ঘিকাটী খনিত হইয়াছিল। ১৩৮০ শকাব্দীর (১৪৫৮ খৃষ্টাব্দ) বৈশাখ মাসে, সোমবার শুক্লা ত্রয়োদশীতে দীর্ঘিকাটী উৎসর্গ করিবার সময় তিনি তাম্রশাসন দ্বারা ঊনবিংশতি দ্রোণ শস্যপূর্ণ ভূমি কৌতুকাদি অষ্ট ব্রাহ্মণকে বিতরণ করিয়াছিলেন।

তাম্রশাসনটী এই—

"চন্দ্রবংশোদ্ভবঃ স্বাপ মহামাণিক্যজঃ সুধীঃ।
শ্রীশ্রীমদ্ধর্ম্ম মাণিক্য ভূপশ্চন্দ্র কুলোদ্ভবঃ॥

শাকে শূন্যাষ্ট বিশ্বাব্দে বর্ষে সোমদিনে তিথৌ।
ত্রয়োদশ্যাং সিতে পক্ষে মেষে সূর্য্যস্য সংক্রমে ॥
কৌতুকাদি দ্বিজাগ্র্যেষু পূজিতেষু চ চাষ্টস্থ।
ভূমিং দদৌ শস্য পূর্ণাং দ্রোণ বিংশ নবাধিকাং ॥
জলাশয়ং দ্বিজায়েমং ধর্ম্মসাগর মাখ্যয়া।
সভূমি ফল বৃক্ষাদি ভূষিতং দত্তবানহং ॥
মমবংশ পরিক্ষীণে যঃ কশ্চিদ্ভূপতির্ভবেৎ।
তস্য দাসস্য দাসোহং ব্রহ্ম বৃত্তিংন লোপয়েৎ ॥"

বর্ণিত দীর্ঘিকার উত্তরতীরে অধুনা যে দুইটী মনোজ্ঞ ভবন অবস্থিত, তাহা সুপ্রসিদ্ধ অশ্বপরিচালন নিপুণ ও মৃগয়া-কুশল ত্রিপুরাধিপতি কাশীচন্দ্র মাণিক্য-কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল।
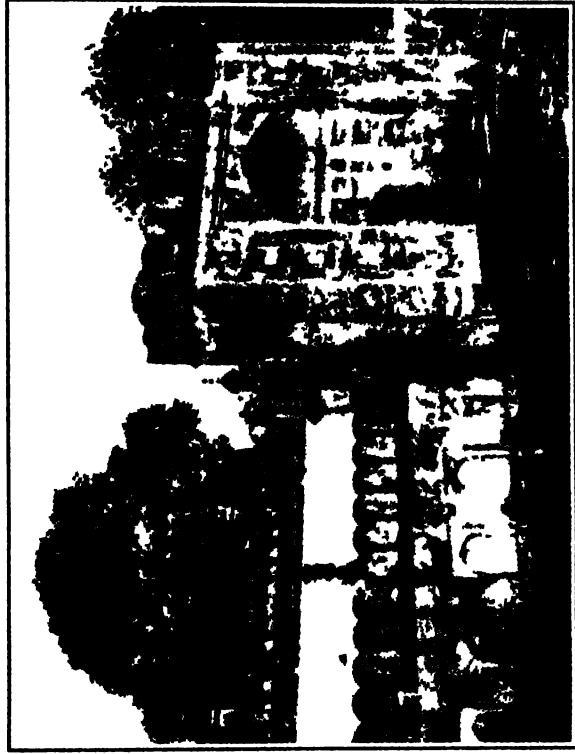
সুজা-মস্‌জিদ্‌—কুমিল্লা (৬১ পৃষ্ঠা)

সুজামস্‌জিদ্‌

কুমিল্লা নগরীর অন্তঃপাতী সুজাগঞ্জ নামক পল্লীতে অবস্থিত উক্ত সুপ্রসিদ্ধ মস্‌জিদ্‌টী ঘটনা বিশেষের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ ত্রিপুরাধিপতি গোবিন্দ মাণিক্য-কর্ত্তৃক খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল। যে ঘটনামূলে তিনি ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, এই বিষয় যথাসম্ভব সঙ্ক্ষেপে নিম্নে বর্ণিত হইল।

মোগল সম্রাট্‌ শাহজাহান্‌কে তদীয় পুত্র ঔরঙ্গজেব কারারুদ্ধ করিয়া ভারত সাম্রাজ্য অধিকার করিতে প্রয়াস প্রাপ্ত হইলে, রাজ্যাধিকারের জন্য শাহজাহানের পুত্রগণ-মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। সেই সংগ্রামে সুবে-বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার শাসন কর্ত্তা শাহজাদা সুলতান মহম্মদ সুজা ঔরঙ্গজেবের কর্ত্তৃক পরাজিত

হইলে তদীয় ভ্রাতা দারা ও মুরাদ্ বখ্শের ন্যায় নিহত হওয়ার আশঙ্কায় তদানীন্তন ত্রিপুরাধিপতির আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক জীবনরক্ষার উদ্দেশ্যে ত্রিপুরাতে আগমণ করেন।

হতভাগ্য সুজা তথায় উপস্থিত হইয়া পরম্পরায় লোকমুখে জ্ঞাত হন যে, তাহাকে ধৃত করিবার জন্য ঔরঙ্গজেব্ গোবিন্দ মাণিক্যকে সানুনয়ে এক লিপি প্রেরণ করিয়াছেন, এবং সেই লিপি তৎকালের ত্রিপুর-রাজ্যাধিকারী ছত্র মাণিক্যের হস্তগত হইয়াছে। তখন প্রাণ ভয়ে তিনি ত্রিপুরা হইতে পলায়ণ পূর্ব্বক রাজ্যচ্যুত গোবিন্দ মাণিক্যের সমীপে উপস্থিত হইয়া তদীয় আশ্রয় প্রার্থী হন। যে সুজা একদা গোবিন্দ মাণিক্যের বিরুদ্ধাচরণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, কালের কুটিল-চক্রে সেই সুজাই আজ জীবনরক্ষার্থে গোবিন্দ মাণিক্যের শরণাপন্ন হইতে বাধ্য হইয়াছিল—ইহাকেই বলে বিধিবিড়ম্বনা।

বর্ণিত ঘটনার সময় (১০৭০ ত্রিপুরাব্দ) গোবিন্দ মাণিক্য তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছত্র মাণিক্যের চক্রান্তে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য প্রদেশে বাস

করিতেছিলেন। তথায় তিনি সুজাকে আশ্রয় প্রদান পূর্ব্বক "রসাঙ্গ" বা আরাকান প্রদেশে গমন করেন। ইহার কিয়দ্দিবস পর সুজাও গোবিন্দ মাণিক্যের অনুবর্ত্তী হন।

একদা রসাঙ্গের অধীশ্বর ও গোবিন্দ মাণিক্য একত্রে উপবেশন পূর্ব্বক বাক্যালাপ করিতেছেন—এমন সময়ে সুজা তথায় উপস্থিত হইলে, পূর্ব্বপরিচয় থাকা বশতঃ গোবিন্দ মাণিক্য তাঁহাকে সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করেন। তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া—জনৈক ম্লেচ্ছ যবনকে এবংবিধ সম্মান প্রদর্শন করিবার কারণ কি—এই কথা রসাঙ্গের অধিপতি গোবিন্দ মাণিক্যকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি তৎসমীপে সুজার কুলমর্য্যাদার পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক তাহার সমস্ত অবস্থা জ্ঞাপন করেন।

এই বিষয় বঙ্গ ভাষায় রচিত ত্রিপুররাজ-বংশ চরিত রাজমালায় নিম্নরূপ লিপিবদ্ধ আছে।

আউরঙ্গজেব বাদসা তখনে হৈল।
রাজ্য ভ্রষ্ট হৈয়া সুজা রসাঙ্গেতে গেল।
গোবিন্দ মাণিক্য রাজা সেই স্থানে ছিল।
হেন কালে সুজা বাদসা উপস্থিত হৈল॥

ত্রিপুর রসাঙ্গ রাজা বৈসে সিংহাসনে।
বাদসা দেখিয়া ত্রিপুর উঠিল তখনে॥
সিংহাসন হৈতে নামে ত্রিপুর-রাজন।
সুজা বাদসা সিংহাসনে করিল স্থাপন॥
রসাঙ্গের মহারাজা বলিল আপন।
কি কারণে ম্লেচ্ছ রাজা দিছ সিংহাসন॥
রাজা বলে নরেশ্বর করি নিবেদন।
এহিত সুজা বাদসা বিখ্যাত ভুবন॥
রাজমালা—গোবিন্দ মাণিক্য খণ্ড

আরাকান অধিপতি সুজার প্রকৃত পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে সাদরে সম্ভাষণ করেন এবং এতদ্ব্যতীত গোবিন্দ মাণিক্যের সকরুণ অনুরোধে বশীভূত হইয়া তিনি সুজাকে আশ্রয় প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হন।

গোবিন্দ মাণিক্যের এবম্ভূত সৌজন্যের বিনিময়ে সুজা তদীয় কটী-বন্ধ সংলগ্ন দুষ্প্রাপ্য পারস্য দেশায় তরবারি এবং মূল্যবান হীরকাঙ্গুরী উন্মোচন পূর্ব্বক এই কথা বলিয়া সবিনয়ে গোবিন্দ মাণিক্যকে প্রদান করেন—"ভারত সম্রাটের পুত্র হইয়াও অদৃষ্ট দোষে

আজ আমি পথের ভিখারী, এই দুইটী ব্যতিরেকে আপনাকে প্রদান করিতে পারি এমন কোন দ্রব্য এক্ষণে আমার নিকট নাই, অতএব আপনার অনুপযুক্ত হইলেও কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ ইহাই আমি আপনাকে উপঢৌকন প্রদান করিতেছি, অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই যৎসামান্য দ্রব্য-দ্বয় গ্রহণ করিয়া বাধিত করিবেন।"

যে অসিটী সুজা-কর্ত্তৃক গোবিন্দ মাণিক্যকে প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহা অদ্যাপি ত্রিপুরাধিপতিগণের নিকট বর্ত্তমান আছে।

শাহজাদা সুজা ও গোবিন্দ মাণিক্য উভয়েই এক সময়ে এবং এক-ই বিষয়ে জন্মভূমি হইতে বিতাড়িত হন। সুজার পক্ষে দিল্লীর সিংহাসন লাভ করা দূরের কথা— তাঁহার আর স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করা ভাগ্যে ঘটে নাই; আরাকানেই তিনি নিহত হন। কিন্তু ধর্ম্মপরায়ণ হিন্দু নৃপতি গোবিন্দ মাণিক্য পুণ্যবলে পুনরায় রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ত্রিপুরাধিপতি গোবিন্দ মাণিক্য ১০৭৬ ত্রিপুরাব্দে (১৬৬৬ খৃষ্টাব্দ) পুনরায় রাজদণ্ড ধারণ করিলে বিবৃত ঘটনার স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ কুমিল্লা নগরীর উত্তর

প্রান্তে প্রবাহিত গোমতী নদীর তীরবর্ত্তী "সুজামস্‌জিদ্‌" নামক শাহজাদা সুলতান মহম্মদ সুজার নামসমন্বিত মুসলমানগণের সুপ্রসিদ্ধ ভজনালয়টী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এবং যে ভূমিখণ্ডের উপর বর্ণিয়মান মস্‌জিদটী নিম্মিত, তৎ-কর্ত্তৃক তাহাতে সুজার নামানুসারে একটী গঞ্জ স্থাপিত হইয়া সুজাগঞ্জ আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছিল।

"গোমতী নদীর কুলে মজিদ স্থাপিয়া।
সুজা বাদসার নামে মজিদ করিয়া॥
সুজা নামে এক গঞ্জ রাজা বসাইল।
সুজাগঞ্জ নাম বলি তাহার রাখিল॥"

রাজমালা—গোবিন্দ মাণিক্য খণ্ড

ঐতিহাসিক ঘটনা জড়িত যে সমুদয় কীর্ত্তিমালা এতদঞ্চলে অবস্থিত তম্মধ্যে ইহা অন্যতম। বর্ণিত মস্‌জিদ নির্ম্মিত হওয়ার পর অবধি এযাবৎ ইহার রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই ত্রিপুররাজ্য হইতে সম্পাদিত হইতেছে।

সুজাকে ধৃত করিবার জন্য ঔরঙ্গজেব কর্ত্তৃক গোবিন্দ মাণিক্যের নিকট যে এক লিপি প্রেরিত

হইয়াছিল বলিয়া পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, সেই পত্রের প্রতিলিপি এবং তাহার বঙ্গানুবাদ এই পুস্তকের পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

সতররত্নের ভগ্নাবশেষ—কুমিল্লা (৬৯ পৃষ্ঠা)

সতররত্ন বা সপ্তদশ-রত্ন

কুমিল্লা নগরীর পূর্ব্বপ্রান্তবর্ত্তী জগন্নাথপুর গ্রামমধ্যে "সতররত্ন" নামক সুপ্রসিদ্ধ যে ভগ্নমন্দির অবস্থিত, এতৎপ্রদেশস্থ প্রাচীন কীর্ত্তিমালার মধ্যে তাহার তুল্য সুদৃশ্য স্থপতিকার্য্যের আদর্শ একটীও নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এতদঞ্চলে উক্ত মন্দির একটী অদ্বিতীয় কীর্ত্তি-চিহ্ন বলিয়া সর্ব্বসাধারণ-কর্ত্তৃক বিবেচিত হয়।

কথিত আছে—খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর (১০৯২ ত্রিপুরাব্দ) শেষ ভাগের ত্রিপুরাধিপতি দ্বিতীয় রত্ন মাণিক্য উল্লিখিত মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করিয়া ছিলেন। কিন্তু ইহার কিয়দ্দিবস পরই তিনি পরলোকে গমন করাতে তদীয় আরব্ধ মন্দিরটীর নির্ম্মাণ কার্য্য স্থগিত হয়, এবং তৎপরবর্ত্তী কতিপয় ত্রিপুরেশের রাজত্ব কাল

পর্য্যন্ত ইহার কার্য্যে আর হস্তার্পণ হয় নাই। এই বিষয় কেবল "ত্রিপুর বংশাবলী" নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে; কৃষ্ণমালা প্রভৃতি অপরাপর ত্রিপুররাজবংশ চরিত গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর (১১৭০ ত্রিপুরাব্দ) খ্যাতনামা ধর্ম্মনিষ্ঠ ত্রিপুরাধিপতি কৃষ্ণ মাণিক্য সিংহাসন অধিরোহণ করিয়া মন্দিরটীর পুন নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন, এবং ইহার প্রস্তুত কার্য্য সমাপনান্তে ১১৮৮ ত্রিপুরাব্দে তন্মধ্যে জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রার দারুমূর্ত্তি স্থাপন পূর্ব্বক উক্ত মন্দির সসমারোহে প্রতিষ্ঠা করেন।

সচরাচর যে রূপ জগন্নাথ মূর্ত্তি পরিলক্ষিত হয় উক্ত মূর্ত্তিত্রয় তদ্রূপ নহে। মূর্ত্তি-নিচয়ের কর—অঙ্গুলী বিশিষ্ট। এই কারণে ভ্রমবশতঃ উক্ত ত্রিমূর্ত্তিকে রাম, লক্ষ্মণ, সীতার প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া পূজারিগণ-কর্ত্তৃক কথিত হয়।

ত্রিপুরেশ কৃষ্ণ মাণিক্যের জীবন চরিত "কৃষ্ণমালা" নামক বঙ্গভাষায় লিখিত গ্রন্থ হইতে অবগত হওয়া যায়—উল্লিখিত ব্যাপার উপলক্ষে নানা দিগ্দেশ হইতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত প্রভৃতি বহুলোক আহূত হইয়াছিল।

এবং তৎকালে তুলাপুরুষ, পঞ্চাগ্নি, দানসাগর প্রভৃতি বহুবিধ-পুণ্যকার্য্যও ত্রিপুরেশ কৃষ্ণ মাণিক্য-কর্ত্তৃক সংসাধিত হইয়াছিল। এই বিষয় কৃষ্ণমালায় এবংবিধ বর্ণিত আছে।—

সপ্তদশ শত সংখ্য শকের সময়।
চৈত্র মাসে প্রতিষ্ঠা করিল দেবালয়॥
তখনে করিল তুলা পুরুষের দান।
কিঞ্চিৎ করিয়া কহি কর অবধান॥

*   *   *   *

চারিকুণ্ডে সূক্ত পাঠ যাপকে করিল।
সমাপ্ত করিয়া যজ্ঞ পূর্ণাহুতি দিল॥

*   *   *   *

মন্ত্র পঠি তুলাবৃক্ষ করিয়া রোপণ।
রাণী সমে করিল তুলাতে আরোহণ॥

*   *   *   *

ষোড়শ ষোড়শ দান করি ক্রমে ক্রমে।
উৎসর্গ করিল দান-সাগর প্রথমে॥"

প্রাগুক্ত দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বেই উহার নিত্য নৈমিত্তিক পূজা অর্চ্চনার ব্যয় নির্ব্বাহার্থে ত্রিপুরেশ কৃষ্ণ মাণিক্য-কর্ত্তৃক ১১৮৬ ত্রিপুরাব্দে কিঞ্চিদধিক পঞ্চদশ দ্রোণ ভূমি দেবোত্তর প্রদত্ত হইয়াছিল। ইহাতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, এই পুণ্য কার্য্য সম্পাদনের জন্য পূর্ব্বেই তিনি কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন।

যে তাম্রশাসনের দ্বারা দেবোত্তর প্রদত্ত হইয়াছিল তাহার প্রতিলিপি :—

শ্রীশ্রীযুত জগর্নাথ

স্বস্তি

তোউ আভোত্তরে (?) যাচ পূর্ব্বে কৃষ্ণপুরস্ত-চকাকলি গ্রাম (?) দক্ষে ভূস্চারণ্যপুর পশ্চিমে মেহার

কুলাখ্য দেশেতাং সপাদো পরি কিনকাং দ্রোণী পঞ্চ-দশমিতাং ভূমিং যৎসহ কিনকী ৺জগন্নাথায় দেবায় সেবায়ে হৃষ্ট মানসঃ।

ভূপঃ শ্রীকৃষ্ণ মাণিক্য দেবোঽদাদ্ধরি তুষ্টয়ে বস্বঙ্ক তর্কেন্দু মিতে শকাব্দে বিছাং গতস্যাপি রবেনবাংশে॥

পরদত্তাং ক্ষিতিং যস্তু রক্ষতি ক্ষ্মাপতিঃ প্রভূঃ।
সকোটী গুণমাপ্নোতি পুণ্যং দাতৃজনাদপি॥
যো হরেচ্চ মহীং তাবদ্দেবস্য ব্রাহ্মণস্য বা।
নতস্য দুষ্কৃতি র্যাতি বর্ষকোটি শতৈরপি॥
ইতি ১১৮৬—তারিখ ১ অগ্রহায়ণ॥

বর্ণিত মন্দিরের সম্বন্ধে, ত্রিপুরেশ কৃষ্ণ মাণি-ক্যের জীবন চরিত "কৃষ্ণমালা" নামক গ্রন্থে যে রূপ বিবৃত আছে, তৎপাঠে অবগত হওয়া যায় যে অধুনা "জগন্নাথ পুর" নামক গ্রামমধ্যস্থ সরোবরটী কৃষ্ণ মাণিক্য খনন করাইয়া তন্মধ্যে ইষ্টকদ্বারা একটী কূপ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক উহা পঞ্চতীর্থের সলিলে পূর্ণ করতঃ দীর্ঘিকাটী উৎসর্গ করেন। তদনন্তর তাহার পূর্ব্ব তীরে সপ্তদশ চূড়াবিশিষ্ট "সপ্তদশরত্ন" নামে প্রসিদ্ধ মন্দির সংস্থাপিত করিয়া-

ছিলেন। ইহার মধ্যস্থ প্রধান চূড়া উচ্চে শত হস্ত, এবং চূড়া নিচয়ের শিরোদেশ এক মন সুবর্ণে মণ্ডিত তাম্রকুম্ভ দ্বারা ভূষিত হইয়াছিল। দুই পার্শ্বে দুইটী সিংহমূর্ত্তি শোভিত যে তোরণদ্বার মন্দিরের উত্তর দিকে অবস্থিত ছিল বলিয়া উক্ত গ্রন্থে উল্লেখ আছে, ইদানীং তাহার যৎসামান্য ধ্বংসাবশেষ মাত্র দৃষ্টি পথে পতিত হয়।

মন্দিরে কোন রূপ শিলালিপি পরিলক্ষিত হয়না; এবং এই বিষয়ে কোন কথা বলিতে কেহই সক্ষম নহে। মন্দির গাত্রে শিলালিপি সংযোজিত না হইয়া তোরণ দ্বারেও শিলালিপি সংলগ্ন থাকা সম্ভব। তোরণটী বিধ্বস্ত হইলে শিলালিপি কোন ব্যক্তির দ্বারা অপসারিত হওয়া বিচিত্র নহে।

বর্ণিত মন্দির নির্ম্মিত হওয়ার পর ইহার কোন রূপ জীর্ণ সংস্কার হইয়াছিল কিনা জ্ঞাত হওয়া যায় না। কিন্তু অধুনা ইহা রক্ষিত না হওয়াতে এবং খৃষ্টীয় ঊনবিংশ ও বিংশশতাব্দীর প্রবল ভূমিকম্পে ইহার কতিপয় চূড়া ও নানা অংশ বিধ্বস্ত হইয়াছে।

ত্রিপুররাজবংশের অদ্বিতীয় গৌরব চিহ্ন "সতররত্ন" নামক এই সুপ্রসিদ্ধ মন্দিরটী এবংবিধ ধ্বংসকবলে

পতিত হইতে দেখিয়া অতিশয় দুঃখ বোধ হয়। ইহার সম্পূর্ণ রূপ জীর্ণ সংস্কার না করিয়া অধুনা যে অবস্থায় রহিয়াছে, সেই ভাবেও রক্ষিত না হইলে, এতৎ প্রদেশস্থ একটী সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন কীর্ত্তিচিহ্ন সম্পূর্ণ রূপে বিধ্বস্ত হইয়া চিরকাল তরে বিলুপ্ত হইবে।

মন্দিরটীর চূড়াগাত্রে প্রোথিত কতিপয় শ্রেণীবদ্ধ লৌহকীলক দৃষ্টি গোচর হয়। তৎসম্বন্ধে এইরূপ কথিত আছে—একদা রজনী যোগে জনৈক তস্কর উক্ত লৌহকীলক নিচয় মন্দির গাত্রে প্রোথিত করিয়া তাহার সাহায্যে মন্দির চূড়াতে আরোহণ পূর্ব্বক তত্রস্থ সুবর্ণ-পত্র মণ্ডিত কুম্ভ অপহরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু ঐ ব্যক্তি অকস্মাৎ কোনরূপ ভয় প্রাপ্ত হওয়াতে কীলক হইতে তাহার পদস্খলন হয়, এবং ভূমিতে পতিত হইয়া সেই স্থানেই তাহার ভবলীলা সাঙ্গ হয়। ঐ তস্করের ভূলুণ্ঠিত দেহ এবংবিধ ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছিল যে, কেহই তাহাকে চিনিতে সক্ষম হয় নাই। আবার কেহ কেহ এইরূপও কহে—যে ব্যক্তি উক্ত মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিল, সেই ব্যক্তি চূড়াতে সংস্থাপিত কুম্ভ অপহরণ করিবার উদ্দেশ্যে মন্দির নির্ম্মাণ কালে তদ্গাত্রে লৌহ-

কীলক নিচয় প্রোথিত করিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে উক্ত সু-উচ্চ মন্দির চূড়াতে কুম্ভ স্থাপন সুবিধার জন্যই লৌহ-কীলক নিচয় প্রোথিত হইয়াছিল কিনা ইহাই বা কে বলিতে পারে।

"সতররত্ন" নামে খ্যাত উক্ত ভগ্ন মন্দিরের দক্ষিণ-দিকে অবস্থিত যে একটী মন্দিরমধ্যে অধুনা জগন্নাথ প্রভৃতি দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহা স্বনামধন্য চন্দ্রবংশাবতংস ত্রিপুরেশ বীরচন্দ্র মাণিক্যের জননী পতিপরায়ণা সুলক্ষণা দেবী-কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। এই বিষয়ে এবংবিধ প্রবাদ শ্রুতিগোচর হয় ঃ—

প্রাগুক্ত ঘটনা অনুসারে সতররত্ন মন্দির-মূলে জনৈক তস্করের অপঘাত হওয়া বশতঃ মন্দিরটী কলুষিত হওয়াতে, দেবমূর্ত্তি তথা হইতে স্থানান্তর করিবার জন্য ত্রিপুরাধিপতি কৃষ্ণকিশোর মাণিক্যের মহিষী সুলক্ষণা দেবী জগন্নাথ-কর্ত্তৃক স্বপ্নে আদিষ্ট হন। তদনুসারে তিনি বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণ পূর্ব্বক সতররত্ন হইতে জগন্নাথ প্রভৃতি দেবমূর্ত্তি-নিচয় আনয়ন করিয়া সসমা-রোহে নবনির্ম্মিত মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করেন। উক্ত মন্দির-গাত্রে সংলগ্ন শিলালিপির প্রতিলিপি ঃ—

"যঃ শ্রীকৃষ্ণকিশোরভূপতিলকো মাণিক্যবিখ্যাতকঃ,
সঞ্জাতোঽবনিমণ্ডলে শশিকুলে রাজাধিরাজো মহান্।
পত্নী তস্য সুলক্ষণা সুবিদিতা সাধ্বী গুণৈকালয়া
প্রাসাদঃ পরিনির্ম্মিতঃ খলু তয়া শ্রীকৃষ্ণসন্তুষ্টয়ে॥
শাকে বৈরিমৃগাঙ্কমৌলিজলধিক্ষৌণীপ্রমাণে পতে
ষস্ত্রে ভৌমিসুতে রবৌ মিথুনগে পুষ্পেষুরিপ্বংশকে।
সংসারাম্বুধিপারকারণজগন্নাথস্য বাসায় বৈ
শ্রীমত্যা চ সুভদ্রয়া সহ মুদা সঙ্কর্ষণেন শ্রিয়া॥

শকাব্দা ১৭৬৬ বাঙ্গালা ১২৫১ ত্রিপুরা ১২৫৪ সন
মাহে ৬ আষাঢ়, মঙ্গলবার।"

যাহাহউক—কোন বিশেষ কারণ বশতঃই সতররত্নস্থ দেবমূর্ত্তি নিচয় স্থানান্তরিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়।

জগন্নাথ প্রভৃতি পূর্ব্ব বর্ণিত ত্রিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পব অবধি এ যাবৎ এই জনপদে যে সাংবৎসরিক রথ যাত্রা হয়, উহা সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গে একটী সুপ্রসিদ্ধ ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত। তাহা দর্শন করিয়া পাপ-ক্ষয় উদ্দেশ্যে তৎকালে নানা দেশ হইতে কুমিল্লা নগরীতে বহু লোকসমাগম হইয়া থাকে।

রাজরাজেশ্বরী কালী

উক্ত নামে সুপ্রসিদ্ধ যে একটী প্রস্তরনির্ম্মিত কালী-মূর্ত্তি কুমিল্লা নগরীতে সংস্থাপিত, উহা পূর্ব্ববর্ণিত "সপ্তদশ রত্ন" নামক সুবিখ্যাত মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন কর্ত্তা ত্রিপুরাধিপতি দ্বিতীয় রত্ন মাণিক্য-কর্ত্তৃক বারাণসী হইতে আনীত হইয়া এই জনপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহার সম্বন্ধে ত্রিপুরেশগণের জীবন চরিত "ত্রিপুরবংশা-বলী নামে প্রসিদ্ধ বঙ্গভাষায় লিখিত গ্রন্থে এইরূপ উল্লেখ আছে।—

"মহারাজা রতন মাণিক্য বাহাদুর।
কাশীধাম হৈতে কালী আনিল সত্বর॥
সেই কালী কুমিল্লা নগরে স্থাপিল।
রাজরাজেশ্বরী বলি নামকরণ দিল॥"

উল্লিখিত বিষয়ে সর্ব্বসাধারণ সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ; এমন কি—দেবীটীর সেবা-পূজার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য যে দেবোত্তর সম্পত্তি ত্রিপুররাজ্য হইতে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার তত্ত্বাবধায়ক পর্য্যন্ত ইহা অবগত নহে।

রাজরাজেশ্বরী নামে প্রসিদ্ধ উক্ত কালীমূর্ত্তি পূর্ব্বে সংস্যার ত্যাগা গিরি সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসিগণ-কর্ত্তৃক পূজিত হইত। কিন্তু ইহার পূজকদিগের সর্ব্বশেষ সন্ন্যাসী দার পরিগ্রহণ পূর্ব্বক সংসারী হওয়ার পর অবধি উক্ত দেবী মূর্ত্তি সাধারণ ব্রাহ্মণগণ-কর্ত্তৃক পূজিত হইতেছে।

বর্ণিত কালীর সম্বন্ধে যে এক অদ্ভুত প্রবাদের বিষয়, উক্ত দেবীর জন্য ত্রিপুররাজ্য হইতে নির্দ্ধারিত বৃত্তির বর্ত্তমান তত্ত্বাবধায়ক-কর্ত্তৃক কথিত হয়, তাহা পাঠকগণের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য নিম্নে বিবৃত হইল।

উল্লিখিত রাজরাজেশ্বরী কালী অধুনা যে স্থানে সংস্থাপিত, পূর্ব্বে সেই স্থান ঘোর অরণ্যাকীর্ণ ছিল: তন্মধ্যে জনৈক সন্ন্যাসী ইহার পূজা অর্চ্চনা করিত। একদা প্রদোষ কালে ত্রিপুরা জিলার তদানীন্তন জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট্ ইলিয়েট সাহেব অশ্বারোহণ পূর্ব্বক সেই

স্থানের নিকট দিয়া গমন করিতে ছিলেন। এমন সময় উক্ত কালীর আরতির শঙ্খ-ঘণ্টারবে তদীয় অশ্ব উচ্ছৃঙ্খল হইয়া শাসন-বহির্ভূত হয়। তজ্জন্য সাহেব ক্রোধান্বিত হইয়া মূর্ত্তিটী তৎক্ষণাৎ দূরে নিক্ষেপ করিতে আদেশ প্রদান করেন। কিন্তু পরিশেষে সন্ন্যাসীর অনুনয় বিনয়ে বাধ্য হইয়া সাহেব কেবল এক রাত্রের জন্য মাত্র মূর্ত্তিটী রাখিতে সম্মত হন।

সেই রজনীতে নিদ্রিতাবস্থায় ইলিয়েট সাহেব গোঁ গোঁ শব্দ করিতে থাকিলে তদীয় পত্নী জাগরিত হইয়া দেখিতে পান যে, মৃতপ্রায় তাঁহার স্বামীর মুখ হইতে রক্ত নিঃসৃত হইতেছে। তদবস্থ সাহেব তদীয় স্ত্রী-কর্ত্তৃক অনেক যত্ন ও শুশ্রূষার পর সংজ্ঞা লাভ করিলেও স্তব্ধী-ভূত হইয়া শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকেন। তাঁহার এই প্রকার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তদীয় পত্নী নানা প্রকার সান্ত্বনা প্রদান করিলে পর সাহেব অতি কষ্টে ধীরে ধীরে কহেন—ঘুম ঘোরে তাঁহার এইরূপ অনুভূত হইয়াছিল, কোন ব্যক্তি যেন তাঁহাকে সবলে চাপিয়া কহিতেছে—রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তি যদি নিক্ষেপ কর তবে তোমার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

এই ঘটনার পর ইলিয়েট সাহেব সুস্থ হইয়া রাজ-রাজেশ্বরী কালীর বর্ত্তমান মন্দিরটী নিজ ব্যয়ে নির্ম্মাণ করাইয়া দেন, এবং তাঁহার কুমিল্লাতে অবস্থান কাল পর্য্যন্ত বর্ণিত দেবীর সেবা-পূজার ব্যয় নির্ব্বাহার্থে প্রত্যহ এক টাকা প্রদান করিতেন। বর্ণিত রাজরাজেশ্বরী কালী, একটী জাগ্রত দেবী বলিয়া সর্ব্বসাধারণের বিশ্বাস এবং এই প্রত্যয় মূলে সকলেই ইহাকে ভক্তিভরে পূজাঅর্চ্চনা করিয়া থাকে।

একটি পুবাতন মন্দির—উদয়পুর (৮৩ পৃষ্ঠা)

উদয়পুর

পুরাকালের ত্রিপুরেশগণ-কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত নানাবিধ কীর্ত্তিমালা-পূর্ণ অধুনা "উদয়পুর" নামে প্রসিদ্ধ ত্রিপুর-রাজ্যের পরিত্যক্ত সুপ্রাচীন রাজধানীটী এতৎ প্রদেশের একটী অদ্বিতীয় গৌরবভূমি। পূর্ব্বে এই স্থান "রাঙ্গামাটি" নামে খ্যাত ছিল এবং ইহাতে বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী "লিকা" সম্প্রদায়ভুক্ত মঘ্ নৃপতিগণ রাজত্ব করিতেন।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ত্রিপুরেশগণের পূর্ব্ব-পুরুষ নৃপাল "যুঝারফা" বা "হিমতি" কর্ত্তৃক উল্লিখিত "রাঙ্গামাটি" আক্রান্ত হয়, এবং ঘোর সমরে তিনি লিকা মহীপকে পরাজিত করিয়া তদীয় রাজধানী অধিকার করেন। তদনন্তর তিনি তথা হইতেই ত্রিপুররাজ্য

শাসন করিতে প্রবৃত্ত হন। এই বিষয় ত্রিপুররাজবংশের ইতিবৃত্ত "রাজমালা"য় এবংবিধ বর্ণিত আছে।—

"রাঙ্গামাটি দেশেতে যে লিকা রাজা ছিল।
সহস্র দশেক সৈন্য তাহার আছিল॥
* * * *
ধর্ম্মেতে নিপুণ তারা নামে লিকা জাতি।
রাঙ্গামাটি পূর্ব্বস্থান তাহার বসতি॥
ত্রিপুরার চরগণ তাহাকে দেখিয়া।
যুদ্ধ হেতু সৈন্য সেনা গেলেক সাজিয়া॥
* * * *
দুই সৈন্য মহাযুদ্ধ হইল বিস্তর।
অন্ধকার কেহ কার না হয়ে গোচর॥
ভূমি কম্পমান হৈল রাঙ্গামাটি দেশে।
ত্রিপুরায়ে লৈল গড় লিকা ভঙ্গ শেষে॥

রাজমালা—যুঝারফা খণ্ড

নৃপাল "যুঝারফা" কর্ত্তৃক এতদঞ্চল অধিকৃত হওয়া অবধি "কৃষ্ণ মাণিক্য" পর্য্যন্ত (খৃষ্টীয় ষষ্ঠ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী) ত্রিপুরাধিপতিগণ একাদিক্রমে "উদয়পুর"

নামে খ্যাত ত্রিপুররাজ্যের এই রাজধানীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু মধ্যে মধ্যে কোন কোন ত্রিপুরেশ যে অন্যত্রও রাজধানী স্থাপন না করিয়া ছিলেন এমন নহে।

ত্রিপুরাধিপতি যুঝারফা বাহুবলে বঙ্গদেশেরও কিয়দংশ অধিকার করিয়াছিলেন। এই বিষয় রাজমালায় নিম্নলিখিত রূপ বর্ণিত আছে।—

"এই মতে রাঙ্গামাটি ত্রিপুরে লইল।
নৃপতি যুঝার পাট তথাতে করিল।
* * * *
রহিল অনেক কাল সে স্থানে নৃপতি।
বঙ্গদেশ আমল করিতে হৈল মতি॥
বিশালগড় আদি করি পার্ব্বতীয় গ্রাম।
কালক্রমে সেই স্থান হৈল ত্রিপুর ধাম॥"

রাজমালা—যুঝারফা খণ্ড

উল্লিখিত বঙ্গবিজয়ের স্মৃতিরক্ষার্থে তৎকর্ত্তৃক ত্রিপুরাব্দ প্রচলিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। অধুনা ১৩৩৭ ত্রিপুরাব্দ চলিতেছে। ত্রিপুরার সমস্ত রাজকার্য্যালয়ে এবং সর্ব্বসাধারণ-মধ্যে এই সন প্রচলিত।

ত্রিপুরাধিপতি যুঝারফা ব্যতিরেকে তদীয় পরবর্ত্তী পঞ্চবিংশতিতম ত্রিপুরেশ "হরিরায়" বা "ডাঙ্গরফা" বর্ত্তমান ত্রিপুররাজ্যের পূর্ব্ব-দক্ষিণ দিগ্বর্ত্তী গোমতী নদীর উৎপত্তি স্থানের পর্ব্বতনিবাসী রিয়াংগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া রাঙ্গামাটির পূর্ব্বদিকে রাজ্য বিস্তার করেন বলিয়া কথিত আছে।

এতৎ প্রদেশস্থ পর্ব্বতনিবাসিগণ-মধ্যে এবংবিধ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে—স্মরণাতীত কালে ত্রিপুর-রাজ্যের পূর্ব্ব-দক্ষিণ প্রান্তবর্ত্তী কোন এক মহীপের সহিত দাঙ্গাই নামক জনৈক ত্রিপুরেশের ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল। সেই মহাসমরে ত্রিপুরাধিপতি তদীয় প্রতিদ্বন্দী নৃপালকে সমর-প্রাঙ্গনে নিহত করিয়া তাঁহার রাজ্য অধিকার করেন।

উক্ত সংগ্রামের প্রাক্কালেই জনৈক সৈনিক পুরুষের বিবাহ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তৎপর দিবসেই তাহাকে যুদ্ধে যোগপ্রদান করিতে বাধ্য হওয়াতে বিবাহ রজনীতেই সেই নবদম্পতির চিরবিচ্ছেদ সংঘটিত হইয়াছিল—এই রূপ এক প্রবাদ প্রচলিত আছে।

"রেসিয়ার্ খাগরা" নামে প্রসিদ্ধ যে সকল প্রাচীন

যুদ্ধ-সঙ্গীত ত্রিপুরার পর্ব্বতনিবাসিগণ-মধ্যে প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে উল্লিখিত পতিবিরহিণী নববধূ-কর্ত্তৃক গীত এই-রূপে রচিত একটী দুঃখময় বিরহ-সঙ্গীত আছে। গানটীর কথা—বিশেষতঃ সুর, আমার নিকট এমন মর্ম্মস্পর্শী বোধ হয় যে, এই জন্য তাহার যে অংশ সম্প্রতি আমার স্মরণ আছে, উহা—স্বর-লিপি ও বঙ্গানুবাদ সহ পুস্তকের শেষভাগে প্রদত্ত হইল।

নৃপাল হাররায় বা ডাঙ্গরফার সহিত রিয়াংগণের যে মহাসমর সংঘটিত হইয়াছিল, তাহাই হওয়া সম্ভব। কিন্তু দুঃখের বিষয়—উক্ত বিজিত নৃপতি কিংবা বিজেতা ত্রিপুরেশের দাঙ্গাই ব্যতীত সঠিক নাম বলিতে কেহই সক্ষম নহে।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে "গোপীপ্রসাদ সুবা" ত্রিপুরাধিপতি অনন্ত মাণিক্যের প্রাণবিনাশ করিয়া "উদয় মাণিক্য" নামধারণ পূর্ব্বক রাজসিংহাসন আরোহণ করেন। সেই সময় তাঁহার দ্বারা এই সুপ্রাচীন রাজধানীর "রাঙ্গামাটি" নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া তদীয় নামানুসারে "উদয়পুর" আখ্যা প্রদত্ত হয়। তৎকাল

অবধি এ যাবৎ উক্ত জনপদ সর্ব্বসাধারণ-কর্ত্তৃক ঐ নামেই অভিহিত হইতেছে।

"রাঙ্গামাটি নাম রাজ্য পূর্ব্বাবধি ছিল।
উদয় মাণিক্যাবধি উদয়পুর হৈল ॥"
রাজমালা—উদয় মাণিক্য খণ্ড

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে উল্লিখিত রাজধানীর সমীপবর্ত্তী জনপদনিচয়ে নানাবিধ রাষ্ট্রবিপ্লব সংঘটিত হওয়াতে তদানীন্তন ত্রিপুরেশ "কৃষ্ণ মাণিক্য" তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের রাজধানী বর্ণিত "উদয়পুর" পরিত্যাগ করিয়া বর্ত্তমান পুরাতন আগরতলাতে আগমন-পূর্ব্বক রাজধানী স্থাপিত করেন।

"এগারশ সত্তর সন হয়েত যখন।
আগরতলা রাজধানী করিল রাজন ॥"
রাজমালা—কৃষ্ণ মাণিক্য খণ্ড

"উদয়পুর" নামে সুপ্রসিদ্ধ ত্রিপুররাজ্যের এই প্রাচীন রাজধানী পূর্ব্বকালের ত্রিপুরেশগণ-কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বহু দেবমন্দির ও রাজনিকেতনাদির ভগ্নাবশেষ

ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্দির—উদয়পুর (৮৯ পৃষ্ঠা)
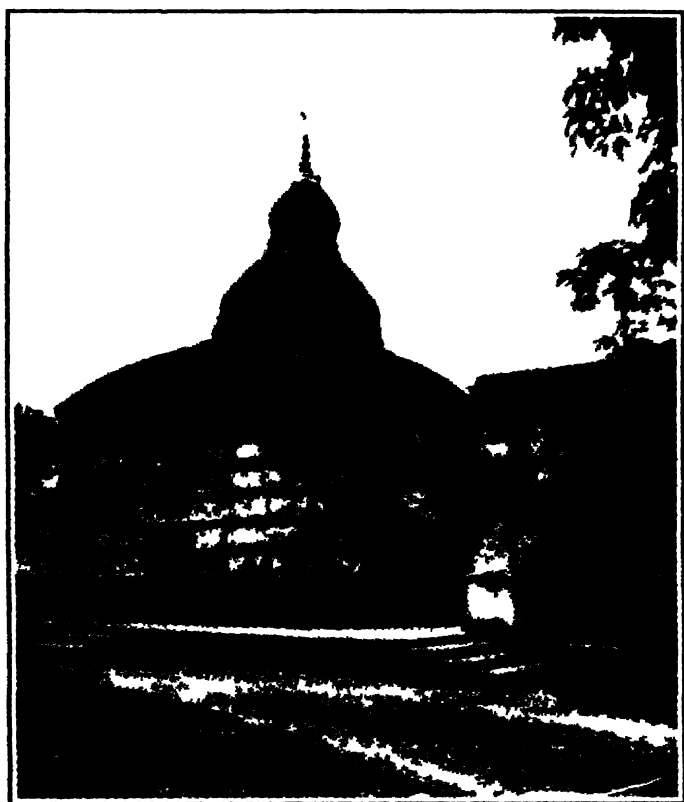
এবং জলাশয়, রাজবর্ত্ম প্রভৃতি পুরাতন কীর্ত্তিমালায় পরিপূর্ণ। তৎসমুদয়-মধ্যে কতিপয় সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন কীর্ত্তির বিষয় নিম্নে বিবৃত হইল।

দেবী ত্রিপুরাসুন্দরী—

অত্রস্থ প্রাচীন কীর্ত্তি নিচয়-মধ্যে উক্ত দেবী সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ। ইহা শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ দ্বিপঞ্চাশৎ পীঠ-মধ্যে অন্যতম।

"ত্রিপুরায়াং দক্ষপাদো দেবী ত্রিপুরসুন্দরী"

পীঠমালা তন্ত্র

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে উক্ত শক্তিদেবীর মন্দির ত্রিপুরাধিপতি "ধন্য মাণিক্য" কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই বিষয় রাজমালায় নিম্নলিখিত রূপ বর্ণিত আছে।—

"আর এক মঠদিতে আরম্ভ করিল।
বাস্তু পূজা সঙ্কল্প বিষ্ণুপ্রীতে কৈল॥
ভগবতী রাজাতে স্বপ্ন দেখায় রাত্রিতে।
এই মঠে আমা স্থাপ রাজা মহাসত্ত্বে॥

চাটিগ্রামে চট্টেশ্বরী তাহার নিকট।
প্রস্তরেতে আমি আছি আমার প্রকট॥
তথা হইতে আনি আমা এই মঠে পূজ।
পাইবা বহুল বর যেই মত ভজ॥

*　　*　　*　　*

রসাঙ্গমর্দ্দন নারায়ণ পাঠায় চট্টলে।
স্বপ্নে যেই স্থানে দেখে মিলিলেক ভালে॥
উৎসব মঙ্গল বাদ্যে রাজ্যেতে আনিল।
সত্বর গমনে রাজা নমস্কার কৈল॥
কত দিন পরে মঠ প্রস্তুত হইল।
পুণ্যাহ দিনেতে রাজা উৎসর্গিয়া দিল।"

রাজমালা—ধন্য মাণিক্য খণ্ড

কথিত আছে—আদৌ বিষ্ণু-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে উক্ত মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল; কিন্তু স্বপ্নে আদিষ্ট হইয়া ধন্য মাণিক্য তন্মধ্যে উল্লিখিত শক্তি-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন।

"মায়ামুরারেরিয় মম্বিকা যা
মুঞ্চত্যমুষ্যা নিকটং ন কুত্র।
প্রান্তে ভবান্যা ধ্রুবমাস কেশবঃ
শ্রীধন্য মাণিক্য বিনিশ্চিতিস্তিয়ম্॥

মঠ মধ্যে পাথরে লিখিত এই শ্লোক,
পয়ারে লিখিল শ্লোক বুঝিবারে লোক।"

রাজমালা—ধন্য মাণিক্য খণ্ড

সম্ভবতঃ উল্লিখিত শ্লোক উৎকীর্ণ কোন প্রস্তরফলক একদা মন্দিরের দ্বারোপরি সংলগ্ন ছিল, কোন ঘটনা বিশেষে উহা অপসারিত কিংবা বিনষ্ট হইয়া থাকিবে।

মন্দির-গাত্রে পাঁচটী শিলাফলক সংলগ্ন আছে। পূর্ব্ব দিকের দুইটী প্রস্তরফলকে নিম্নলিখিত লিপি উৎকীর্ণ আছে।

প্রথমটী এই—

"আসীৎ পূর্ব্বং নরেন্দ্রঃ সকলগুণযুতো ধন্যমাণিক্যদেবো
যাগে যস্যাম্বরেশঃ ক্ষিতিতলমগমৎ কর্ণতুলস্য দানৈঃ।
শাকে বহ্ন্যক্ষিবেধোমুখধরণীযুতে লোকমাত্রে হ্যম্বিকায়ৈ
প্রাদাৎ প্রাসাদরাজং গগনপরিগতং সেবিতায়ৈ স দেবৈঃ॥

তৎপশ্চাদ্‌ভূমিপালস্ত্রিপুরনরপতির্ধীরকল্যাণদেবঃ
ক্ষিপ্রাং পৃথ্বীং শশাস প্রবলরিপুগণৈঃ কেবলং স্বীয়শক্ত্যা।
তৎপুত্রো ভূপসিংহঃ সমরপতিবরো ধীরগোবিন্দদেবো
দানৈর্ভূর্দেবযোষিৎ কনকময়কৃতঃ সাম্বরাজ্যে বিরেজে॥

দ্বিতীয়টী—

তৎপুত্রো ধর্ম্মচেতাঃ ক্ষিতিপতিতিলকঃ কান্তদান্তো বদান্যঃ
শ্রীশ্রীমান্ সত্যবাদী নিখিলগুণযুতো রামমাণিক্যদেবঃ।
চক্রে প্রাসাদরাজং বিটপিবিদলিতং বীরধীরো মনোজ্ঞং
পূর্ব্বস্মাদম্বিকায়ৈ বিবিধরুচিচয়ং ধন্যমাণিক্য দত্তং॥
বীরশ্রীযুতরামদেব নৃপতির্ব্বিপ্রোহজ্ঞ ভানুঃ কৃতিঃ
কালীপাদসরোজলুব্ধমধুপঃ পৃথ্বীপতীনাং বরঃ।
বাতোদ্‌ঘাতবির্ভিন্নদেবসদনং চক্রে মনোজ্ঞং বরং
শাকে নেত্রবিয়দ্রসেন্দুমিলিতে পীঠে ভবান্যাঃ পুনঃ॥

শকাব্দা ১৬০৩

উল্লিখিত শ্লোকদ্বয়ের ভাবার্থ।

প্রথমটী—

প্রাচীনকালে সর্ব্বগুণসমন্বিত কর্ণ-তুল্য দাতা ধন্য মাণিক্য নামে এক নরেন্দ্র ছিলেন। ১৪২৪ শকাব্দে

আকাশভেদী এই প্রাসাদ তৎকর্ত্তৃক দেবগণ-সেবিতা লোকজননী অম্বিকাকে প্রদত্ত হয়। তদনন্তর ত্রিপুরেশ কল্যাণ দেব প্রবল রিপুগণ-পীড়িতা ধরণীকে কেবল স্বীয় শক্তিদ্বারা শাসন করিয়াছিলেন। তদীয় তনয বীরচূড়ামনি শান্তশীল নৃপশ্রেষ্ঠ গোবিন্দ দেব সাম্ব অর্থাৎ সন্ধ বা ত্রিপুররাজ্যে বিরাজ করিবার কালে দানের দ্বারা দ্বিজ ও দ্বিজপত্নীগণকে সুবর্ণে ভূষিত করিয্যাছিলেন।

দ্বিতীয়টী—

তৎপুত্র ধার্ম্মিক ভূপতিতিলক, সৌম্যমূর্ত্তি, বদান্য, সত্যবাদী, নিখিলগুণযুক্তশ্রীশ্রীমান্ রাম মাণিক্য দেব অম্বিকার উদ্দেশে ধন্য মাণিক্য-কর্ত্তৃক প্রদত্ত মন্দির বৃক্ষাদিতে বিদারিত দৃষ্টে ১৬০৩ শকে মনোজ্ঞ করেন।

মন্দিরটীর উত্তরগাত্রে সংলগ্ন প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ লিপি নিচয় সুস্পষ্ট নহে এবং উহার কিয়দংশও বিনষ্ট হইয়াছে।

শিলালিপিটী প্রায় এইরূপ—

"এ এ তু মাম
শ্রীবলিভিম না
রা (য়) ণ ত্রিপুরা
শ্রী (হরি) ব (ল্লভ) না
রায় (ণ) বিশ্বা (স)
শক ১৬ ৩"

উল্লিখিত শিলালিপি বঙ্গভাষায় লিখিত। ইহাতে ১৬ ৩ শক পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এইরূপ অনুমিত হয়—দুই কি তিন অঙ্কের দ্বারা প্রকাশিত রাশির মধ্যে শূন্য দেওয়ার প্রথা পূর্ব্বে যেরূপ এতৎ প্রদেশস্থ সাধারণ লোক-মধ্যে সচরাচর প্রচলিত থাকিতে দৃষ্ট হয় না, সেই পদ্ধতি অনুসারে উক্ত শিলালিপিতে ১৬০৩ শকাব্দার পরিবর্ত্তে ১৬ ৩ মাত্র উৎকীর্ণ হইয়া থাকিবে। শিলালিপিটীর এতৎ পূর্ব্বের একটী প্রতিলিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তাহাতে যে কতিপয় অক্ষর আছে, উহা বন্ধনীর মধ্যে প্রদত্ত হইল।

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে ত্রিপুরেশ রাম মাণিক্য

কালকবলে পতিত হইলে, তদানীন্তন ত্রিপুররাজ্যের প্রধান সেনাপতি পরাক্রমশালী "বলিভীম নারায়ণ" নিজ শক্তি বলে পঞ্চবর্ষ বয়স্ক তদীয় ভাগিনেয় "রত্ন মাণিক্য"কে সিংহাসনে স্থাপিত করিয়া স্বয়ং যুবরাজ উপাধি ধারণ পূর্ব্বক ত্রিপুররাজ্য শাসন করেন। সেই সময় তৎকর্ত্তৃক বর্ণিত মন্দিরের জীর্ণসংস্কার কার্য্য সম্পাদিত হইয়া উল্লিখিত শিলালিপি তদ্গাত্রে সংযোজিত হইয়া থাকিবে।

মন্দিরের দক্ষিণ-গাত্রে যে দুইটী শিলালিপি সংলগ্ন আছে, তাহাদের কতিপয় অক্ষর বিলুপ্ত হইয়াছে।

প্রথম শিলালিপিটী এই—

"শ্রীধন্য মাণিক্য স্থিতে
কৃতি॥ শকাব্দাঃ ১৪২৩॥
তত অভ্যন্তরে শ্রীরণাগণ
রামমাণিক্য ধর্ম্মরাজ
পতি। শকাব্দা ১৬০৩।"

মন্দিরটী প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ত্রিপুরাধিপতি রাম মাণিক্যের রাজত্বের পূর্ব্বে, প্রথম উদয় মাণিক্যের

ভগিনীপতি শ্রীরণাগণ নামক সেনাপতি-কর্ত্তৃক যে উহার জীর্ণসংস্কার কার্য্য সাধিত হইয়াছিল, এই বিষয় উল্লিখিত শিলালিপি দৃষ্টে প্রতীয়মান হয়।

ত্রিপুরাধিপতি দুর্গা মাণিক্যের মহিষী "জগদীশ্বরী" উপাধিধারিণী সুমিত্রা দেবী ১২৬৭ ত্রিপুরাব্দে উল্লিখিত মন্দির সংস্কার করাইয়া তাহার দক্ষিণ-গাত্রে দ্বিতীয় শিলালিপি সংলগ্ন করেন।

উক্ত শিলালিপির প্রতিলিপি ঃ—

"শাকে র সমুদ্রারি ধরণিযুতে লোক
মাত্রেঽম্বিকায়ৈ প্রাসাদরাজং বিটপি
বিদলিতং ধন্যমাণিক্য পাদ
সরোজলুব্ধ মধুপা মহিষীন্দুমুখী
পরা জগদীশ্বরীতি বিখ্যাত চক্রে
মনোজ্ঞং পুনঃ সন ১২৬৭ ত্রি তা মাঘ।"

ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর মন্দিরটী ইষ্টক-নির্ম্মিত। ইহার প্রবেশ দ্বার পশ্চিমাভিমুখে। দ্বারোপরি কোন শিলা-লিপি নাই।

উল্লিখিত মন্দির-মধ্যে "ত্রিপুরাসুন্দরী" নামে সুপ্রসিদ্ধ

শক্তিদেবীর প্রস্তর-নির্ম্মিত চতুর্ভুজা প্রতিমূর্ত্তি সংস্থাপিত। ইহা প্রায় মানবাকৃতি-তুল্য কিংবা তদপেক্ষা কিঞ্চিদধিক উচ্চ হইবে। তৎপার্শ্বে প্রস্তর-নির্ম্মিত ন্যূনাতিরেক দুই হস্ত উচ্চ আর একটী চতুর্ভুজা শক্তিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। মূর্ত্তিটী সর্ব্বদাই বস্ত্রে আচ্ছাদিত থাকে। সর্ব্বসাধারণে ইহাকেই প্রকৃত ত্রিপুরাসুন্দরী বলিয়া নির্দ্দেশ করে।

বর্ণিত দেবিমন্দির-সম্মুখবর্ত্তী নাটমন্দিরের পার্শ্বদেশে যে একটী বৃহৎ ঘণ্টা প্রলম্বিত, তাহা ১২৩৯ ত্রিপুরাব্দে (১৮২৯ খৃষ্টাব্দ) নৃপতি কাশীচন্দ্র মাণিক্য-কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল। তদ্গাত্রে অশুদ্ধ বাঙ্গালায় এবংবিধ লিপি উৎকীর্ণ আছে।—

"শ্রীশ্রীযুত কাশিচন্দ্র
মাণিক্য দেবর কৃত
ঘণ্টা নির্ম্মাণ শ্রীকে
বলরাম দেব শন ১২৩৯
ত্রিপুরা ব তারিক ১১ পৈশ"

কাশীচন্দ্র মাণিক্য কিয়ৎকাল বর্ত্তমান পুরাতন আগর-তলায় রাজত্ব করিয়া পরিশেষে তদীয় পূর্ব্বপুরুষগণের

প্রাচীন রাজধানী উদয়পুরে গমন করেন। সেই স্থানেই তিনি কালকবলে পতিত হন। কথিত আছে—তদীয় মৃত্যুকালেই তাঁহার মহিষীত্রয়-মধ্যে একজন পুরাতন আগরতলাতে মানবলীলা সংবরণ করেন। তখন তাঁহাকে উদয়পুরে আনয়ন পূর্ব্বক রাজা ও রাণী উভয়কেই এক চিতাতে অন্ত্যেষ্ঠি সংস্কার করা হইয়াছিল। এই সৎকার সম্বন্ধে রাজমালায় এবংবিধ উল্লেখ আছে।—

"রাজা রাণী দুই নিল একৈ সমভ্যার।
গোমতী নদীর তীরে করিল সংস্কার॥"

গোমতী নদীর তীরবর্ত্তী উল্লিখিত পুণ্য শ্মশান "রাজার চিতাহাল" বা "রাজার চিতাশাল" বলিয়া উদয়পুর নিবাসিগণ অদ্যাপি নির্দ্দেশ করিয়া থাকে।

মহাদেব বাড়ী—

একটী প্রাচীর-বেষ্টনীর মধ্যে অত্রস্থ শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত। ইহার সম্মুখে ইষ্টকনির্ম্মিত নাটমন্দির এবং এতদ্ব্যতিরেকে আরও দুইটী মন্দির স্থাপিত আছে। মন্দিরের দক্ষিণদিকে "বিজয়সাগর" নামে প্রসিদ্ধ যে

দীর্ঘিকা দৃষ্টিপথে পতিত হয়, তাহা ত্রিপুররাজকুলতিলক বিজয় মাণিক্য-কর্ত্তৃক খনিত।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে হুসেন শাহের বঙ্গদেশ শাসনকালে, মুসলমানেরা দুইবার ত্রিপুররাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল। কিন্তু তৎপ্রদেশ-নিবাসিগণের কৌশলে যবনেরা ব্যর্থপ্রয়াস ও লাঞ্ছিত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হয়। তাহারই প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার জন্য বীরাগ্রগণ্য ত্রিপুরাধিপতি বিজয় মাণিক্য ঢাকা জিলা অধিকার করিয়া তদন্তর্গত "সোনার গাঁ" নামক বাঙ্গালার প্রাচীন রাজধানীতে এক মাসের কিঞ্চিদধিক বাস করিয়াছিলেন। এই বিষয় ঢাকা জিলার গেজেটিয়রে যেরূপ বিবৃত আছে, তাহার প্রতিলিপি পুস্তকের শেষে প্রদত্ত হইল।

প্রাগুক্ত মহাদেব-মন্দিরের সিংহদ্বারোপরি একটী লিপিবিশিষ্ট প্রস্তর-ফলক সংলগ্ন আছে। তাহাতে উৎকীর্ণ লিপি নিচয় এবংবিধ বিকৃত হইয়াছে যে, তৎসমুদয় পাঠ করা কষ্টসাধ্য। তথাপি যে পর্য্যন্ত পাঠ উদ্ধার করিতে সক্ষম হওয়া যায়, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

তব স্থমতা

বিতরণো নন্দিতার্থী স জীয়াৎ শ্রীশ্রীকল্যা

ণ দেব ত্রিপুর নরপতিঃ শ্রীপতিবাস্থ শ

স্থ প্রোচ্চত প্রাসাদরাজোভুপতি ভু তিল

মাতঃ স্থাচ্চিরায়। যাবদ্‌ব্রহ্মাণ্ড ভা

ণ্ডোদর রণ ল ে শ্রীহরি যা

মণ্ডলী স্থা

স চ কিত ম

প্রতাপ শ্রীশ্রীকল্যাণ দে

ঃ সম্মঠাখ্যা সবা

দশ শাকে। ১

উক্ত শিলালিপিতে কল্যাণ মাণিক্যের নাম পরিদৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, প্রাচীরটী তৎকর্ত্তৃক নির্ম্মিত।

প্রাচীর-মধ্যে সংস্থাপিত তিনটী মন্দিরগাত্রে সংলগ্ন প্রস্তরফলক কালক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়াতে তৎসমুদয়ে উৎকীর্ণ লিপি অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে ; এবং এতদ্ব্যতীত কোন কোন স্থানের প্রস্তর ভগ্ন হওয়াতে তত্রস্থ অক্ষর সম্পূর্ণ রূপ বিলুপ্ত হইয়াছে।

শিবমন্দিরস্থ শিলালিপির প্রথম কিয়দংশ বিনষ্ট হইলেও অবশিষ্ট অংশ সহজেই পাঠকরা যায়।

শিলালিপিটী এই :—

মঠ মতিশয়িতং ধন্য মা
তিজীর্ণং নিরুপম মহিমা
নির্ম্মায় সান্তং তুহিন গিরি

সুতাবল্লভায়াতিবেলং প্রাদাত্তং কৌতুকীনো হর
হরিচরণার্চ্চাদিভাজী প্রবীণঃ ॥ শাকে রামাব্ধিবা
ণাবনিপরিগণিতে ধন্যমাণিক্যদেবস্যোচ্চৈঃ পু
ণ্যায় নৃত্যচ্চতুরুদধিবধূগীতকীর্ত্তের্মঠং তং। শ্রীশ্রী
কল্যাণদেবস্ত্রিপুর নরপতিশ্চন্দ্রবংশাবতংসঃ প্রাদা
তুৎসৃজ্য ধর্ম্মব্যবহৃতবপুষে ভক্তিতঃ শঙ্করায়।
: ॥ ৪ ॥ শাকে ১৫৭৩ ॥ : ॥ : ॥

উল্লিখিত শিলালিপি হইতে এবংবিধ অনুমিত হয়—ধন্য মাণিক্য-কর্ত্তৃক সংস্থাপিত শিবমন্দির জীর্ণ হইলে কল্যাণ মাণিক্য বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

গোপীনাথ মন্দির—

বর্ণিত মহাদেব মন্দিরের উত্তরদিকে ইষ্টক ও প্রস্তর সংস্পৃষ্টে নির্ম্মিত যে এক মন্দির সংস্থাপিত, তাহার দ্বারের ঊর্দ্ধদেশস্থ শিলালিপি হইতে জ্ঞাত হওয়া যায়—১৫৭২ শকাব্দে মন্দিরটী ত্রিপুরেশ কল্যাণ মাণিক্য-কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়া তন্মধ্যে গোপীনাথ-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

উক্ত শিলালিপির প্রতিলিপি ঃ—

"ি রীন্দ্রপবনেন্দুকাদয়ো মৌলি ি
স্তি সততং ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডান্তরে।
কন্ধরতয়া গেগীয় ত্রয়ী,
রণেহভূত মঠং কল্যাণদেবোহভ্যদাৎ ॥
কন্দর্পকান মবলি কলিতবসুশ্চন্দ্রবংশাবতংসঃ॥"
ধের্য্যোদার্য্যাতিশৌর্য্যৈঃ পৃথুরঘুনহুষাজেষু যো গীয়মানঃ
গোপীনাথায় ভক্ত্যা নিরুপম সুমঠং যোহতিবেলং মুদাদাৎ
স শ্রীকল্যাণদেবঃ সগরিমমহিমা নন্দতান্নন্দনাদ্যৈঃ ॥
শাকে পক্ষমুনীষু চন্দ্রগণিতে মাসে শুচাবংশকে
বাণে ভূমিজবাসরে দ্বিজশুভাশীর্ভিঃ সুবাক্যেতি যা।

সোমন্দে কলধৌতমঞ্জু কলসং চক্রাদিশোভং মঠং
ভক্ত্যেবাতিকলাবতীপতিরসৌ কল্যাণদেবো দদে॥৪॥
শাকে ১৫৭২ আষাঢ়স্য ৫ অংশকে।”

উক্ত শিলালিপির কতক অংশ বিলুপ্ত হইয়াছে এবং ইহার কতিপয় পদের অর্থও দুর্ব্বোধ এই জন্য ইহার ভাব উদ্ধার করা কঠিন।

মন্দিরটীর বিষয় রাজমালাতে নিম্নলিখিত রূপ লিপিবদ্ধ আছে।—

“সিংহদ্বারসমীপেতে মনোরম স্থান।
ইষ্টক পাষাণে মঠ করিছে নির্ম্মাণ॥
চন্দ্র গোপীনাথ মূর্ত্তি চাটিগ্রামে ছিল।
অমরমাণিক্য কালে মঘে নিয়াছিল॥
সেই দেব চট্টল হৈতে আনিয়া তখন।
সেই মঠে স্থাপে বিষ্ণু করিয়া অর্চ্চন॥

উল্লিখিত মন্দির-মধ্যে গোপীনাথের মূর্ত্তি যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এই বিষয় শিলালিপিতে এবং রাজমালাতে উল্লেখ থাকিলেও জনসাধারণ-কর্ত্তৃক উহা চতুর্দ্দশ দেবতার মন্দির বলিয়া কথিত হয়। এবম্ভূত জনশ্রুতির কারণ

কি—ইহা বুঝা দুষ্কর। যেরূপ বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে মন্দির নির্ম্মিত হইয়া পরিশেষে তন্মধ্যে শক্তিদেবী ত্রিপুরা-সুন্দরীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তদ্রূপ ইহাও গোপীনাথের জন্য নির্ম্মিত হইয়া তাহাতে চতুর্দ্দশ দেবতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল কিনা কে বলিতে পারে।

প্রাগুক্ত গোপীনাথ-মন্দিরের পশ্চিমদিকে সংস্থাপিত আর একটী মন্দিরগাত্রস্থ শিলালিপির অধিকাংশ অক্ষরই বিনষ্ট হইয়াছে। যে পর্য্যন্ত পাঠ করিতে সক্ষম হওয়া যায়, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"স্বর্লোক স্থিত পারিজাত কুসুম ক্ষৌণী.........
রুহারোপণং চক্রেশ............রা দ্বারা......
বতা...দ্বাবি য............পথি.........পরিগতা
নিঃশ্রাঙ্ক............যনান............তনয়া
নির্জ্জিত্য ভূমাগুজ্জঃ। ১ ।...............রবিন্দ
মধুপঃ কল্যাণদেবো...............জ্যম
শেষ ধর্ম্মনিবহৈঃ স্ব...............তৎ পু
ত্রোঽহত্তি গুণাকরঃ প্র............ভূন্......
যোঽর্চ্চযি ২ শ্রীগোবিন্দ না.........ঃ পা...

দাজকো জীবতাৎ। ২।...্...মহে...
...কৃতিনঃ পুত্রো মহাত্মা সতা বাজ্যানীয় রাজ
মা কুশলঃ শান্তো বিনীতঃ সদা। । রা
ম ঃ প...... দা শাকে
বাণ নবেষু সোম বিমিতে জ্যৈষ্ঠে......তিথৌ ॥”

অতি কষ্টে শিলালিপিটী যতদূর পর্য্যন্ত পাঠ করা যায় তদ্দ্বারা অনুমিত হয় যে, ত্রিপুরেশ গোবিন্দ মাণিক্যের তনয় রাম মাণিক্য বর্ণিত মন্দির নির্ম্মাণ পূর্ব্বক ১৫৯৫ শকাব্দে বিষ্ণুর উদ্দেশে উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

ছুত্যার বাড়ী—

প্রাগুক্তমন্দিরত্রয় যে প্রাচীর-মধ্যে সংস্থাপিত, তাহার পূর্ব্বদিকে আর একটী প্রাচীরে বেষ্টিত দুইটী মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। মন্দিরদ্বয়-মধ্যে যেটী পূর্ব্বদিকে অবস্থিত, তদ্গাত্রে উৎকীর্ণ লিপিবিশিষ্ট একটী প্রস্তরফলক সংলগ্ন আছে। কিন্তু অক্ষরনিচয় বিনষ্ট হওয়াতে মন্দির দুইটী কোন্‌সময়ে কাহার দ্বারা নির্ম্মিত হইয়া তন্মধ্যে কি মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, জ্ঞাত হওয়া যায় না।

স্থানীয় জনসাধারণে উক্ত দুইটী মন্দিরকে "দুত্যার বাড়ী" কহে। "দুত্যা" শব্দের প্রকৃত অর্থ কি—ইহা বুঝা দুষ্কর। সম্ভবতঃ ইহা "দৈত্য" কিংবা "দ্বিতীয়া" শব্দের অপভ্রংশ হইতে পারে। যদি তাহাই হয়—তবে উল্লিখিত দুইটী মন্দির নিম্নলিখিত ব্যক্তিদ্বয়মধ্যে একজনের দ্বারা নির্ম্মিত হওয়া সম্ভব।

ত্রিপুরেশ বিজয় মাণিক্যের সেনাপতি দৈত্যনারায়ণ-কর্ত্তৃক একটী মঠ নির্ম্মিত হইয়া তন্মধ্যে জগন্নাথের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল—এইরূপ রাজমালায় বর্ণিত আছে। কিন্তু তাহা কোন্ স্থানে এই বিষয় উল্লেখ নাই। "দুত্যা" শব্দ যদি "দৈত্য" ধরিয়া নেওয়া যায় তাহা হইলে রাজমালায় লিখা অনুসারে দুইটী মন্দির-মধ্যের একটী দৈত্যনারায়ণ-কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়া তন্মধ্যে জগন্নাথমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকা বিচিত্র নহে।

"দৈত্যনারায়ণ সেনাপতি অতি পুণ্যবান্।
জগন্নাথ স্থাপে মঠ করিয়া নির্ম্মাণ॥"

রাজমালা—বিজয় মাণিক্য খণ্ড

"দুত্যা"শব্দ দ্বিতীয়ার অপভ্রংশ হইলে, ত্রিপুরেশ

রাম মাণিক্যের শ্যালক পরাক্রান্ত সেনাপতি বলি ভীম নারায়ণের দুহিতা "দ্বিতীয়া" ঠাকুরাণী-কর্ত্তৃক উক্ত দুইটী মন্দির নির্ম্মিত হওয়াই সম্ভব। তাঁহার সম্বন্ধে "শ্রেণীমালা" নামক ত্রিপুররাজবংশচরিত গ্রন্থে নিম্ন-লিখিত রূপ লিপিবদ্ধ আছে।—

"বলীভীমসুতা হয় দ্বিতীয়া ঠাকুরাণী।
নানা স্থানে দীঘী মন্দির জাঙ্গাল পুষ্করিণী॥"

উল্লিখিত দ্বিতীয়া ঠাকুরাণী ব্যতীত তন্নাম্নী আরও এক জন মহিলার বিষয় অবগত হওয়া যায়। তিনি যুবরাজ চম্পকরায়ের অনুজা, কুমার জগন্নাথ দেবের পুত্রী "দ্বিতীয়াদেবী"; তৎকর্ত্তৃক-ই কুমিল্লানগরীর পশ্চিম-প্রান্তদেশস্থ "লালমাই" পর্ব্বতমালার দক্ষিণপ্রান্তবর্ত্তী শৃঙ্গোপরি চণ্ডীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

গোবিন্দ মাণিক্যের মহিষী "গুণবতী" কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণুমন্দির—

প্রাগুক্ত স্থানের পূর্ব্বদিকে, অল্পদূরবর্ত্তী একটী প্রাঙ্গনে তিনটী মন্দির দৃষ্টিগোচর হয়। তন্মধ্যে পশ্চিমদিকে অবস্থিত মন্দিরের পশ্চিমগাত্রে সংলগ্ন প্রস্তরফলকে

ইহার বিষয় উৎকীর্ণ আছে। শিলালিপির অধিকাংশই অস্পষ্ট ; মধ্যবর্ত্তী অংশ পাঠ করিতে সক্ষম হওয়া যায় না। ইহার যে সমস্ত অংশ বোধগম্য তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"—শৌর্য্যাযা রঘুনায়কস্য মহতো গাম্ভীর্য্যমম্ভো
নিধেস্ত্যাগ…ল র্মহ। সৌন্দর্য্যংকুসুমাযুধস্য
পরমং শ্রীগোবিন্দ ম …
… … কৃষ্ণ
… … …
শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবস্ত্রিপুরনরপতি
গণ্যঃ। তৎপত্নী পুণ্যশীলা সুমতী গুণবতো বিষ্ণবে সা বরেণ্যা শাকে খাঙ্কেষুচন্দ্রে মঠমতুলমমুং মাধবেহদাদ্যু গাদৌ। শকাব্দাঃ ১৫৯০॥"

উক্ত শিলালিপির নিম্নাংশ হইতে এইরূপ অবগত হওয়া যায় গুণবতী নাম্নী, ত্রিপুরেশ গোবিন্দ মাণিক্যের ধর্ম্মপরায়ণা মহিষী-কর্ত্তৃক বর্ণিত মন্দির নির্ম্মিত হইয়া ১৫৯০ শকাব্দের বৈশাখ মাসের যুগাদ্যা দিবসে বিষ্ণুর উদ্দেশে উৎসৃষ্ট হইয়াছিল।

জগন্নাথের দোল—

বৃক্ষলতাদিতে পরিকীর্ণ যে একটী মন্দির "জগন্নাথ দিঘী" বা "পুরান দিঘী"র পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে সং-স্থাপিত, উহা "জগন্নাথের দোল" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। মন্দিরটী প্রস্তর-নির্ম্মিত এবং একদা তদ্গাত্রে নানাবিধ দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত ছিল বলিয়া কথিত আছে। কিন্তু ইদানীং তৎসমুদয়ের কোন চিহ্নও পরিলক্ষিত হয় না।

যে প্রস্তর নির্ম্মিত প্রাচীরের দ্বারা মন্দিরটী পরি-বেষ্টিত ছিল, অধুনা তাহার ভগ্নাবশেষ মাত্র বর্ত্তমান রহিয়াছে। প্রাচীরটী ন্যূনাতিরেক পাঁচ হস্ত আয়তনের প্রস্তর খণ্ডে নির্ম্মিত এবং মন্দিরের প্রস্তর নিচয় ও প্রায় তদনুরূপ।

ঐ বর্ণিত মন্দির মধ্যে একদা জগন্নাথ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল—এবম্ভূত সংস্কার বশতঃ কোন কোন ব্যক্তি ইহাকে জগন্নাথের মন্দির বলিয়া অভিহিত করে। কিন্তু মন্দির গাত্রে যে শিলালিপি সংলগ্ন ছিল, তৎপাঠে ইহা ভ্রমাত্মক বলিয়া অনুমিত হয়।

শিলালিপিটী এই ঃ—

"বাণী গায়তি ... ...

রবো ... ...

সোৎকমনসঃ সেমৃত্রাদি বৃন্দারকাঃ। ১।
শ্রীশ্রীকল্যাণমাণিক্যদেবস্যাদ্ভুতকর্ম্মণঃ
আসীৎ শ্রীসহরবতী মহিষীন্দুমতী পরা। ২।
সা পুত্রৌসুষুবে তস্মাদতিতেজোধরাবুভৌ।
শ্রীগোবিন্দ জগন্নাথসংজ্ঞকাবমরপ্রভৌ। ৩।
জয়ন্তমিব পৌলোমী পুরুহূতাদনুত্তমাৎ।
দিলীপাদিব রাজেমৃত্রাৎ রঘুরাজং সুদক্ষিণা। ৪।
তয়োর্জ্জ্যায়ান্ সমভবৎ চন্দ্রবংশাবতংসকঃ।
শ্রীশ্রীগোবিন্দমাণিক্যদেবোরাজাতিসত্তমঃ। ৫।
ততঃ কনীয়ান্ সাধীয়ান্ শ্রীজগন্নাথবীররাট্।
ভ্রাতর্য্যনুমতাকারী যুধিষ্ঠির ইবার্জ্জুনঃ। ৬।
অথ ব্যতীতসময়ে কিয়তি স্বেন কর্ম্মণা।
প্রাপ্তকালা চ মহিষী পুণ্যেভ্যঃ সা দিবং যযৌ।৭।
শ্রীবিষ্ণবেহ নম্ভধাম্নে প্রাদাৎ প্রাসাদমুত্তমং।
ততঃ কল্যাণমাণিক্যপিতুরাজ্ঞানুসারতঃ। ৮।

রাজ্ঞ্যাঃ সহরবত্যাস্তু মাতুঃ স্বর্গচয়ায় হি।
শ্রীশ্রীগোবিন্দমাণিক্যদেবোঽনুজবরেণ চ। ৯।
শ্রীজগন্নাথবীরেণ ভূরিমমৃত্রমহৌজসা।
প্রাদাৎ প্রাসাদমতুলং বিষ্ণোরপি মনোহরং। ১০।
শাকেঽ নলাষ্টবাণেন্দৌ প্রাদাৎ প্রাসাদমচ্যুতে।
শ্রীশ্রীগোবিন্দমাণিক্যো রাকায়াং মাসি বাহুলে।১১।
শাকে ১৫৮৩। ত্রিরশীত্যধিক পঞ্চদশ শততম
শকাব্দিয়কার্ত্তিকষড়বিংশাংশাকবাসররাকায়াং।১২।"

শিলালিপির ভাবার্থ—

ইন্দ্রপত্নী শচীর গর্ভে যেরূপ জয়ন্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, রাজেন্দ্র দিলীপ পত্নী সুদক্ষিণার গর্ভে যে প্রকার রঘুরাজ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ শ্রীশ্রীকল্যাণ মাণিক্য দেবের ইন্দুমতী তুল্য "সহরবতী" নাম্নী মহিষীর গর্ভে "গোবিন্দ" ও "জগন্নাথ" নামক অতি তেজস্বী দেবতুল্য দুই কুমার জন্ম ধারণ করেন। ভ্রাতৃদ্বয় মধ্যে চন্দ্রবংশাবতংস সজ্জনাগ্রগণ্য নৃপাল গোবিন্দ মাণিক্য জ্যেষ্ঠ ছিলেন। তদীয় অনুজ বীরশ্রেষ্ঠ জগন্নাথ দেব—যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞাবহ অর্জ্জুনের ন্যায় অগ্রজের আদেশ পালন

করিতেন। কালক্রমে সেই রাজমহিষী মানবলীলা সংবরণ করিলে, পিতৃদেব কল্যাণ মাণিক্যের আজ্ঞানুসারে শ্রীশ্রীগোবিন্দ মাণিক্য তাঁহার ভ্রাতা বীর মন্ত্রনানিপুণ ও তেজস্বী জগন্নাথ দেবের সহিত একত্র হইয়া মাতৃদেবী সহরবতীর স্বর্গকামনায় ১৫৮৩ শকাব্দের কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে বিষ্ণুর উদ্দেশে এই প্রাসাদ উৎসর্গ করেন।

এই জনপদে সংস্থাপিত দেবমূর্ত্তি নিচয়মধ্যে পূর্ব্ব-বর্ণিত ত্রিপুরাসুন্দরী দেবী ও মহাদেব ব্যতীত অধুনা কোন মন্দিরেই কোন বিগ্রহ বিদ্যমান নাই। চতুর্দ্দশ দেবতা পুরাতন আগরতলায় আনিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতি-রেকে অপরাপর দেবমূর্ত্তি কোন্ স্থানে অপসারিত হইয়াছে ইহা বলিতে কেহই সক্ষম নহে।

উদয়পুরের প্রধান রাজপ্রাসাদ—

গোমতী নদীর উত্তর তীরবর্ত্তী অরণ্যাকীর্ণ এক উচ্চ ভূমি খণ্ডে এতদঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ রাজ নিকেতনের ভগ্নাবশেষ অবস্থিত। জনসাধারণ মধ্যে ইহা গোবিন্দ মাণিক্যের প্রাসাদ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে।

উক্ত ভগ্ন অট্টালিকা ও একটী মন্দির ব্যতিরেকে অধুনা এই স্থানে আর কিছুই নাই। কেবল কতিপয় স্তূপীকৃত ও বিকীর্ণ ইষ্টক রাশি ইহার পূর্ব্ব গৌরবের নিদর্শন স্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে।

উল্লিখিত ভগ্ন প্রাসাদের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে যে একটী মন্দির সংস্থাপিত, তদ্গাত্রস্থ শিলালিপি হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে গোবিন্দ মাণিক্যের পুত্র ত্রিপুরেশ রাম মাণিক্য তদীয় পিতৃদেবের স্বর্গলাভ উদ্দেশ্যে ১৫৯৯ শকাব্দে মন্দিরটী নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তন্মধ্যে নারায়ণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

"প্রোদ্যদ্দোর্দ্দণ্ডঘাতৈঃ কুবলয়দশনোৎপাটনং যশ্চকার,
চানূরং দৈবতেজঃপরিভবচতুরং বেশ্ম নিন্যে যমস্য।
বাদ্যোঘৈর্দ্ধ্বন্দ্বভীতং প্রবলতরবলৈ স্ত্রাসিতাশেষলোকং,
প্রস্ফূর্জ্জদ্‌বাহুদর্পাদমরবলহৃতং যশ্চ কংসং জঘান।
বস্তস্য পাদাম্বুজযুগলগলৎস্বাদুমাধ্বীক 'রা,
লুব্ধশান্তর্দ্বিরেফো নিজতনুজনিবৎপালিতাশেষলোকঃ।
দুষ্টানাং চণ্ডদণ্ডং তিতমাং নীতিবিদ্যৈকবিদ্বান্,
ক্ষ্মাপৃষ্ঠোদ্‌ঘৃষ্টমৌলিক্ষিতিপতিনিবহৈর্বন্দ্যমানাঙ্ঘ্রিযুগ্মঃ।

আসীদ্ গোবিন্দদেবঃ ক্ষিতিবলয়পতিঃ সর্ব্বধর্ম্মৈককর্ম্মা,
মর্ম্মোদ্‌ঘাটী রিপূণাং নিশিতশরশতৈঃ সঙ্গরে ত্যক্তভঙ্গঃ।
রত্নস্বর্ণাণুরাশিপ্রচুরতরসমুত্তুঙ্গমাতঙ্গদাতা,
সৌন্দর্য্যৈশ্বর্য্যবীর্য্যৈর্জিত কুসুমধনুর্দেবরাজপ্রভাবঃ।
তস্মাজ্জাতঃ সমস্তক্ষিতিপতিবিজয়ী শৌর্য্যগাম্ভীর্য্যসিন্ধুঃ,
শ্রীশ্রীরামঃ ক্ষিতীন্দ্রস্ত্রিপুরকুলমাতস্তাতভক্তঃ সুচেতাঃ,
যৎকীর্ত্তীনাং প্রতানৈর্বিমলতরপটৈঃ প্রাবতে সর্ব্বলোকে।
নগ্নোঽপ্যাজন্ম শম্ভুঃ পিহিতবসনতাং প্রাপ্তবান্ দৈবযোগাৎ
শ্রীমান্ রত্নাদিদানৈঃ শমিতবসুমতী দী সন্দোহদৈন্যঃ,
স্ফূর্জ্জৎকর্পূরপূরস্ফুরদমরধুনীশুভ্রকীর্ত্তিপ্রতাপ।
তাত স্বর্গাভিলাষী বিমলতরমতির্বিষ্ণবে স ক্ষিতীন্দ্রঃ,
প্রাদাৎ প্রাসাদরাজং শশধরকিরণং ভক্তিতোঽভ্রঙ্কষাগ্রং ॥
গ্রহাঙ্কবাণশুভ্রাংশুসম্মিতে শকবৎসরে।
পৌর্ণমাস্যামসৌ দত্তো মকরস্থে দিবাকরে ॥”

উল্লিখিত শিলালিপির কোন কোন স্থানের অক্ষর সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়াছে, এতদ্ব্যতীত লিপিকর প্রমাদ ও যে না আছে এমন নহে।

অত্রস্থ যে কতিপয় প্রাচীন কীর্ত্তির বিষয় বর্ণিত

হইয়াছে, তৎসমুদয় ব্যতিরেকে পুরাকালের আরও বহু বিধ কীর্ত্তি-চিহ্ন এই স্থানে দৃষ্টিগোচর হয়। বাহুল্য ভয়ে সেই সমস্তের বিষয় যথা সম্ভব সঙ্ক্ষেপে এবং কতকগুলির কেবল নাম মাত্র নিম্নে উল্লেখ করা হইল।

প্রাগুক্ত সুপ্রসিদ্ধ প্রধান রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ ব্যতিরেকে "ছত্র মাণিক্য," "ধ্বজ মাণিক্য," ও "কাশীচন্দ্র মাণিক্যের" নিকেতনাদির ভগ্নাবশেষ ; নাজিরের জাঙ্গাল, ডম্বরুর পথ, পুরাতন গারদ্ অর্থাৎ প্রাচীন সেনানিবাস, দুইটী সরোবরের সলিল-মধ্যবর্ত্তী "জলটঙ্গি"ও "ফুলটঙ্গি" নামক দুইটী ভবনের ধ্বংসাবশেষ, "লোক্ পলানী" নামে খ্যাত একটী দ্বিতল ভগ্ন নিকেতন, চাঁদ সুরুজের পুল ; ফুলকুমারীর কুঞ্জ নামক গোমতী নদীর তীরবর্ত্তী একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বত এবং তৎপ্রান্তদেশস্থ ফুলকুমারী দীঘী ইত্যাদি।

উল্লিখিত সরোবর হইতে যে একটী তোপ উদ্ধৃত হইয়াছিল অধুনা উহা নূতন আগরতলার রাজপ্রাসাদের সম্মুখে স্থাপিত আছে। তৎসম্বন্ধে জনশ্রুতি এই একদা মুসলমানেরা উদয়পুর আক্রমণ করিলে ত্রিপুর-

রাজসৈন্যগণ-কর্ত্তৃক তাহারা তথা হইতে বিতাড়িত হয়। সেই সময়ে উক্ত রাজ-সৈনিকেরা যবনদিগের নিকট হইতে তোপটী বলপূর্ব্বক রাখিয়াছিল। উক্ত তোপের পৃষ্ঠোপরি কতিপয় পারস্য অক্ষরের রেখা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু লিপি নিচয় এইরূপ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে যে, তাহার পাঠ উদ্ধার করা অসাধ্য।

অত্রস্থ যে সমুদয় কীর্ত্তিমালার বিষয় পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, তদ্ব্যতিরেকে বিজয়সাগর, অমরসাগর, চন্তাইয়ের দীঘী প্রভৃতি বহু জলাশয়; বদ্‌রমোকাম্ গাজীর দরগাহ, মোগলমস্‌জিদ্ প্রভৃতি মুসলমান্‌গণের ভজনালয় ইত্যাদি আরও বহু প্রাচীন কীর্ত্তি-চিহ্ন এই জনপদে বর্ত্তমান রহিয়াছে।

চণ্ডীগড়—

উদয়পুরের পশ্চিমপ্রান্তবর্ত্তী "চণ্ডীগড়" নামক স্থানে একদা কতিপয় ইষ্টক-নির্ম্মিত নিকেতনাদির ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান ছিল বলিয়া অবগত হওয়া যায়।

কথিত আছে—ত্রিপুরেশ বিজয় মাণিক্য মানব-লীলাসংবরণ করিলে, সুবা গোপীপ্রসাদ বিজয় মাণিক্যের

পুত্র তদীয় জামাতা অনন্ত মাণিক্যের প্রাণ বিনাশ পূর্ব্বক সিংহাসন আরোহণ করিতে প্রয়াস প্রাপ্ত হন। সেই সময় তদীয় দুহিতা অনন্ত মাণিক্যের বিধবা মহিষীও সিংহাসন আরোহণ করিতে চেষ্টান্বিত হইলে সুবা গোপী প্রসাদ তাঁহার কন্যাকে উক্ত চণ্ডীগড় জায়গীর প্রদান পূর্ব্বক সেই স্থানের রাণী আখ্যা প্রদান করিয়া সিংহাসন আরোহণ হইতে বিরত করেন।

চণ্ডীগড়ের দুর্গ-মধ্যস্থ যে সমুদয় নিকেতনাদিতে অনন্ত মাণিক্যের বিধবা মহিষী বাস করিয়াছিলেন, পূর্ব্বোল্লিখিত চণ্ডীমুড়ায় অবস্থিত ভগ্ন নিকেতনাদি তাহারই ভগ্নাবশেষ বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যায়। অধুনা তৎসমুদয়ের আর কিছুই বিদ্যমান নাই, সমস্তই সম্পূর্ণ রূপে বিধ্বস্ত হইয়াছে।

কোন এক ত্রিপুররাজ-মহিষীর স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ যে কতিপয় দ্রব্য উদয়পুরনিবাসী পার্ব্বত্য জাতীয় "রিয়াং" দিগের "রায়" অর্থাৎ সর্দারগণ-কর্ত্তৃক পুরুষানুক্রমে রক্ষিত হইতেছে, তৎসম্বন্ধে প্রচলিত প্রবাদের বিষয় উল্লেখ-যোগ্য মনে করিয়া নিম্নে বিবৃত হইল।

পূর্ব্বকালে জনৈক ত্রিপুরাধিপতির রাজ্যশাসন সময়ে

সুকঠিন প্রথানুসারে গোমতী নদীর গমনাগমন পথ অপরিণত বংশখণ্ডে নির্ম্মিত রজ্জুতে অবরুদ্ধ করিয়া তথায় গঙ্গাপূজা হইতেছিল। দৈববশতঃ তৎকালে রিয়াংদিগের কতিপয় ভেলা ধার স্রোতে আগত হইয়া বংশ-রজ্জুটী ছিন্ন করে। ইহাতে ত্রিপুররাজ-কর্ম্মচারী ও রিয়াংদিগের মধ্যে ঘোর বিবাদ উপস্থিত হইলে রাজাজ্ঞায় রিয়াংগণ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়। এই ঘটনায় দুর্দ্দান্ত রিয়াংগণ ক্ষিপ্ত হইয়া ত্রিপুরাধিপতির প্রাণবনাশ করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতে থাকে। পরম্পরায় ইহা রাজার কর্ণগোচর হইলে তিনি এই বিষয়ে নেতাগণকে কারাবরুদ্ধ করিয়া তাহাদিগের শিরশ্ছেদের আদেশ প্রদান করেন।

প্রজাগণের প্রাণ-বিনাশ করা গুরুতর পাপ ও নিষ্ঠুরতার পরাকাষ্ঠা ভাবিয়া দয়াবতী রাজমহিষী স্বামীর নিকট সকাতরে রিয়াংদিগের প্রাণভিক্ষা চাহেন। প্রথমতঃ ত্রিপুরেশ এই বিষয়ে সম্মত হন নাই। বলিলেন—এই দুরন্ত রিয়াংগণের প্রাণদণ্ড না করিয়া মুক্তি প্রদান করিলে তাহাদিগের স্পর্দ্ধা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইবে এবং শাসন-বহির্ভূত হইয়া যাইবে। ইহা শ্রবণে রাণী

সানুনয়ে কহিলেন—যদি আমি বিদ্রোহী রিয়াংগণকে বশীভূত করিতে পারি, তবে আমার প্রার্থনা পূর্ণ করা চাই। এই কথায় রাজা রাণীর অভিলাষ পূর্ণ করিতে সম্মত হন।

এবম্প্রকারে রাজার আদেশ প্রাপ্ত হইয়া রাজমহিষী কারাগারে গমন পূর্ব্বক নানাবিধ বাক্যের দ্বারা বিদ্রোহী রিয়াংগণকে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। রাণীর প্রবোধ-বাক্যে রিয়াংগণ পরিতৃপ্ত হইয়া তাঁহাকে মাতা সম্বোধন করিলে, তিনি একটী পাত্রে স্বীয় স্তনদুগ্ধ গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে কহিলেন—তোমরা যখন আমাকে "মা" সম্বোধন করিয়া আজ অবধি আমার পুত্র হইয়াছ, তখন মাতৃদুগ্ধ পান করিয়া প্রতিজ্ঞা কর, আর কখনও তোমাদিগের পিতৃতুল্য ত্রিপুরাধিপতির বিরুদ্ধাচরণ করিবে না। রাণীর এবংবিধ আচরণে ও বাক্যে রিযাংগণ মুগ্ধ হইয়া নতশিরে আদেশ অনুসারে প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হইল।

যে পাত্রে রাজমহিষী স্বীয় স্তনদুগ্ধ প্রদান করিয়া-ছিলেন তাহা ও তদীয় কেশগুচ্ছ এবং একটী লৌহ-শিরস্ত্রাণ প্রভৃতি কতিপয় দ্রব্য উল্লিখিত ঘটনার স্মৃতিচিহ্ন

স্বরূপ রিয়াংদিগের নিকট অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং তৎসমুদয় তাহারা সযত্নে রক্ষা করিয়া ভক্তিভরে পূজা করিয়া থাকে। বর্ণিত ঘটনা কোন্ নৃপতির রাজত্ব-কালে সংঘটিত হইয়াছিল ইহা জ্ঞাত হওয়া যায় না, কেবল রাণীর নাম দয়াবতী বলিয়া রিয়াংগণের রায়ে কহে। ইহা কি রাণীর প্রকৃত নাম না তাঁহার গুণ প্রকাশক বিশেষণ তাহা জানিবার উপায় নাই।

উদয়পুর নামে প্রসিদ্ধ ত্রিপুররাজ্যের এই সুপ্রাচীন রাজধানীর তুল্য পুরাকালের নির্ম্মিত রাজনিকেতন, দেব-মন্দির ও সরোবরাদি প্রাচীন কীর্ত্তিমালায় পূর্ণ জনপদ উক্ত রাজ্যে দ্বিতীয় আর নাই। পূর্ব্বতন ত্রিপুরেশগণ এবং তদীয় অনুচরবর্গ যে সমুদয় কীর্ত্তি এই স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, তৎসমুদয় তাঁহাদিগের যশো-রাশি অদ্যাপি জনসমাজে বিঘোষিত করিতেছে।

ত্রিপুররাজ্যের উক্ত সুপ্রসিদ্ধ রাজধানীতে কত যে রাষ্ট্রবিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল—কত নৃপাল সিংহাসনচ্যুত হইয়া পুনঃ রাজ্য-লাভ করিয়াছিলেন—এই জনপদে প্রবাহিত গোমতী নদীর সলিল কত বার নরশোণিতে রঞ্জিত হইয়াছিল—তৎসমুদয় বর্ণনা করিতে গেলে এক

বৃহৎ গ্রন্থ হইয়া পড়ে। হেন রাষ্ট্রীয় রঙ্গভূমিতে যে-রূপ রাজলীলার অভিনয় হইয়া গিয়াছে, প্রাগুক্ত রাজ্যে আর কুত্রাপি তদ্রূপ হয় নাই।

প্রাচীন কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষময় ত্রিপুররাজ্যের মহা-শ্মশান-স্বরূপ এই জনপদ যে কেবল রাষ্ট্রীয় রঙ্গভূমি বলিয়া খ্যাত তাহা নহে—বিশ্বজননী দেবী ত্রিপুরাসুন্দরী এই স্থানে প্রতিষ্ঠিত থাকা বশতঃ ভারতভূমিতে অবস্থিত সুপ্রসিদ্ধ পীঠস্থান নিচয়-মধ্যে ইহাও অন্যতম।

হীরাপুর

উদয়পুর-রাজপ্রাসাদের পূর্ব্বদিকে ন্যূনাতিরেক ৪ মাইল দূরে—"হীরাপুর" নামক যে জনপদ অবস্থিত, তথায় ত্রিপুরেশ বিজয় মাণিক্যের মহিষী "লক্ষ্মী দেবী" নির্ব্বাসিতা হইয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। ঘটনাটী নিম্নে বিবৃত হইল।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে ত্রিপুররাজ্যের পরাক্রান্ত সেনাপতি "দৈত্যনারায়ণ" তদীয় জামাতা অপ্রাপ্ত বয়স্ক "বিজয় মাণিক্য"কে সিংহাসনে স্থাপন পূর্ব্বক স্বয়ং রাজ্যশাসন করিতে প্রবৃত্ত হন। তিনি স্বীয় ক্ষমতা-প্রভাবে এরূপ গর্ব্বান্বিত হইয়া উঠিলেন যে, বালক রাজাকে ক্রীড়ার পুত্তলীর ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন। রাজভাণ্ডারের দ্রব্যনিচয়ে তদীয় আলয় পূর্ণ হইতে

লাগিল। অধিকন্তু রাজ্যসংক্রান্ত সমস্ত কার্য্য তাঁহার বাসভবনে সংসাধিত হওয়াতে রাজপ্রাসাদ নির্জ্জন ও শূন্য হইয়া পড়িল। এই সমুদয় কারণ বশতঃ ত্রিপুরাধিপতি বিজয় মাণিক্য প্রজাসাধারণের নিকট হীনগৌরব হইতে লাগিলেন।

বিজয় মাণিক্য ক্রমে ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিলেন। জ্ঞানোন্মেষের সহিত শ্বশুরের এবংবিধ অসঙ্গত প্রভুত্ব তদীয় হৃদয়ঙ্গম হইতে লাগিল। ফলতঃ বয়োবৃদ্ধির সহিত দৈত্যনারায়ণের অসদ্ব্যবহার সহ্য করা তাঁহার পক্ষে দুষ্কর হইয়া উঠিল।

ক্রমে বিজয় মাণিক্যের ধৈর্য্য যখন শেষ সীমায় উপনীত হইল, তখন এই উপদ্রব হইতে কি প্রকারে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবেন তৎসম্বন্ধে তিনি নানা উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনেক অনুধাবনার পর বুঝিলেন—দৈত্যনারায়ণের প্রাণ বিনাশ ব্যতিরেকে তদীয় মুক্তিলাভের উপায়ান্তর নাই। অতএব স্বীয় পদ-মর্য্যাদা রক্ষা এবং রাজ্যের সুশাসনের জন্য অনন্যউপায় হইয়া মাধব নামক দৈত্যনারায়ণের জ্যেষ্ঠ জামাতাকে নানাবিধ প্রলোভনের দ্বারা বশীভূত করিয়া এই কার্য্য

সাধনের জন্য নিযুক্ত করিতে চেষ্টান্বিত হন। কিন্তু মাধব স্বীকৃত হইল না ; সে কহিল—

"দৈত্যনারায়ণের কন্যা তোমার মহারাণী।
এ কথা শুনিলে আমার বধিবে পরাণী ॥
তুমি দয়া কর রাজা আমা অতিশয়।
দৈত্যনারায়ণ দয়া আমা প্রতি রয় ॥
আমি দিলে করে সে যে নিয়ত ভোজন।
আমা হাতে রাখে সে যে যত উপার্জ্জন ॥
প্রধান জামাতা আমি প্রতীত আমাতে।
বিশ্বাস আমার প্রতি ধর্ম্মশাস্ত্র মতে ॥"

রাজমালা—বিজয় মাণিক্য খণ্ড

বিজয় মাণিক্য মাধবকে তদীয় প্রস্তাবানুসারে কার্য্য করিতে অসম্মত দেখিয়া, তিনি নানাপ্রকার যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহাকে কহিলেন—হউক সে তোমার শ্বশুর তাহাতে কি ? জনৈক অনধিকারী ব্যক্তির কবল হইতে ত্রিপুররাজ্য উদ্ধার করিয়া রাজগৌরব রক্ষা করা ত্রিপুরবাসী মাত্রেরই কর্ত্তব্য কর্ম্ম ; ইহা কোনরূপেই অবৈধ কার্য্য নহে, বরং এই বিষয়ে পরাঙ্মুখ হওয়া পাপ।

লোকে জন্মভূমির মঙ্গল সাধনার্থ প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেও কুণ্ঠিত হয় না; তোমার-ত জীবননাশের কোন আশঙ্কাই নাই; তুমি স্বদেশের হিতকল্পে এইকার্য্য করিতে কোন দ্বিধা করিও না; কেহই তোমার কোন-রূপ অনিষ্ট সাধন করিতে সক্ষম হইবে না। কার্য্য সাধনান্তে আমি তোমাকে লস্কর পদে নিযুক্ত করিয়া ভূষণায় প্রেরণ করিব।

ত্রিপুরেশ বিজয় মাণিক্য এইরূপে অভয় প্রদান করিলে, পুনঃ পুনঃ অনুরুদ্ধ হইয়া রাজাজ্ঞা অবহেলা করা ন্যায়বহির্ভূত এবং তিনি যাহা কহিয়াছেন তাহা যুক্তি সঙ্গত ভাবিয়া পরিশেষে মাধব তদীয় প্রস্তাবানুসারে কার্য্য করিতে স্বীকৃত হয়।

ইহার কিয়দ্দিবস পর একদিন রজনীযোগে মাধব দৈত্যনারায়ণকে অত্যধিক সুরাপান করাইয়া অচেতন করতঃ তাহার মস্তক ছেদন করে। তদনন্তর গৃহে অগ্নি প্রদান পূর্ব্বক এই ঘটনা জনসাধারণের নিকট গোপন রাখিতে প্রয়াস প্রাপ্ত হয়—কিন্তু কৃতকার্য্য হয় নাই।

এইরূপে দৈত্যনারায়ণ নিহত হইলে বিজয় মাণিক্য রাজ্যভার স্বীয় হস্তে গ্রহণ করেন। অতঃপর পূর্ব্ব-

প্রস্তাবানুসারে মাধব তদীয় কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ বিজয় মাণিক্য-কর্ত্তৃক লস্কর উপাধিতে ভূষিত হইয়া ভূষণাতে প্রেরিত হয়। তৎকালে তিনি তাহাকে একটী অঙ্গুরীয় প্রদর্শন পূর্ব্বক এই কথা বলিয়া সাবধান করেন—আমার লিপি প্রাপ্ত হইলেও এই অঙ্গুরীয় দর্শন ব্যতীত কদাপি তুমি তথা হইতে আগমন করিও না।

মাধব কর্ত্তৃক দৈত্যনারায়ণ নিহত হওয়ার বিষয় রাণী লক্ষ্মী দেবী পরম্পরায় লোকমুখে অবগত হইলে, তিনি পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। কিন্তু রাজা স্বয়ং মাধবের সহায় থাকা বশতঃ লক্ষ্মী দেবী তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনের সহসা কোন উপায় করিতে সক্ষম হন নাই।

একদা বিজয় মাণিক্য মৃগয়ার্থে গমন কালে ব্যস্ততা নিবন্ধন তদীয় অঙ্গুরী সঙ্গে গ্রহণ করিতে বিস্মৃত হন। লক্ষ্মীদেবী তাহা প্রাপ্ত হইলে তদনুরূপ আর একটী অঙ্গুরীয় সংগ্রহ পূর্ব্বক রাজা স্বয়ং মাধবকে আহ্বান করিয়াছেন এবংবিধ প্রতারণা প্রচার করিয়া রাজার অভি-জ্ঞান স্বরূপ উক্ত কৃত্রিম অঙ্গুরীয় প্রেরণ করেন। লক্ষ্মীদেবীর চাতুর্য্যে প্রতারিত হইয়া মাধব রাজধানীতে

আগমন করিলে তাঁহার আদেশানুসারে সে নিহত হয়। এই রূপে লক্ষ্মী দেবী তদীয় পিতৃহন্তার প্রাণ-বিনাশ পূর্ব্বক বৈরনির্য্যাতন কারলেন বটে—কিন্তু ইহার পরিণামফলে তাঁহাকে অতি শোচনীয় দশাগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল।

মাধব নিহত হওয়ার পর চতুর্থ দিবসে এই সংবাদ বিজয় মাণিক্যের শ্রুতিগোচর হইলে তিনি অতিশয় ক্ষুব্ধ ও ক্রোধান্বিত হইয়া এই বিষয়ের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। তিনি ভাবিলেন—কেবল যে মাধবের জীবন নাশ করা হইয়াছে তাহা নহে; ইহা দ্বারা তদীয় কার্য্যেরও প্রতিহিংসা গ্রহণ করা হইয়াছে। এই ধারণা বশতঃ তাঁহার ক্রোধ দ্বিগুণ.বর্দ্ধিত হইল।

* * * *

"যে লোকে মাধবে বধে তাকে ধরি আনে॥
জিজ্ঞাসিল রাজা তোকে কেবা নিয়োজিল।
ভয়ে কম্পমান হৈয়া সভাতে কহিল॥
মহাদেবী আজ্ঞা দিল মাধবে বধিতে।
এই অপরাধ আমার বলিল রাজাতে॥

এই কথা শুনিয়া রাজা বড় উষ্মা হৈল।
তখন প্রান্তরে নিয়া তাহারে বধিল ॥
সেইক্ষণে মহাদেবী দিল বনবাস।
হীরাপুরে রাখে রাণী জীবন নৈরাশ ॥"

রাজমালা—বিজয় মাণিক্য খণ্ড

ত্রিপুরেশ বিজয় মাণিক্য মাধবের হত্যাকারীর মুখে সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া নরহত্যার অপরাধে তাহার শিরশ্ছেদন করাইলেন। তদনন্তর তদীয় মহিষী লক্ষ্মী দেবীও যে এই বিষয়ে দোষী ইহা নির্দ্ধারণ করিয়া বর্ত্তমান হীরাপুর নামক জনপদে তাঁহাকে নির্ব্বাসন পূর্ব্বক দ্বিতীয় দার পরিগ্রহণ করেন।

"হীরাপুরে লক্ষ্মীরাণী বনবাস সেবী।
পরে রাজা বিভা করে আর মহাদেবী ॥
প্রধানস্থ পাত্র মিত্র রাজাতে কহিল।
কতদিন পরে রাজা লক্ষ্মী রাণী নিল ॥"

রাজমালা—বিজয় মাণিক্য খণ্ড

উল্লিখিত বিবরণ হইতে অবগত হওয়া যায়—বিজয়

মাণিক্য তদীয় সভাসদ্‌গণের বিশেষ অনুরোধে বাধ্য হইয়া কিয়ৎকাল পরে লক্ষ্মী দেবীকে পুন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বর্ণিত ঘটনা-মূলে বিজয় মাণিক্যের মহিষী উক্ত লক্ষ্মী দেবী এইস্থানে নির্ব্বাসিত হওয়াতে পূর্ব্বে এই জনপদ "লক্ষ্মীপুর" নামে অভিহিত হইত। পরিশেষে ত্রিপুরাধিপতি উদয় মাণিক্যের "হীরাবতী" নাম্নী রাজ্ঞী-কর্ত্তৃক ইহার নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া স্বীয় নামানুসারে "হীরাপুর" আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছিল—এইরূপ রাজমালায় বিবৃত আছে। তৎকাল অবধি এই জনপদ উক্ত নামেই অভিহিত হইয়া আসিতেছে।

"হীরাপুর নাম পূর্ব্বে লক্ষ্মীপুর ছিল।
উদয় মাণিক্য রাণী হীরাপুর কৈল॥"

রাজমালা—বিজয় মাণিক্য খণ্ড

উদয় মাণিক্যের মহিষী হীরাবতী দেবী কি কারণ বশতঃ উক্ত জনপদের "লক্ষ্মীপুর" নাম এবম্প্রকারে পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহার প্রকৃত তথ্য অবগত হওয়া যায় না।

পূর্ব্বে এইস্থানে কতিপয় মন্দির ও নিকেতনাদির ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান ছিল বলিয়া পল্লীবাসিগণ কহে। অধুনা তৎসমুদয় কিছুই নাই; সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। কেবল কতিপয় ইষ্টক স্তূপ ও ইতস্ততঃ বিকীর্ণ ইষ্টক-রাশি সেই সকলের নিদর্শন স্বরূপ বর্ত্তমান রহিয়াছে।

উল্লিখিত মন্দির ও নিকেতনাদি কোন্ ব্যক্তি-কর্ত্তৃক কোন্ সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা কেহই বলিতে সক্ষম নহে। সম্ভবতঃ বিজয় মাণিক্যের মহিষী লক্ষ্মী দেবী তদীয় নির্ব্বাসন-দুঃখের স্মৃতি-চিহ্ন স্বরূপ উক্ত মন্দিরাদি এই স্থানে সংস্থাপিত করাইয়া থাকিবেন। ইহাও অসম্ভব নহে—উদয় মাণিক্যের রাজ্ঞী "হীরাবতী দেবী" বণিত—জনপদের নাম পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক স্বীয় নামানুসারে আখ্যা প্রদান করিয়া তাহাতে উল্লিখিত মন্দির ও ভবনাদি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

অমরমাণিক্যের রাজপ্রাসাদ—অমরপুর (১৩৩ পৃষ্ঠা)

অমরপুর

পূর্ব্ব-প্রবন্ধে বর্ণিত "উদয়পুর" নামক ত্রিপুররাজ্যের সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন রাজধানীর পূর্ব্বদিকে, ন্যূনকল্পে ১০ মাইল দূরে—"বড়মুড়া" পর্ব্বতমালার পূর্ব্বপ্রান্তে—"অমরপুর" নামে খ্যাত যে এক পুরাতন জনপদ অবস্থিত, একদা উহাও ঐ রাজ্যের রাজধানী ছিল। ত্রিপুররাজ্যের মধ্যস্থ উত্তর-দক্ষিণব্যাপী উক্ত "বড়মুড়া" নামক সুদীর্ঘ পর্ব্বতমালা উদয়পুর ও এই জনপদকে বিভক্ত করিয়াছে।

উল্লিখিত "অমরপুর" রাজধানীর প্রতিষ্ঠাতা ত্রিপুরাধিপতি "অমর মাণিক্য" এইস্থানে যে সমুদয় রাজনিকেতন দেব মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, তৎসমুদয়ের ভগ্নাবশেষ এবং খনিত সরোবরাদি,

তদীয় কীর্ত্তিকাহিনী অদ্যাপি জনসমাজে প্রচার করিতেছে।

৯৮২ ত্রিপুরাব্দে, (১৫৭২ খৃষ্টাব্দ) গোপীপ্রসাদ সুবা—বিজয় মাণিক্যের তনয় তদীয় জামাতা ত্রিপুরেশ অনন্ত মাণিক্যকে কৌশলে নিহত করিয়া "উদয় মাণিক্য" নাম ধারণ পূর্ব্বক স্বীয় ক্ষমতাবলে রাজসিংহাসন আরোহণ করেন। কথিত আছে—তিনি অনন্ত মাণিক্যের জনৈক পাচিকাকে অর্থ প্রদানের দ্বারা বশীভূত করিয়া আহার্য্য দ্রব্যের সহিত বিষ প্রয়োগপূর্ব্বক তাঁহার প্রাণ বিনাশ করিয়াছিলেন।

উদয় মাণিক্য ৯৮২ হইতে ৯৮৬ ত্রিপুরাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া কালকবলে পতিত হইলে তদীয় পুত্র জয় মাণিক্য-কর্ত্তৃক সিংহাসন অধিকৃত হয়। কিন্তু তিনি একবৎসরের অধিককাল রাজত্ব করিতে সক্ষম হন নাই, তাহাও নামে মাত্র—প্রকৃতপক্ষে তাঁহার পিতৃব্য "রঙ্গনারায়ণ" কর্ত্তৃকই রাজ্য শাসিত হইত।

এদিকে বিজয় মাণিক্যের অনুজ—নিহত অনন্ত মাণিক্যের খুল্লতাত—কুমার "রামদাস দেব" ক্রমশঃ শক্তি-শালী হইয়া উঠিলে তৎকর্ত্তৃক রাজ্য আক্রান্ত হওয়ার

আশঙ্কায় তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য রঙ্গনারায়ণ নানাবিধ উপায় উদ্ভাবন করিতে থাকে। বিষপ্রয়োগ ব্যতীত উক্ত কুমারের প্রাণ বিনাশ করিবার অপর কোন উপায় নির্দ্ধারণ করিতে সক্ষম না হওয়াতে তদুদ্দেশ্যে রঙ্গনারায়ণ তাঁহাকে সাদরে ভোজনার্থে নিমন্ত্রণ করে। এইরূপে নিমন্ত্রিত হইয়া কুমার রামদাস দেব রঙ্গনারায়ণের ভবনে উপস্থিত হইলে তথায় তাঁহার জনৈক হিতার্থীর নিকট দুরাত্মা রঙ্গনারায়ণের অসদভিসন্ধির বিষয় ঈঙ্গিত বিশেষে জ্ঞাত হন। তখন তিনি চতুরতা পূর্ব্বক ভোজন-গৃহ পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় আলয়ে গমন করিবার জন্য তদীয় অশ্বের অনুসন্ধানে অশ্বশালায় গমন করেন; কিন্তু তথায় তিনি স্বীয় অশ্বপ্রাপ্ত না হওয়াতে রঙ্গনারায়ণেরই একটী অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক নিজ-বাসস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

কুমার রামদাস দেব রঙ্গনারায়ণের কবল হইতে প্রাণরক্ষা করিবার পর এই শত্রুতার প্রতিশোধ গ্রহণার্থে কৃতসঙ্কল্প হইয়া সৈন্যসংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পরম্পরায় লোকমুখে রঙ্গনারায়ণ এই সংবাদ অবগত হইয়া প্রাণভয়ে দুর্গ মধ্যে আশ্রয়

গ্রহণ পূর্ব্বক রামদাস দেবকে আক্রমণ করিবার জন্য তদীয় ভ্রাতৃ-সমীপে লিপি প্রেরণ করে কিন্তু তাহার দুর্ভাগ্য বশতঃ সেই পত্র কুমার রামদাস দেবের করগত হয়। তখন তিনি পত্রবাহককে কারারুদ্ধ করিয়া পত্রখানি তদীয় জনৈক চরের দ্বারা রঙ্গনারায়ণের ভ্রাতার নিকট প্রেরণ করিলেন। লিপি প্রাপ্ত হইলে রঙ্গনারায়ণের ভ্রাতা হৃষ্টচিত্তে পত্রবাহককে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হওয়া মাত্র সে অসিপ্রহারে তদীয় শিরশ্ছেদন পূর্ব্বক ছিন্নমুণ্ড দুর্গ-মধ্যে নিক্ষেপ করে। তদ্দৃষ্টে দুরাত্মা রঙ্গনারায়ণ ভাবিল যে, কুমার রামদাস দেব তাহার ভ্রাতাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তদীয় মস্তক ছেদন পূর্ব্বক তাহাকে বিজয়-বার্ত্তা জ্ঞাপনার্থে মুণ্ডটী দুর্গ-মধ্যে নিক্ষেপ করাইয়াছেন। এখন দুর্গটীও যে অবিলম্বে আক্রান্ত হইবে এবং সে ও নিশ্চয়ই তাহার ভ্রাতার দশা প্রাপ্ত হইবে, এইরূপ অনুধাবনা করিয়া প্রাণভয়ে ভীত, কাপুরুষ রঙ্গনারায়ণ রজনীযোগে দুর্গ হইতে পলায়নপর হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ তৎকালে সে অমর দেবের চর-কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া প্রাণ দানে স্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে।

এইরূপে চিরশত্রু রঙ্গনারায়ণও তাহার ভ্রাতা নিহত হইলে কুমার রামদাস দেব রাজপ্রাসাদ আক্রমণ পূর্ব্বক অধিকার করিতে প্রবৃত্ত হন। তখন দুর্ব্বলচিত্ত জয় মাণিক্য প্রাসাদ ও পরিজন রক্ষা করিতে চেষ্টা না করিয়া পলায়ন করিতে উদ্যত হইলে, তিনি রামদাস দেবের জনৈক সৈনিকপুরুষ-কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া তাহার হস্তে জীবন বিসর্জ্জন করেন। ত্রিপুররাজ্যের ন্যায়সঙ্গত উত্তরাধিকারী কুমার রামদাস দেব এইরূপে বৈরনির্য্যাতন পূর্ব্বক তদীয় পৈতৃকরাজ্য অধিকার করিতে কৃতকার্য্য হন।

৯৮৭ ত্রিপুরাব্দে (১৫৭৭ খৃষ্টাব্দ) উক্ত কুমার রামদাস "অমর মাণিক্য" নামধারণ করিয়া সিংহাসন আরোহণ পূর্ব্বক শাসন-দণ্ড ধারণ করিবার পর, ত্রিপুর-রাজ্যের অন্তর্ভূ্ত—"বড়মুড়া" পর্ব্বতমালার পূর্ব্বপ্রান্ত-বর্ত্তী গোমতীনদীর উত্তর-তীরদেশস্থ "অমরপুর" নামক তদীয় নামে প্রখ্যাত রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ইহার অবস্থিতি স্থান পর্য্যবেক্ষণ করিয়া প্রতীয়মান হয় যে, সহসা শত্রু-কর্ত্তৃক কোনরূপে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা-বিহীন স্থান নির্ব্বাচন পূর্ব্বকই উক্ত রাজধানী স্থাপিত

হইয়াছিল। কাহারও কাহারও দ্বারা এইরূপও অনুমিত হয়—ত্রিপুরেশ অমর মাণিক্য তদীয় রাজধানী সুরক্ষিত করিবার উদ্দেশ্যে উক্ত নদীর গতি এবম্প্রকারে পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

উল্লিখিত ত্রিপুরাধিপতির রাজত্বকালে বঙ্গদেশের যবন শাসনকর্ত্তাদিগের দ্বারা এবং আরাকান-নিবাসী মগ্ ও পর্ত্তুগিজ্ প্রভৃতি ইয়োরোপীয় জলদস্যুগণকর্ত্তৃকও ত্রিপুর-রাজ্য প্রায়শঃ আক্রান্ত হইত। তদ্ব্যতীত রাজ্য-মধ্যে নানাবিধ রাষ্ট্রবিপ্লবও সংঘটিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ এই সমস্ত কারণ বশতঃ তিনি এবংবিধ দুষ্প্রবেশ্য স্থানে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকিবেন।

বর্ণিত অমরপুর নামক জনপদ-মধ্যে অমর মাণিক্য কর্ত্তৃক খনিত "অমরসাগর" নামে প্রসিদ্ধ যে দীঘিকা আছে, ইহার খনন-কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য বঙ্গদেশের বারভূঞা-কর্ত্তৃক লোক প্রদত্ত হইয়াছিল বলিয়া রাজমালায় উল্লেখ আছে।

উক্ত জনপদে অবস্থিত ত্রিতল ভগ্ন নিকেতনটী অমর মাণিক্য নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তন্মধ্যে বাস করিয়াছিলেন। অদ্যাপি ইহা অমর মাণিক্যের রাজপ্রাসাদ বলিয়া জন-

অমবমাণিক্যেব প্রাসাদ-সম্মুখবর্ত্তী প্রস্তবস্তম্ভ (১৩৯ পৃষ্ঠা)

সমাজে পরিচিত। ইহার প্রবেশ-পথের দুই পার্শ্বে দুইটী কারুকার্য্যবিশিষ্ট প্রস্তর-স্তম্ভ প্রোথিত আছে। স্তম্ভদ্বয়ের শিল্পচাতুর্য্য প্রশংসনীয়। উহা এতৎ প্রদেশে নির্ম্মিত অথবা স্থানান্তর হইতে আনীত হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা কঠিন।

ত্রিপুরাধিপতি অমর মাণিক্য তদীয় প্রতিষ্ঠিত রাজধানী অমরপুরে যে সমুদয় কীর্ত্তি স্থাপিত করিয়া ছিলেন, তন্মধ্যে প্রাগুক্ত রাজপ্রাসাদ ব্যতীত আর একটী নিকেতনের ভগ্নাবশেষ এবং কতিপয় বিধ্বস্ত মন্দিরাদির স্তূপীকৃত ইষ্টকরাশি মাত্র অধুনা বিদ্যমান রহিয়াছে।

উদয়পুর যে রূপ প্রাচীনকালে খনিত দীর্ঘিকাদি জলাশয়ে পূর্ণ তদ্রূপ না হইলেও এই স্থান যে সরোবরাদি বিহীন এমন নহে। অত্রস্থ জলাশয় নিচয়-মধ্যে "ফটিক-সাগর" নামক দীর্ঘিকা এবং অমর মাণিক্যের নামসমন্বিত "অমরসাগর" দীর্ঘিকার মধ্যবর্ত্তী ভূমিখণ্ডস্থ একটী বিধ্বস্ত মন্দিরের ইষ্টকস্তূপ-মধ্য হইতে গরুড়ারূঢ় দশভুজ-বিশিষ্ট এক প্রস্তর-মূর্ত্তি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। পল্লীনিবাসিগণ ইহাকে একটী বংশনির্ম্মিত গৃহে স্থাপন পূর্ব্বক "মঙ্গল-চণ্ডী" বলিয়া পূজা করে।

জনশ্রুতি এই—ত্রিপুরাধিপতি অমর মাণিক্য এই স্থানে রাজধানী স্থাপন পূর্ব্বক রাজ্যশাসন করিবার কালে এতদঞ্চলে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। অধুনা তাহার কোন চিহ্নও বর্ত্তমান নাই। তিনি নানা বিধ বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন আরোহণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দশবর্ষ রাজত্ব করিবার পর ১৫৯১ খৃষ্টাব্দে মানবলীলা সংবরণ করেন।

দেবতামুড়া

ত্রিপুররাজ্যে উত্তর হইতে দক্ষিণদিক ব্যাপিয়া যে সমুদয় সুদীর্ঘ পর্ব্বতমালা সমসূত্রে অবস্থিত, তন্মধ্যের পশ্চিমদিকস্থ ন্যূনকল্পে ৭৫ মাইল দীর্ঘ গিরিশ্রেণী "বড়মুড়া" নামে প্রসিদ্ধ। ওম্পিছড়া নামক যে একটী ক্ষীণকায়া স্রোতস্বতী উত্তর হইতে দক্ষিণাভিমুখে আগত হইয়া ত্রিপুরার দক্ষিণদিকে প্রবাহিত গোমতী নদীর সহিত বড়মুড়া পর্ব্বতমালার পূর্ব্বদিকে সম্মিলিত হইয়াছে, তাহার নিকটবর্ত্তী উক্ত পর্ব্বতের ক্রমনিম্ন গাত্রে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে খোদিত কতিপয় দেবমূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হয়। এতদ্ব্যতিরেকে তৎসমুদয় মূর্ত্তির ঊর্দ্ধভাগে গভীর অরণ্যে প্রচ্ছাদিত পর্ব্বত-গাত্রে একটী মহিষমর্দ্দিনী দুর্গার প্রতিমূর্ত্তি খোদিত আছে।

কোন্ সময়ে কাহার দ্বারা উক্ত মূর্ত্তিনিচয় এবংবিধ জনমানবহীন অরণ্যসঙ্কুল প্রদেশে খোদিত হইয়াছিল, ইহা জ্ঞাত হওয়া যায় না; এবং এই কৌতূহল-উদ্দীপক বিষয় কখনও জনসমাজে উদ্ঘাটিত হইবে কিনা ইহাও বলা দুষ্কর।

সম্ভবতঃ কোন ঘটনা বিশেষের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ কিংবা বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতিকালে হিন্দুধর্ম্মের বহুল প্রচার উদ্দেশ্যে, বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী লোক-পূর্ণ প্রদেশের সমীপবর্ত্তী এই স্থানে উল্লিখিত হিন্দুদেবমূর্ত্তি-নিচয় বর্ত্তমান ত্রিপুরেশগণের পূর্ব্বপুরুষ কোন মহীপাল-কর্ত্তৃক খোদিত হইয়া থাকিবে।

সুপ্রাচীন কালে চন্দ্রবংশসম্ভূত হিন্দুনৃপাল "যুঝারফা" এতৎপ্রদেশের বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী মঘ্ অধিপতিকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া যে হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহারই স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ তৎকর্ত্তৃক বর্ণিত মূর্ত্তি-নিচয় এই স্থানে খোদিত হইয়া অক্ষয় কীর্ত্তি যে স্থাপিত না হইয়াছিল ইহাই বা কে বলিতে পারে? অদ্যাপি এই স্থানের সন্নিধানে অবস্থিত "অমরপুর" প্রভৃতি প্রাচীন জনপদে বহু সংখ্যক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী

"মঘ্" ও "চাখ্মা" নামক পার্ব্বত্য লোক বাস করিতেছে।

প্রাগুক্ত "বড়মুড়া" নামে খ্যাত পর্ব্বতমালার যে অংশে মূর্ত্তিনিচয় খোদিত আছে, তাহা "উদয়পুর" ও "অমরপুর" নামক ত্রিপুররাজ্যের সুপ্রসিদ্ধ দুইটী প্রাচীন রাজধানীর মধ্যবর্ত্তী সীমান্ত প্রদেশে অবস্থিত। এতদঞ্চলস্থ সর্ব্বসাধারণ-কর্ত্তৃক পর্ব্বতের এই স্থান "দেবতামুড়া" নামে অভিহিত হয়।

অধুনা ত্রিপুরা দেশের কোন স্থানেই ভাস্কর-শিল্পী বর্ত্তমান নাই, তজ্জন্য এইরূপ সম্ভাবিত হইতে পারে এতৎপ্রদেশস্থ প্রস্তরমূর্ত্তি-নিচয় "গয়া" প্রভৃতি অঞ্চল হইতে সংগৃহীত, এবং তদ্রূপ হওয়াও বিচিত্র নহে। কিন্তু একদা এতদঞ্চলেও যে ভাস্করশিল্পী ছিল, তাহা পর্ব্বতগাত্রস্থ মূর্ত্তি-নিচয় পর্য্যবেক্ষণ করিয়া প্রতীয়মান হয়। তবে তাহারা এই দেশনিবাসী কিনা ইহা বলা দুরূহ। যদি ভিন্নদেশনিবাসী হইয়া থাকে তাহা হইলে ইহা সম্ভব যে, পূর্ব্বকালে এতৎপ্রদেশস্থ মহীপগণ সময়ে সময়ে ভাস্করশিল্প-নিপুণ ব্যক্তিগণকে দেশান্তর হইতে স্বীয় রাজ্যে আনয়ন পূর্ব্বক প্রতি-

পালন করিতেন। সন্ধ্যার ন্যূনতা বশতঃই হউক, কিংবা অন্য যে কোন কারণেই হউক, ইদানীং তাহাদিগের বংশ এতৎপ্রদেশ হইতে সম্পূর্ণ রূপে তিরোহিত হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে ভাস্কর বিদ্যা ও বিলুপ্ত হইয়াছে।

ডম্বরু—

পূর্ব্ববর্ণিত দেবতামুড়া পর্ব্বতের সমসূত্রে ১৫ মাইল পূর্ব্বদিকে — সামান্য দক্ষিণ-কোণবর্ত্তী পাষাণময় উচ্চ ভূমিতে "রাইমা" ও "সাইমা" নামক দুইটী পার্ব্বত্য নদী মিলিত হইয়া একটী নির্ঝর রূপে সবেগে নিম্নে পতিত হইতেছে। ইহাই "ডম্বরু" নামে প্রসিদ্ধ "গোমতী" নদীর উৎপত্তি স্থান। এই বারিধারা ত্রিপুর-রাজ্য মধ্যে একটী সুবিখ্যাত জলপ্রপাত বলিয়া পরিগণিত।

এতদঞ্চল নিবাসী মঘ্, চাখ্মা ও রিয়াং প্রভৃতি অশিক্ষিত পার্ব্বত্য জাতীয় লোকেরা উক্ত ঝরণাকে দেবতাবিশেষ মনে করে এবং এতৎকারণ বশতঃ তাহারা প্রায়শঃ এই অরণ্যসঙ্কুল পর্ব্বতময় স্থানে

আগমন করিয়া ছাগ, মহিষ প্রভৃতি বলিদান পূর্ব্বক বর্ণিত জলপ্রপাতের পূজা করিয়া যায়।

অত্রস্থ একটী পর্ব্বত-শিখরে পূর্ব্বে এক সুদৃঢ় দুর্গ অবস্থিত ছিল বলিয়া কথিত আছে। অধুনা তাহার কোন চিহ্নও বর্ত্তমান নাই। এই স্থান ও উদয়পুরে গমনাগমন করিবার জন্য যে এক রাজপথ ছিল অদ্যাপি তাহার চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। জনসাধারণ ইহাকে "ডম্বরুর জাঙ্গাল" নামে অভিহিত করে।

পিলাক্-পাথর

ত্রিপুররাজ্যের দক্ষিণ প্রান্তবর্ত্তী "বিলোনিয়া" উপবিভাগে "পিলাক্ পাথর" নামে খ্যাত এক প্রাচীন গ্রাম আছে। এই জনপদ উক্ত রাজ্যের পুরাতন রাজধানী উদয়পুরের দক্ষিণ দিকে ন্যূনাতিরেক দ্বাদশ ক্রোশ দূরস্থ পর্ব্বতমালার বেষ্টনী-মধ্যে অবস্থিত।

উল্লিখিত গ্রামের উত্তর দিকে প্রবাহিত মুহরী নদীর সন্নিহিত বলিভীম নারায়ণের নামসমন্বিত একটী দীর্ঘিকা আছে। এই স্থান-নিবাসী জনসাধারণ-কর্ত্তৃক কথিত হয় যে, ত্রিপুরাধিপতি গোবিন্দ মাণিক্যের তনয় নৃপাল রাম মাণিক্যের শ্যালক বলিভীম নারায়ণ এই স্থানে বাস করিবার সময় দীর্ঘিকাটী খনন করাইয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে ত্রিপুরেশ রাম মাণিক্য

মানবলীলা সংবরণ করিলে বলিভীম নারায়ণ—মৃত ত্রিপুরাধিপতির মহিষী তদীয় সহোদরার পুত্র পঞ্চ বর্ষ বয়স্ক বালক রত্ন মাণিক্যকে সিংহাসনে স্থাপন পূর্ব্বক রাজ্য শাসনভার স্বীয় হস্তে গ্রহণ করেন। এবম্প্রকারে তিনি ত্রিপুররাজ্যের সর্ব্বে-সর্ব্বা হইয়া রাজ্য শাসন পরিচালনায় প্রবৃত্ত হইলে সম্ভবতঃ প্রজাবর্গ তদীয় কার্য্যে বীতরাগ হইয়া রাজ্য-মধ্যে নানারূপ উপদ্রব সৃষ্টি করিয়া থাকিবে। সেই কারণ বশতঃ তিনি তদানীন্তন ত্রিপুররাজধানী উদয়পুর পরিত্যাগ করিয়া এতদঞ্চলে আগমন পূর্ব্বক বাস স্থাপন করিয়াছিলেন।

পিলাক্-পাথর নামক এই জনপদ দুই ভাগে বিভক্ত। পূর্ব্বদিকের অংশ পূর্ব্বপিলাক্ এবং অপরাংশ পশ্চিম পিলাক্ নামে জনসাধারণ-কর্ত্তৃক অভিহিত হয়। ঐ দুই স্থান ব্যাপী যে এক সুবিস্তীর্ণ জলাভূমি আছে, তন্মধ্য-বর্ত্তী পূর্ব্বপিলাকের পশ্চিম প্রান্ত-দেশস্থ "দেবদারু" বা "দেবারু" নামে খ্যাত এক অরণ্যাকীর্ণ বিশাল মৃণ্ময় স্তূপোপরি একটী অষ্টভুজা শক্তি দেবীর প্রতিমূর্ত্তি আজানু ভূমিতে প্রোথিত আছে। ইহার আয়তন জানু হইতে মস্তক পর্য্যন্ত প্রায় দুই হস্ত হইবে।

একটী শক্তি-মূর্ত্তি—পিলাক্ পাথর (১৪৮ পৃষ্ঠা)

উক্ত জলাভূমির অন্তর্ব্বর্ত্তী "ঠাকুরাণী বাড়ী" নামে খ্যাত পশ্চিম পিলাকের এক মৃত্তিকাস্তূপের পৃষ্ঠদেশস্থ অরণ্য-মধ্যে, একটী প্রস্তর-নির্ম্মিত চতুর্ভুজ ভগ্ন নৃসিংহ-মূর্ত্তি উত্তান ভাবে ভূলুণ্ঠিত রহিয়াছে। দৈর্ঘ্যে ইহা প্রায় দুই হস্ত হইবে। এই মূর্ত্তি হইতে অল্প দূরে, একটী ছাদ বিহীন বিধ্বস্ত ইষ্টকমন্দির-মধ্যে, ন্যূনকল্পে নয় হস্ত দীর্ঘ ও দুই হস্তের কিঞ্চিদধিক প্রস্থ একটী প্রকাণ্ড প্রস্তরমূর্ত্তি ভূপতিত রহিয়াছে। লোকে ইহাকে নারায়ণ মূর্ত্তি কহে। কিন্তু অধোমুখে নিপতিত থাকা বশতঃ প্রকৃতপক্ষে উহা কি মূর্ত্তি তাহা নির্ণয় করিতে সক্ষম হওয়া যায় না। বিশিষ্ট কারুকৌশলবিহীন বর্ণিত মূর্ত্তিত্রয় পর্য্যবেক্ষণ করিয়া অনুমিত হয় যে, কোন সুদক্ষ ভাস্কর শিল্পিক-কর্ত্তৃক মূর্ত্তি-নিচয় নির্ম্মিত হয় নাই।

প্রাগুক্ত "ঠাকুরাণী-বাড়ী" নামক এই জনপদে প্রসিদ্ধ স্তূপের উত্তরদিকে অবস্থিত তদপেক্ষা ক্ষুদ্রাকারের আর একটী মৃত্তিকা-স্তূপোপরি বহু সংখ্যক বিকীর্ণ ও পুঞ্জীভূত ইষ্টক-রাশি দৃষ্টিপথে পতিত হয়। জনশ্রুতি এই—তৎসমুদয় জনৈক নৃপাল-কর্ত্তৃক নির্ম্মিত নিকেতনাদির ধ্বংসাবশেষ এবং সেই কারণে এই স্থান

"পুরাণ রাজবাড়ী" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বলিভীম নারায়ণ এই জনপদে আগমন করিয়া যে সমুদয় ভবনাদি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বাস করিয়াছিলেন উল্লিখিত ইষ্টকরাশি তাহারই বিধ্বস্ত অংশ হওয়া সম্ভব।

বলিভীম নারায়ণের নামসমন্বিত "বলিনারায়ণ দীঘী" নামে প্রসিদ্ধ যে সরোবরের বিষয় পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে একদা বহু প্রস্তর-মূর্ত্তি ছিল বলিয়া অবগত হওয়া যায়। প্রবাদ এই—কালক্রমে তৎসমুদয় ভূগর্ভে নিহিত হইয়াছে।

এই জনপদে অবস্থিত মূর্ত্তি-নিচয়ের স্থাপন কর্ত্তার নাম এবং স্থাপন সময়ের সম্বন্ধে কোন তথ্যই নির্ণয় করা যায় না। ত্রিপুররাজ্যের পরাক্রান্ত সেনাপতি বলিভীম নারায়ণ-কর্ত্তৃকই মূর্ত্তি সমূহ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। যাহা হউক ঐ সমস্ত মূর্ত্তি যে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ-নিবাসী সুনিপুণ ভাস্কর শিল্পিগণ-কর্ত্তৃক নির্ম্মিত নহে, এই প্রদেশ-নিবাসী শিল্প কার্য্যে অপটু লোক-কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল—মূর্ত্তি-নিচয় পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এবংবিধ অনুভূত হয়।

ত্রিপুররাজ্যের উপবিভাগ প্রাগুক্ত বিলোনিয়ার অন্তঃপাতী "লুংথুং" এর সান্নিধ্যে প্রবাহিত "মতাই ছড়া" (দেবতা ছড়া) নামক ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী হইতে একটী শক্তি-মূর্ত্তি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে বলিয়া লোকে কহে। জন-সাধারণ-কর্ত্তৃক উক্ত মূর্ত্তি "মাতঙ্গিনী" নামে অভিহিত হয় এবং জ্ঞাত হওয়া যায় যে মূর্ত্তিটী "পরুশুরাম" জনপদে প্রতিষ্ঠিত আছে।

কল্যাণপুর

অধুনা "পুরাতন আগরতলা" নামে প্রসিদ্ধ যে রাজধানী ত্রিপুরাধিপতি "কৃষ্ণ মাণিক্য" খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার উত্তর-পূর্ব্ব কোণে, সমসূত্রে ন্যূনাতিরেক ২০ মাইল দূরে—"কল্যাণপুর" নামক এক প্রাচীন জনপদ আছে। জ্ঞাত হওয়া যায় যে, খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে কল্যাণ মাণিক্য ত্রিপুর-রাজ-দণ্ড ধারণ করিবার পর, উক্ত রাজ্যের মধ্যবর্ত্তী বড়মুড়া পর্ব্বতমালার পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী এইস্থান তদীয় নামানুসারে কল্যাণপুর আখ্যা প্রদান পূর্ব্বক ইহাতে একটী সাময়িক রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

বিদ্বান ও পরাক্রান্ত উক্ত ত্রিপুরাধিপতি "কল্যাণ মাণিক্য" ধর্ম্ম মাণিক্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুমার গগনফা

বা পুরন্দরের তনয় ছিলেন। তাঁহার ত্রিপুররাজ্য লাভ করিবার কোন সম্ভাবনাই ছিলনা।

ত্রিপুরেশ "যশোধর মাণিক্য" মৃত্যুর প্রাক্কালে কল্যাণ মাণিক্যকে তদীয় উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচন পূর্ব্বক মানব-লীলা সংবরণ করিলে তিনি ত্রিপুররাজ-সিংহাসনে অভিষিক্ত হন।

তদানীন্তন ত্রিপুররাজ্যের সুপ্রসিদ্ধ রাজধানী উদয়পুর বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও কি কারণ বশতঃ কল্যাণ মাণিক্য এই স্থানে আর একটী রাজধানী স্থাপিত করিয়াছিলেন, এই বিষয়ের কোন বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

উক্ত রাজ্যের উত্তর-পূর্ব্বপ্রান্তবর্ত্তী পর্ব্বতময় প্রদেশ নিচয়ে "দালং" "দাহুলা" "লুসাই" প্রভৃতি যে সমুদয় দুর্দ্দান্ত পার্ব্বত্য লোকেরা বাস করে, সম্ভবতঃ তাহাদিগকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে সময় সময় এতদঞ্চলে আগমন পূর্ব্বক বাস করিবার জন্যই তিনি এই রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকিবেন। অথবা—নিম্নলিখিত কারণেও তৎকর্ত্তৃক এই রাজধানী স্থাপিত হইয়া থাকিবে।

জনশ্রুতি এই—উক্ত কল্যাণ মাণিক্যের শৈশবাবস্থায় তদীয় পিতা কালকবলে পতিত হইলে তিনি "বাছাল"

সম্প্রদায় ভুক্ত ত্রিপুরার পার্ব্বত্য জাতীয় লোকগণের দ্বারা প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে বাছালেরা বড়মুড়ার প্রান্তবর্ত্তী নানা স্থানে বাস করিত বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যায়। সেই অঞ্চলেই কল্যাণ মাণিক্য তাঁহার বাল্যজীবন অতিবাহিত করিয়া থাকিবেন। সম্ভবতঃ এই কারণে—ইহার স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি বড়মুড়া পর্ব্বতমালার সান্নিধ্যে তদীয় নামে প্রথিত "কল্যাণপুর" নামক রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

প্রথিতযশাঃ ত্রিপুরাধিপতি কল্যাণ মাণিক্য বর্ণিত কল্যাণপুরে যে সমুদয় কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে "কল্যাণসাগর" নামক তদীয় নামসমন্বিত দীর্ঘিকা এবং তাহার তীরদেশে একটী কারুকার্য্যবিশিষ্ট ইষ্টকনির্ম্মিত মন্দিরের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে।[1] সরোবরটী অধুনা এরকাদি জলজ গুল্ম-লতাতে এরূপ প্রচ্ছাদিত হইয়াছে যে, ইহার সলিল আর দৃষ্টি গোচর হয় না।

উক্ত দীর্ঘিকার তীরবর্ত্তী মন্দিরের ভগ্নাবশেষ বৃক্ষ লতাদিতে পরিবৃত হইলেও পূর্ব্বে এইরূপ শোচনীয় দশা গ্রস্ত হয় নাই—খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রবল ভূমি-

কল্পেই ইহার এবংবিধ অবস্থা হইয়াছে বলিয়া স্থানীয় লোক-মুখে অবগত হওয়া যায়।

কারুকার্য্য-বিশিষ্ট ইষ্টক-মন্দির পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম বঙ্গের নানা স্থানে এবং চুটিয়া নাগপুরের প্রাচীন রাজধানী "দৈসা" নগরীতে পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এতৎপ্রদেশে উল্লিখিত মন্দির ব্যতীত আর একটীও এই প্রকারের মন্দির বিদ্যমান নাই।)

কল্যাণপুরের পূর্ব্বদিকে প্রাগুক্ত বড়মুড়া পর্ব্বতের পৃষ্ঠোপরি নানা স্থানে স্তূপীকৃত ও বিকীর্ণ ইষ্টকরাশি এবং ইষ্টক-নির্ম্মিত নিকেতনাদির কতিপয় ভিত্তি দৃষ্টি-পথে পতিত হয়। তৎসমুদয়ের সম্বন্ধে এতদঞ্চলের পর্ব্বত নিবাসিগণ-মধ্যে এবংবিধ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে—স্মরণাতীতকালে যে এক জন ত্রিপুরাধিপতি এই স্থানে বাস করিয়াছিলেন, ঐ সমস্ত গৃহ-ভিত্তি ও ইষ্টকরাশি তাঁহারই নিকেতনাদির বিধ্বস্ত অংশ। কিন্তু কোন্ সময়ে কোন্ ত্রিপুরেশ এতদঞ্চলে আগমন পূর্ব্বক প্রাগুক্ত পর্ব্বতোপরি বাসস্থাপন করিয়াছিলেন এই বিষয় কেহই বলিতে সক্ষম নহে।

বড়মুড়া পর্ব্বতের পৃষ্ঠদেশস্থ যে সকল ইষ্টক-নির্ম্মিত

ভবনাদির ভিত্তি ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ইষ্টক-রাশির বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে, তৎসমুদয় কল্যাণ মাণিক্য-কর্ত্তৃক নির্ম্মিত কোন দুর্গ এবং তন্মধ্যস্থ নিকেতনাদির ধ্বংসাবশেষ কিনা—ইহা কে বলিতে পারে।

এতদ্ব্যতীত বড়মুড়া পর্ব্বতমালার পশ্চিম দিগ্বর্ত্তী কতিপয় স্থানে প্রাচীনকালের খনিত পুষ্করিণী প্রভৃতি দৃষ্টিপথে পতিত হয়। সেই সকল স্থানেও ত্রিপুরাধিপতিগণের মধ্যে কেহ কেহ বাস করিয়াছিলেন—এবংবিধ প্রবাদ ত্রিপুরার পর্ব্বতবাসিগণের মধ্যে প্রচলিত আছে। কিন্তু তৎসম্বন্ধে যথাযথ ইতিবৃত্ত কিছুই অবগত হওয়া যায় না।

ঊনকোটী

সুপ্রাচীন কীর্ত্তিময় যে সমুদয় স্থান ত্রিপুররাজ্যে অবস্থিত, তন্মধ্যে "ঊনকোটী" নামক সুপ্রসিদ্ধ তীর্থ-ভূমি সর্ব্ব-শীর্ষস্থানীয় বলিয়া পরিগণিত। ইহার তুল্য পুরাকালের কীর্ত্তিমালা-পূর্ণ আর কোন স্থান বঙ্গ-ভূমিতে আছে কি না সন্দেহ। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই—প্রবাদ ব্যতীত এবংবিধ স্থানের কোনরূপ প্রকৃত ইতিবৃত্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় না, এবং ইহার যথাযথ বিবরণ কখনও উদ্ঘাটিত হইবে কিনা বলা দুরূহ।

উল্লিখিত "ঊনকোটী" নামে খ্যাত পার্ব্বত্য তীর্থটী ত্রিপুররাজ্যের উত্তর প্রান্তবর্ত্তী "কৈলাশহর" উপবি-ভাগের অন্তর্ভূত। ইহার সম্বন্ধে স্থানীয় জনসাধারণের

মধ্যে যে দুইটী অলৌকিক প্রবাদ প্রচলিত আছে তাহা নিম্নে বিবৃত হইল।

প্রথমটী এই :—

"একদা বারাণসী পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে কৈলাস-নাথ শম্ভূ দেবগণ-সহ হিমাচল হইতে অবতরণ পূর্ব্বক উদ্দিষ্ট স্থানে গমনসময়ে দিবা অবসানকালে ঊনকোটীতে আসিয়া উপস্থিত হন। তৎকালে সকলেই পথশ্রমে কাতর হওয়ায় এই স্থানে রজনীযাপন পূর্ব্বক সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কালেই যথা স্থানে পৌঁছিবেন—এইরূপ মনস্থ করিয়া তাঁহারা সকলে শয়ন করেন। কিন্তু নিশা অবসান-পূর্ব্বে উমাপতি শঙ্কর ব্যতিরেকে আর কাহারও নিদ্রাভঙ্গ হইলনা। তখন দেবাদিদেব ভূতনাথ তদীয় সহযাত্রী দেবগণকে নিদ্রিতাবস্থায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক বারাণসীতে গমন করেন। ইহার কিয়ৎকাল পরে বিভাবরী শেষ হইয়া বায়স-রব হইলে দেবগণ পাষাণে পরিণত হন। এক মহাদেবের অভাবে কোটী দেবতা-পূর্ণ না হওয়া বশতঃ এই স্থান "ঊনকোটী" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে; নতুবা ইহা বারাণসীতে পরিণত হইত।"

দ্বিতীয়টী এই ঃ—

"কোন এক কালে জনৈক মহাত্মা এই স্থানে কোটী দেবমূর্ত্তি-স্থাপন পূর্ব্বক ইহাকে দ্বিতীয় বারাণসী ক্ষেত্রে পরিণত করিতে সঙ্কল্প করেন। তদুদ্দেশ্যে তাঁহার দ্বারা এই স্থানে বহু দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐ মহাপুরুষ কোটী দেবমূর্ত্তি স্থাপিত করিতে কৃতকার্য্য হন নাই—একটা মূর্ত্তি অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। তজ্জন্য এই স্থান বারাণসী না হইয়া "ঊনকোটী" আখ্যা প্রাপ্ত হয়।"

উল্লিখিত সুপ্রসিদ্ধ তীর্থটী "কৈলাশর" বা "কৈলাশহর" নামক ত্রিপুররাজ্যের উত্তরপ্রান্তদেশস্থ যে উপবিভাগের অন্তর্গত, ত্রিপুরার স্বনামধন্য মন্ত্রী স্বর্গীয় ধনঞ্জয় ঠাকুর সেই অঞ্চল পরিদর্শন পূর্ব্বক যে এক বিবরণী লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাতে এই স্থানের নাম সম্বন্ধে যেরূপ বিবৃত আছে—উহা তাঁহারই ভাষায় নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"কৈলাসেশ্বর ভূতভাবন ভবানীপতি স্থানে স্থানে খোদিত ও অঙ্কিত দেব-দেবীর মূর্ত্তি সহকারে প্রতিষ্ঠিত ও বিরাজমান থাকা হেতুই ঐ তীর্থের নাম ঊনকোটী

ও তদধিপতির নাম ঊনকোটীশ্বর এবং তৎসংলগ্ন পরগণার নাম কৈলাস্ হর হইয়াছে। বস্তুতঃ "কৈলাসের হর অবস্থিত" এই অর্থেই "কৈলাস্ হর" হইয়াছে কেবল—সময়ের স্রোতে উচ্চারণের তারতম্য হইয়াই সেই কৈলাস শব্দের "স" হর শব্দের সহিত পরে মিলিত হইয়া শহর শব্দ সম্পন্ন হইয়া পড়িয়াছে; তন্মূলেই "কৈলাস" "হর" উচ্চারণ না হইয়া তৎস্থলে "কৈলাশহর" উচ্চারিত হইয়া আসিতেছে উপলব্ধি হয়। ফলতঃ এতদ্ভিন্ন এই নাম সৃষ্টি হইবার আর কোন বিশেষ কারণ খুঁজিয়া পাই নাই।"

লোকে কহে—ঊনকোটীর পাণ্ডা বলিয়া পরিচিত এতদঞ্চল-নিবাসী ব্রাহ্মণগণের নিকট "ঊনকোটী মাহাত্ম্য" নামক কতিপয় হস্তলিখিত গ্রন্থ আছে। তন্মধ্যের এক খানিতে উক্ত তীর্থের সম্বন্ধে যেরূপ লিপিবদ্ধ আছে বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"বিন্ধ্যাদ্রেঃ পাদসম্ভূতো বরবক্রঃ সুপুণ্যদঃ।
দক্ষিণস্যাং নদস্যাস্য পুণ্যামনু নদীস্মৃতা॥

অনয়োরন্তরা রাজন্ ঊনকোটী গিরির্মহান্।
যত্র তেপে তপঃ পূর্ব্বং সুমহৎ কপিলো মুনিঃ॥
তত্র বৈ কপিলং তীর্থং কপিলেন প্রকাশিতম্।
লিঙ্গঞ্চ কপিলং তত্র সর্ব্ব-সিদ্ধি প্রদং নৃণাম্॥"

উক্ত শ্লোকের বাঙ্গালা ব্যাখ্যা ঃ—

বিন্ধ্যগিরির পাদসম্ভূত বরবক্র (অধুনা বরাক) নদী ও তাহার দক্ষিণে প্রবাহিত মনু নদীর মধ্যবর্ত্তী ভূমিখণ্ডে ঊনকোটী নামক বৃহৎ পর্ব্বত অবস্থিত। প্রাচীন কালে মহামুনি কপিল উক্ত পর্ব্বতে তপস্যা করিয়াছিলেন, এবং নরগণের সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ কপিল তীর্থ ও লিঙ্গমূর্ত্তি তৎকর্ত্তৃক সেইস্থানে স্থাপিত হইয়াছিল।

এতদ্ব্যতিরেকে এই তীর্থের বিষয় সংস্কৃত ও বাঙ্গালা রাজমালায় নিম্নলিখিত রূপ উল্লেখ আছে।—

"পুরাকৃত যুগে রাজন্ মনুনা পূজিত শিবঃ।
তত্রৈব বিরলে স্থানে মনুনাম নদী তটে॥"

সংস্কৃত রাজমালা বা রাজরত্নাকর

"গুপ্তভাবে আছে তথা অখিলের পতি।
মনুরাজ সত্যযুগে পূজিছিল অতি॥
মনু নদীতীরে মনু বহু তপ কৈল।
তদবধি মনু নদী পুণ্য নদী হৈল॥"

বাঙ্গালা রাজমালা

ঊনকোটী মাহাত্ম্য গ্রন্থে বিন্ধ্যগিরির নাম উল্লিখিত হইবার কারণ কি ইহা হৃদয়ঙ্গম হইল না। যাহা হউক বর্ণিত তীর্থ যে প্রাগৈতিহাসিক যুগ অবধি অবস্থিত উল্লিখিত কতিপয় শ্লোক পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এবংবিধ প্রতীয়মান হয়।

ত্রিপুরাব্দ-প্রবর্ত্তনকারী নৃপতি যুঝারফার পঞ্চদশ পুরুষ পূর্ব্ববর্ত্তী "কুমার" নামে খ্যাত শিবভক্ত ত্রিপুরেশ এতদঞ্চলে আগমন পূর্ব্বক শিবোপাসনা করিয়াছিলেন— এইরূপ সংস্কৃত ও বাঙ্গালা রাজমালায় লিপিবদ্ধ আছে।

"খিমারস্য সুতোজাতঃ কুমারঃ পৃথিবী পতিঃ।
স রাজা ভুবনখ্যাতঃ শিবভক্তি পরায়ণঃ॥
কিরাত রাজ্যে স নৃপশ্ছাম্বুল নগরান্তরে।
শিবলিঙ্গং সমদ্রাক্ষীৎসুবড়াই কৃতে মঠে॥"

সংস্কৃত রাজমালা বা রাজরত্নাকর

"বিমার হইল রাজা তাহার তনয়।
তার পুত্র কুমার পরেতে রাজা হয়॥
কিরাত আলয়ে আছে ছাম্বুল নগর।
সেই রাজ্যে গিয়াছিল শিবভক্তি তর॥
সুবড়াই খুঙ্গ নামে মহাদেব স্থান।
করিল প্রণতি ভক্তি সেই ভাগ্যবান॥

*   *   *   *

গুপ্ত ভাবে আছে তথা অখিলের পতি।
মনুরাজ সত্যযুগে পূজিছিল অতি॥
মনু নদীতীরে মনু বহু তপ কৈল।
তদবধি মনুনদী পুণ্য-নদী হৈল॥

বাঙ্গালা রাজমালা

যে "ছাম্বুল" নগরের বিষয় উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে উল্লেখ আছে, তাহা কোন্ স্থানে অবস্থিত ছিল এই বিষয় নির্ণয় করা দুরূহ। ত্রিপুররাজ্যের উত্তরদিগ্বর্ত্তী "মনু নদী" অধুনা ঊনকোটী পর্ব্বত হইতে দূরে প্রবাহিত হইলেও একদা উহা উক্ত পর্ব্বত-সান্নিধ্যে থাকা সম্ভব। কারণ বর্ত্তমান কালে নদীটী যে স্থানে প্রবাহিত হইতেছে তদ্ব্যতীত ইহার

প্রাচীন অস্তিত্বের চিহ্ন অন্যত্রও লক্ষিত হয়। এই হেতু-মূলে অনুমিত হয় যে, "ছাম্বুল" নগর ঊনকোটী পর্ব্বত প্রান্তেই অবস্থিত ছিল এবং কুমার নামে খ্যাত ত্রিপুরেশ উক্ত পর্ব্বতে সংস্থাপিত কোন শিবমূর্ত্তির উপাসনা করিয়াছিলেন।

গ্রন্থদ্বয়ে যে "সুবড়াই" নাম পরিলক্ষিত হয়, তাহা প্রাগৈতিহাসিক যুগের ত্রিপুরাধিপতি ত্রিলোচনের অপর একটী আখ্যা। উল্লিখিত সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, ঊনকোটী পর্ব্বতোপরি তৎকর্ত্তৃক একটী মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহাতে এই স্থানের প্রাচীনত্ব আরও বিশেষরূপে প্রতিপন্ন করে।

সুপ্রাচীনকালে বর্ত্তমান ত্রিপুরেশদিগের পূর্ব্ব-পুরুষগণ যে প্রাগুক্ত প্রদেশে এবং শ্রীহট্টে রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহার নিদর্শন অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। পূর্ব্বোল্লিখিত কৈলাশহর নামক জনপদের সমীপবর্ত্তী কতিপয় ইষ্টক-নির্ম্মিত ভবনাদির ভগ্নাবশেষ ত্রিপুরাধি-পতি "কিরীট" বা "আদি ধর্ম্মফা'র রাজপ্রাসাদ প্রভৃতির বিধ্বস্ত অংশ বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়।

কথিত আছে—আদি ধর্ম্মফা নামক উক্ত ত্রিপুরেশ

যজ্ঞবিশেষ সম্পাদন-মানসে একপঞ্চাশৎ ত্রিপুরাব্দে কতিপয় বেদজ্ঞ মৈথিলি ব্রাহ্মণকে এতৎপ্রদেশে আনয়ন পূর্ব্বক এইস্থানে তাঁহাদিগের দ্বারা সেই যজ্ঞের কার্য্য আড়ম্বরের সহিত নির্ব্বাহ করাইয়াছিলেন। দীর্ঘে-প্রস্থে ষোড়শ হস্ত যে এক ইষ্টক-নির্ম্মিত কুণ্ড এই স্থানে পরিলক্ষিত হয়, তাহাতেই উক্ত হোম সংসাধিত হইয়াছিল বলিয়া কিংবদন্তী প্রচলিত আছে।

জ্ঞাত হওয়া যায় যে, উল্লিখিত যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইলে পর ত্রিপুরেশ আদি ধর্ম্মফা সন্তুষ্ট হইয়া ঋত্বিক্ ব্রাহ্মণ-গণকে ঊনকোটীর সমীপবর্ত্তী ভূমি দান করিয়াছিলেন, এবং তৎসম্বন্ধীয় দুইটী তাম্রশাসন উক্ত ব্রাহ্মণগণের বংশধরদিগের নিকট অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। উল্লিখিত যজ্ঞ-সম্পাদনকালেই ত্রিপুরেশ আদি ধর্ম্মফা-কর্ত্তৃক এতৎপ্রদেশের "কৈলাস-হর" নাম প্রদত্ত হইয়া থাকা বিচিত্র নহে।

ঊনকোটী নামে প্রসিদ্ধ উক্ত পর্ব্বতটী শতাধিক হস্ত উচ্চ হইবে। ইহার পৃষ্ঠোপরি আরোহণ করিবার জন্য প্রাচীনকালে নির্ম্মিত কতিপয় ক্ষয়প্রাপ্ত সোপান স্তরের চিহ্ন তদ্গাত্রে পরিলক্ষিত হয়। এই গিরিশেখরস্থ একটী

নির্ঝরিণীর বারি তন্নিম্নদেশস্থ তিনটী পাষাণকুণ্ডে একাদি-ক্রমে পতিত হইয়া সর্ব্বনিম্নকুণ্ড হইতে এক ক্ষীণকায়া স্রোতস্বতী-রূপে পর্ব্বতনিম্নে প্রবাহিত হইতেছে।

প্রাগুক্ত পর্ব্বতের নানাস্থানের প্রস্তরময় গাত্রে বহু সংখ্যক মূর্ত্তি খোদিত আছে। এতদ্ব্যতীত পর্ব্বত-পৃষ্ঠের নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত নানাবিধ প্রস্তর-মূর্ত্তি দৃষ্টিপথে পতিত হয়। মূর্ত্তি-নিচয় পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তৎসমুদয় যে একই সময়ে এবং এক ব্যক্তি-কর্ত্তৃকই নির্ম্মিত হইয়াছিল—এইরূপ অনুভূত হয় না। কারণ পর্ব্বতগাত্রস্থ মূর্ত্তি নিচয়ে কোনরূপ শিল্পচাতুর্য্য পরিলক্ষিত হয় না, পক্ষান্তরে প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তি সমূহের নির্ম্মান-কার্য্য বিশেষ দক্ষতার সহিত সম্পাদিত।

এই পর্ব্বতে অবস্থিত যে তিনটী বারিকুণ্ডের বিষয় পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, তন্মধ্যে সর্ব্বোচ্চ কুণ্ডের পার্শ্ববর্ত্তী একটী বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড কর্ত্তন করিয়া এক সুবিশাল মস্তক নির্ম্মিত হইয়াছে। অত্রস্থ মূর্ত্তি-নিচয় মধ্যে ইহা বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। মুণ্ডটী ত্রিনয়নবিশিষ্ট এবং ইহার দন্তশ্রেণী বিকশিত। এই বিরাট মস্তকের বৃহৎ কর্ণদ্বয় শূর্প-তুল্য আকৃতির অলঙ্কার বিশেষে ভূষিত। কর্ণদ্বয়ের

সুবিশাল নরমুণ্ড—উনকোটী (১৬৮ পৃষ্ঠা)

প্রস্তর-নির্মিত নর-মুণ্ড—উনকোটী (১৬৯ পৃষ্ঠা)

ব্যবধান ন্যূনাতিরেক চতুর্দ্দশ হস্ত। এই বিরাট নরশির "ঊনকোটীশ্বর কালভৈরব" নামে প্রসিদ্ধ।

বর্ণিত মস্তক ও প্রাগুক্ত প্রথম বারিকুণ্ডের মধ্যবর্ত্তী কতিপয় প্রস্তরখণ্ডে খোদিত একটী ত্রিশূল, তদূর্দ্ধে কতিপয় নর-মুণ্ড ও তান্ত্রিক প্রকৃতিযন্ত্র পরিলক্ষিত হয়। তৎসমুদয়ের সম্মুখবর্ত্তী অল্প নিম্ন ভূমিখণ্ডে দুইটী শিলাময় ভূলুণ্ঠিত গোমূর্ত্তি পতিত রহিয়াছে।

এই স্থান হইতে অল্প দূরদেশস্থ এক পাষাণখণ্ডে প্রায় দুই হস্ত আয়তনের আরও একটী মানব-মস্তক নির্ম্মিত আছে। ইহার কিরীট-নিম্নে ভ্রূদ্বয়ের ঊর্দ্ধে একটী গোলাকার অলঙ্কার-স্বরূপ দ্রব্য বিশেষ পরিলক্ষিত হয়। উহা একটী চক্ষু হওয়া সম্ভব। ললাট পরিসরের অল্পতা বশতঃ নেত্রটী এইরূপে নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। এতদঞ্চল নিবাসিগণ-কর্ত্তৃক মস্তকটী বিষ্ণুমূর্ত্তি বলিয়া অভিহিত হয়। কেহ কেহ ইহাকে সূর্য্যমূর্ত্তি-ও কহে। যাহা হউক ইহা যে কোন পুরুষ মস্তক এই বিষয় উক্ত মুণ্ডের যুগ্ম গুম্ফ প্রতিপন্ন করে।

ইহা এবং পূর্ব্ববর্ণিত ঊনকোটীশ্বর কালভৈরব নামক সেই সুবিশাল মস্তক উভয়ই কারুকৌশল-

বিহীন। সম্ভবতঃ মস্তকদ্বয় প্রাগৈতিহাসিক যুগের ভাস্কর বিদ্যায় অপটু কোন ব্যক্তি-কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল।

কৈলাশহর নামে প্রসিদ্ধ এতদঞ্চলের জনৈক-ত্রিপুররাজ-কর্ম্মচারীর দ্বারা ঊনকোটী পর্ব্বতের ক্রম নিম্নদেশে একটী করোগেটেড্ লৌহের ছাদবিশিষ্ট গৃহ নির্ম্মিত হইয়া অত্রস্থ অরণ্য হইতে প্রাপ্ত একটী ত্রিমুখ-প্রস্তরমূর্ত্তি তন্মধ্যে রক্ষিত হইয়াছে। লোকে ইহাকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর কহে। এতদ্ব্যতীত আরও একটী এক শিরোবিশিষ্ট মূর্ত্তি উক্ত কর্ম্মচারি-কর্ত্তৃক এক অর্দ্ধ নির্ম্মিত ইষ্টক-গৃহে স্থাপিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয়—ভদ্রলোকটীর মৃত্যু হওয়াতে গৃহটীর নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হয় নাই।

বর্ণিত মূর্ত্তিদ্বয় কটীদেশ হইতে নিম্নাঙ্গ বিহীন। উভয় মূর্ত্তিরই কারুকৌশল প্রশংসনীয়, এবং বিহার প্রভৃতি প্রদেশস্থ মূর্ত্তি-নিচয় যেরূপ শিরস্ত্রাণে ভূষিত, উক্ত দুইটী মূর্ত্তির মস্তক-ভূষণও তদ্রূপ।

যে দুইটী মূর্ত্তির বিষয় বর্ণিত হইল, অবিকল সেই প্রকার কারুকার্য্য-বিশিষ্ট আর একটী চতুর্ম্মুখ প্রস্তর মূর্ত্তি পর্ব্বতের বংশাকীর্ণ এক অংশে আনাভি প্রোথিত

চতুর্ম্মুখ বিশিষ্ট মূর্ত্তি—ঊনকোটী (১৭০ পৃষ্ঠা)

আছে। সম্ভবতঃ ইহাও নিম্নাঙ্গ বিহীন হইবে। জন-সাধারণ-কর্ত্তৃক উক্ত মূর্ত্তি রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন বলিয়া অভিহিত হয়। কিন্তু ইহা যে ব্রহ্মার প্রতিমূর্ত্তি এই বিষয়ের কোন সন্দেহ নাই।

উল্লিখিত তিনটী মূর্ত্তির কারুকৌশল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া মূর্ত্তিত্রয় যে বিদেশী সুদক্ষ ভাস্করশিল্পিকর্ত্তৃক নির্ম্মিত এবং স্থানান্তর হইতে আনীত হইয়াছিল এইরূপ প্রতীয়মান হয়। ঐ তিনটী মূর্ত্তিই সুপ্রাচীন কালের সংস্থাপিত বলিয়া অনুভূত হয় না।

বর্ণিত পর্ব্বতোপরি অবস্থিত মূর্ত্তিনিচয়মধ্যে আজানু প্রোথিত একটী পঞ্চমুখ ও অষ্টভুজবিশিষ্ট ধনুর্দ্ধারী মূর্ত্তি রাবণের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া খ্যাত। এই মূর্ত্তির পার্শ্বে অল্প উচ্চ ভূমিখণ্ডোপরি কতিপয় বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড অবলম্বনে যে এক দণ্ডায়মান দ্বিভুজমূর্ত্তি সংস্থাপিত, লোকে তাহাকে মন্দোদরীর প্রতিমূর্ত্তি কহে।

অত্রস্থ একটী বৃক্ষ-নিম্নে এক গণেশমূর্ত্তি এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী মৃণ্ময়স্তূপ-অবলম্বনে সংস্থাপিত কতিপয় প্রস্তরমূর্ত্তি দৃষ্টিপথে পতিত হয়। উল্লিখিত মূর্ত্তিনিচয় ব্যতীত এইস্থানে একটী পাষাণখণ্ডের উপর এক যুগল-

পদচিহ্ন খোদিত আছে। জনসাধারণ ইহাকে বিষ্ণু-পদ বলিয়া অভিহিত করে। প্রকৃতপক্ষে ইহা বৌদ্ধ-চিহ্ন কি না এই বিষয়ে সন্দেহের কারণ আছে। গয়ার বিষ্ণুপাদ বৌদ্ধ-চিহ্ন বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। এই পর্ব্বত হইতে যে একটী দ্বিভুজমূর্ত্তি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে উহা মহাদেব-মূর্ত্তি বলিয়া অভিহিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধমূর্ত্তি হওয়া বিচিত্র নহে।

উল্লিখিত গণেশ-মূর্ত্তি প্রভৃতি এবং প্রাগুক্ত রাবণ-মন্দোদরী নামে খ্যাত মূর্ত্তিদ্বয়ও অতি প্রাচীন-কালের সংস্থাপিত নহে বলিয়াই অনুমান হয়।

বর্ণিত মূর্ত্তিসমূহ হইতে অল্প দূরে একটী ইষ্টক-নির্ম্মিত নিকেতনের ভিত্তি ও বিকীর্ণ ইষ্টকরাশি দৃষ্টি-পথে পতিত হয়। ইহাতে অনুমিত হয় যে, একদা এইস্থানে কোন ইষ্টক নির্ম্মিত দেবমন্দির অথবা নিকেতন অবস্থিত ছিল এবং ঐ ভিত্তি ও বিক্ষিপ্ত ইষ্টকনিচয় তাহারই ধ্বংসাবশেষ।

যে তিনটী বারিকুণ্ডের বিষয় পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, তন্মধ্যে সর্ব্বনিম্নকুণ্ডের ঊর্দ্ধদেশস্থ পর্ব্বতের পাষাণময় গাত্রে অঙ্গসৌষ্ঠব-বিহীন বহুসঙ্খ্যকমূর্ত্তি খোদিত আছে।

সর্ব্বনিম্ন কুণ্ডের উর্দ্ধদেশে খোদিত মূর্ত্তি—উনকোটী (১৭২ পৃষ্ঠা)

তৎসমুদয় মূর্ত্তি-মধ্যের একটী ভগীরথের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া খ্যাত। এতদ্ব্যতীত পর্ব্বতের ক্রমনিম্নদেশস্থ শিলাগাত্রে খোদিত বহুবিধ মূর্ত্তি দৃষ্টিপথে পতিত হয়।

পর্ব্বতগাত্রের একটী প্রস্তরখণ্ডে যে দুইটী ধনু-র্ব্বাণধারী-মূর্ত্তি একত্রে খোদিত আছে, এতদঞ্চল-নিবাসিগণ তাহাকে লব-কুশ আখ্যা প্রদান করে। পর্ব্বতগাত্রে খোদিত অপরাপর মূর্ত্তিসমূহের মধ্যে কোনটী উর্ব্বশী, কোনটী বা মেনকা—এইরূপ নানাবিধ আখ্যায় এইস্থানের জনসাধারণকর্ত্তৃক অভিহিত হইয়া থাকে। যে সমুদয় মূর্ত্তি পর্ব্বতগাত্রে খোদিত আছে, তন্মধ্যের কোনটীতেই শিল্পকারের কারুকৌশল পরিলক্ষিত হয় না। ঐ সমস্ত মূর্ত্তি প্রাগৈতিহাসিকযুগের হওয়াই সম্ভব।

ত্রিপুররাজ্যের অন্তর্ব্বর্ত্তী বর্ণিত ঊনকোটী নামে প্রসিদ্ধ পর্ব্বতোপরি যে সমস্ত মূর্ত্তি দৃষ্টিপথে পতিত হয় সেই সমুদয় কোন্ সময়ে কাহার দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল, এই বিষয়ের কোনরূপ যথাযথ ইতিবৃত্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তবে স্থানীয় জনসাধারণ মধ্যে এইমাত্র প্রবাদ প্রচলিত আছে—"কালুকামার" নামক জনৈক ব্যক্তিকর্ত্তৃক অত্রস্থ মূর্ত্তিনিচয় নির্ম্মিত হইয়াছিল, এবং

তৎসমুদয় হইতে অল্প দূরবর্ত্তী পর্ব্বতের প্রস্তরময় ক্রম-নিম্নগাত্রে খোদিত একটী মূর্ত্তিকে উক্ত কর্ম্মকারের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া লোকে নির্দ্দেশ করে।

ঊনকোটী নামে সুপ্রসিদ্ধ এই তীর্থে বহুকাল অবধি প্রতিবৎসর অশোকাষ্টমী-উপলক্ষে এক মেলা হইয়া আসিতেছে। সেই সময়ে নানাদিগ্‌দেশ হইতে বহুসংখ্যক লোক এইস্থানে আগমনপূর্ব্বক স্নান-দানাদি করিয়া থাকে, এবং লোক-সমাগমে এই নিস্তব্ধ পার্ব্বত্য-প্রদেশ কোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠে।

কস্‌বা

ত্রিপুরা জিলার সদর ষ্টেসন্ কুমিল্লানগরী ও আখাউরা গ্রামের মধ্যবর্ত্তী লৌহবর্ত্মের পশ্চিমদিকে নুরনগর পরগণার অন্তর্গত "কস্‌বা" নামে খ্যাত প্রাচীন এক জনপদ আছে। জনশ্রুতি এই—পূর্ব্বে উক্ত জনপদ কৈলারগড় নামে অভিহিত হইত, এবং একদা এইস্থানে কিয়ৎকালের জন্য ত্রিপুররাজ্যের সাময়িক একটী রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল।

অত্রস্থ লৌহবর্ত্মের পূর্ব্বপার্শ্বে—বর্ত্তমান ত্রিপুর-রাজ্যের পশ্চিমপ্রান্তদেশস্থ অরণ্যাকীর্ণ শ্বাপদসঙ্কুল পর্ব্বতমালার পশ্চিমে—"কমলাসাগর" নামে প্রসিদ্ধ যে দীর্ঘিকা আছে, তাহা খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে ত্রিপুরাধিপতি "ধন্য মাণিক্য" খনন করাইয়া "কমলাদেবী"

নাম্নী তদীয় মহিষীর নামানুসারে আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন।

✓ উল্লিখিত সরোবরের পূর্ব্বতীরবর্ত্তী উচ্চ ভূমিখণ্ডের পৃষ্ঠোপরি অবস্থিত মন্দির-মধ্যে একটী দশভুজা ভগবতীর পাষাণ মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। কথিত আছে—উহা ত্রিপুরেশ "কল্যাণ মাণিক্য" কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

তৎসম্বন্ধে প্রবাদ এই—শ্রীহট্টজিলার উপবিভাগ হবিগঞ্জের অন্তর্গত "কাসিম্‌নগর" পরগণার মধ্যবর্ত্তী "ধর্ম্মসর" নামক গ্রামনিবাসী জনৈক ব্রাহ্মণের গৃহে পূর্ব্বে দেবীমূর্ত্তিটী ছিল। ত্রিপুরেশ কল্যাণ মাণিক্য উক্ত শক্তিদেবী-কর্ত্তৃক স্বপ্নে আদিষ্ট হইয়া মূর্ত্তিটী তথা হইতে আনয়নপূর্ব্বক প্রাগুক্ত "কৈলারগড়" নামে প্রসিদ্ধ দুর্গ মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই বিষয় ত্রিপুরবংশাবলীতে এবংবিধ বিবৃত আছে।—

"মনে মনে আদ্যাশক্তি ভাবিতে লাগিল।
কৃপা করি জয়কালী স্বপ্নে দেখাইল॥
কাশীমনগর পরগণাতে আমি বাস করি।
তথা হৈতে রাজা তুমি আমাকে নেও হরি॥

গ্রামেতে আমাকে দ্বিজে কৈরাছে স্থাপন।
এইস্থানে থাকি আমার তৃপ্তি নহে মন॥
পর্ব্বত শিখরে থাকি মনে অভিলাষ।
কারো স্থানে রাজা তুমি না কর প্রকাশ॥
গোপনেতে তুমি মোরে তথাকারে নিয়া।
স্থাপন করহ রাজা ভক্তিযুক্ত হৈয়া॥

* * * *

সেই স্বপ্ন মহারাজা করি দরশন।
কাশীমৃনগর পরগণাতে করিল গমন॥
স্বয়ং মহারাজা আর ভৃত্য দুই জন।
জয়কালী তথা হৈতে করিল হরণ॥
কসবার পূর্ব্বভাগে পর্ব্বত শিখর।
স্থাপন করিল কালী কিল্লার ভিতর॥"

বর্ণিত দশভুজা মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তির পদানম্রে শিবলিঙ্গ খোদিত থাকা বশতঃ সর্ব্বসাধারণ-কর্ত্তৃক কালীদেবী বলিয়া অভিহিত হয়। এই শক্তিদেবী ত্রিপুরার সর্ব্বত্র কস্‌বার "কালী" নামে প্রসিদ্ধ।

উল্লিখিত শক্তি-মূর্ত্তি সংস্থাপিত মন্দিরের উত্তর পূর্ব্ব

ও দক্ষিণ গাত্রে উৎকীর্ণ লিপিবিশিষ্ট যে প্রস্তর-ফলক সংলগ্ন আছে, তন্মধ্যে পূর্ব্বদিকের শিলাফলকে উৎকীর্ণ লিপি নিচয় ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া সম্পূর্ণ রূপে বিলুপ্ত হইয়াছে। দক্ষিণ পার্শ্বস্থ প্রস্তর ফলকের সমস্ত লিপি বিনষ্ট হইলেও "স ১০৯৭" এই কতিপয় অক্ষর পাঠ করা যায়। উত্তর পার্শ্বস্থ শিলালিপির অনেক গুলি অক্ষর এযাবৎ বিনষ্ট হয় নাই। তাহার প্রতিলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

নধীমতাঃ মানশূরেন…কুপ্ত…শিল শি……
কালিকা-পয়াতা…কালিকা প্রতিমা রম্যাঃ…
দ্দাং শির………কালিকাঃ আষা……
বৃদ্দি…………কীর্ন্তে নগরেন রসং…
তশ…………থাঃ কালীকা প্রীত…
য়ু……………রম্যঃ সদান……
ধ……………ত বৈরিনাঃ তথৈ…
……………। ঃ শকা…………
……………মাঘ……………"

"কৈলার গড়" নামে প্রসিদ্ধ যে দুর্গ এই স্থানে ছিল বলিয়া কথিত আছে—যাহার মধ্যবর্ত্তী মন্দিরে "কস্‌বার

কালী” নামক পূর্ব্ববর্ণিত সুপ্রসিদ্ধ দশভুজা মূর্ত্তি সংস্থাপিত —ইদানীং সেই দুর্গের কোন চিহ্নও বর্ত্তমান নাই। দুর্গটী কোন্ সময়ে কাহার দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল, এই বিষয় সুনিশ্চিত রূপে অবগত হওয়া যায় না। কেহ কেহ বলে—উহা ত্রিপুরাধিপতি বিজয় মাণিক্য নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। আবার কোন কোন ব্যক্তি এইরূপও কহে—উক্ত দুর্গ কল্যাণ মাণিক্য-কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। যদি প্রকৃত পক্ষে তদ্রূপই হয়, তাহা হইলে কল্যাণ মাণিক্যের নামানুসারেই দুর্গটী “কল্যাণ গড়” এবং এই জনপদও তদনুরূপ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকা সম্ভব। কালক্রমে “কল্যাণ গড়” শব্দ অপভ্রষ্ট হইয়া “কৈলার গড়” রূপে পরিণত হইয়া থাকিবে।

ত্রিপুরাধিপতি ধন্য মাণিক্য যে সময় এই জনপদে “কমলাসাগর” নামে খ্যাত দীর্ঘিকাটী খনন করাইয়াছিলেন, সেই সময়ে তৎকর্ত্তৃক প্রাগুক্ত দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল কিনা—এবং এই জনপদের নামই বা কি ছিল —জ্ঞাত হওয়া যায় না।

“কস্‌বা” আরব্য শব্দ—ইহার অর্থ ক্ষুদ্র নগরী।

এই স্থানের এবংবিধ আখ্যা যবনগণ-কর্ত্তৃকই প্রদত্ত হইয়া থাকিবে—কখনও ইহার প্রাচীন নাম হইতে পারে না। এই জনপদের সন্নিহিত জাজিসার নামে যে গ্রাম আছে, সম্ভবতঃ পূর্ব্বে উহা "জাজিনগর" নামে প্রসিদ্ধ এক সমৃদ্ধিশালী নগরী ছিল, এবং এতৎপ্রদেশ যবনেরা ঐ নামেই অভিহিত করিত। কিন্তু "জাজিনগর" ও উড়িষ্যার অন্তর্ব্বর্ত্তী বর্ত্তমান "জাজপুর" জনপদের নাম-সৌসাদৃশ্য বশতঃ ঐ দুইটী স্থানের পার্থক্য নির্দ্ধারণ করিতে জটিলতা উপস্থিত হইয়া সর্ব্বদাই ভ্রমে পতিত হইতে হয়।

পূর্ব্ব-বর্ণিত "কমলাসাগর" দীর্ঘিকা ব্যতিরেকে ত্রিপুরেশ কল্যাণ মাণিক্য-কর্ত্তৃক খনিত "কল্যাণ-সাগর" নামক সুপ্রসিদ্ধ আর একটী সরোবর এই জনপদে আছে।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা শাহজাদা মহম্মদ সুজা রাজকর গ্রহণ করিবার জন্য এতদঞ্চল আক্রমণ করেন! সেই সময় তদানীন্তন ত্রিপুরাধিপতি "কল্যাণ মাণিক্য" রাজস্ব প্রদানের পরিবর্ত্তে বাহুবলে সুজাকে ত্রিপুররাজ্য হইতে বিতাড়িত

করিয়াছিলেন। সেই বিজয়ের চিহ্ন স্বরূপ তদীয় নামসমন্বিত উক্ত দীর্ঘিকাটী তাঁহার দ্বারা খনিত হইয়াছিল এইরূপ জনশ্রুতি প্রচলিত আছে।

কথিত আছে—খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা হুসেনশাহের কর্ত্তৃক এই জনপদ আক্রান্ত হইলে তদানীন্তন ত্রিপুরাধিপতি ধন্য মাণিক্যের সহিত তাহার সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। তৎকালে হুসেন শাহ এই স্থানে প্রবাহিত বিজয় নদীর তীরদেশে যে মৃণ্ময় দুর্গ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তন্মধ্যে শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন তাহার বিধ্বস্ত অংশ অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে।

কস্‌বার কালী নামে প্রসিদ্ধ বর্ণিত জনপদে যে দশভুজার প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহার মন্দিরের সান্নিধ্যে প্রতিবৎসর বৈশাখ মাসের অমাবস্যা তিথিতে এক মেলা হইয়া থাকে। তদুপলক্ষে এই স্থানে বহু লোক সমাগম হয়, এবং ইহা এতদঞ্চলে একটী প্রসিদ্ধ উৎসব বলিয়া পরিগণিত।

রাধামাধব-মন্দির—আখাউরা (১৮৩ পৃষ্ঠা)

রাধানগর গ্রামস্থ পঞ্চরত্ন-মন্দির

আসাম-বাঙ্গালা লৌহবর্ত্মের যে এক শাখা ত্রিপুরা জিলার উপবিভাগ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া হইতে পূর্ব্বাভিমুখে আগত হইয়া চট্টগ্রাম ও আসামের মধ্যস্থ লৌহবর্ত্মের সহিত আখাউরা গ্রামে মিলিত হইয়াছে, তৎসন্নিকটে পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে "কালীগঞ্জ" নামক একটী প্রাচীন গ্রাম আছে; অধুনা উহা রাধানগর নামে পরিচিত। উক্ত গ্রামস্থ দুইটী দীর্ঘিকার মধ্যবর্ত্তী ভূমিখণ্ডে রাধা-মাধবের মন্দির নামে খ্যাত একটী প্রাচীন দেবমন্দির স্থাপিত আছে।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে ত্রিপুরেশ "কৃষ্ণ মাণিক্য" উদয়পুর পরিত্যাগ করিয়া যে সময় বর্ত্তমান "পুরাতন-আগরতলা" তে আগমন পূর্ব্বক রাজধানী স্থাপন করেন,

তৎকালে তিনি উল্লিখিত জনপদ-মধ্যস্থ দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন। দীর্ঘিকাদ্বয় খননের পর একটী তৎকর্ত্তৃক এবং অপরটী "জাহ্নবী দেবী" নাম্নী তদীয় মহিষী-কর্ত্তৃক ১২৭৫ ত্রিপুরাব্দে উৎসৃষ্ট হইয়াছিল।

১১৮৫ ত্রিপুরাব্দে ধর্ম্মপরায়ণা রাণী জাহ্নবী দেবী উল্লিখিত দুইটী সরোবরের মধ্যবর্ত্তী তীরদেশে প্রাগুক্ত মন্দিরটী নির্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে রাধামাধবের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করেন। এই বিষয় মন্দির-গাত্রস্থ শিলালিপিতে যাহা উল্লেখ আছে তাহার প্রতিলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"স্বস্তি—আসীদ্‌ভূপৈকভূপঃ ক্ষয়িতরিপুকুলঃ কল্যাণ
দেবঃ ক্ষিতৌ,
তৎপুত্রঃ কীর্ত্তিবল্লীপ্রথিত সুরপুরোগোবিন্দদেবো নৃপঃ।
তৎসূনুধর্ম্মশীলঃ প্রবলনৃপবরো রামদেবঃ প্রতাপী,
তজ্জঃ শ্রীকৃষ্ণসেবা নবরত কৃতধীর্দেবোমুকুন্দোনৃপঃ॥
তৎসূনুর্বিপ্র গোপ্তাহ্যরিকুল বিজয়ে বিশ্ববিভ্রান্তকীর্ত্তিঃ
শ্রীযুক্তঃ কৃষ্ণদেবঃ ক্ষিতিপতিরিতি তৎপত্নী মহেষী শুভা।
নাম্না শ্রীজাহ্নবী সা পতিচরণরতা বিষ্ণবে কৃষ্ণপ্রীত্যা,
প্রাদাদ্‌রম্যেষ্টকাভিবিরচিতমমলং মন্দিরং পঞ্চরত্নং॥

কালিকা খণ্ডকে যাম্যে দীর্ঘিকাদ্বয়মধ্যতঃ
মুনিগ্রহষড়ঙ্কে চ মাঘে মাকরী সংজ্ঞকে।
ধর্ম্মাধর্ম্মবিচারে চ রাজদ্বারে ব্যবস্থিতঃ
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণ মাণিক্য ভূপতেঃ॥”

বর্ণিত মন্দিরটী দ্বিতল। ধনুরাকৃতি ছাদবিশিষ্ট কেবল একটী প্রকোষ্ঠ মাত্র অধুনা উহার ঊর্দ্ধভাগে অবস্থিত। প্রকোষ্ঠটীর বহির্ভাগের প্রাচীর-গাত্রে দশ অবতারের খোদিত প্রতিমূর্ত্তি সংবলিত প্রস্তর-ফলকে সংলগ্ন আছে। তন্মধ্যের কতিপয় মূর্ত্তি বিনষ্ট হওয়ার উপক্রম হইয়াছে।

উল্লিখিত মন্দিরের ধনুরাকৃতি ছাদবিশিষ্ট প্রকোষ্ঠ মধ্যেই পূর্ব্বে রাধামাধব-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিল। খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রবল ভূমিকম্পে মন্দিরের কতিপয় অংশ বিধ্বস্ত হওয়াতে মূর্ত্তিদ্বয় গৃহান্তরে অপসারিত করা হইয়াছে। উক্ত রাধামাধবের বিগ্রহ ব্যতিরেকে জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রার যে দারুমূর্ত্তি রাণী জাহ্নবী দেবী এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহা এযাবৎ ইহার মধ্যেই আছে। উল্লিখিত রাজমহিষী-কর্ত্তৃক প্রদত্ত

দেবোত্তর সম্পত্তির আয়ের দ্বারা অত্রস্থ বিগ্রহ নিচয়ের নিত্য নৈমিত্তিক সেবা-পূজার কার্য্য অদ্যাপি সুচারুরূপে সম্পাদিত হইতেছে।

যে মন্দিরের বিষয় বর্ণিত হইল, তাহা বৃক্ষলতাদিতে ক্রমশঃ যেরূপ পরিবৃত হইতেছে, ইহাতে মন্দিরটী শীঘ্রই ধ্বংস কবলে পতিত হইবার সম্ভাবনা। এই সময়ে ইহা রক্ষিত না হইলে, স্বনামধন্যা ত্রিপুররাজমহিষী "জাহ্নবী দেবী" যিনি বুদ্ধিবলে সংবৎসরকাল ত্রিপুররাজ্য শাসন করিয়াছিলেন—হেন জনের কীর্ত্তিচিহ্ন চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হইবে।

উল্লিখিত মন্দিরের বিষয় ত্রিপুরেশ কৃষ্ণ মাণিক্যের জীবনচরিত "কৃষ্ণ মালা" গ্রন্থে বিবৃত আছে।—

কালিকাগঞ্জেতে পূর্ব্বে দিছে জলাশয়।
তথাতে নির্ম্মাণ করাইল দেবালয়॥
দুই দিকে দুই পুষ্করিণী মনোহর।
তার মধ্যে দেবালয় পরম সুন্দর॥
পঞ্চরত্ন নামে মঠ ইষ্টক রচিত।
নির্ম্মাইল তার মধ্যে অতি সুললিত॥

প্রতিষ্ঠা করিতে সেই দেব আয়তন।
ফাল্গুন মাসেতে করিলেক আরম্ভন॥

* * * *

তারপর রাণীকে কহিল নৃপমণি।
কর গিয়া পঞ্চরত্ন প্রতিষ্ঠা আপনি॥
তবে মহারাণী নরপতির বচনে।
পঞ্চরত্ন প্রতিষ্ঠা করিল শুভক্ষণে॥
নির্ম্মল করিয়া মূর্ত্তি করিল গঠন।
স্থাপিল দেবতা রাধা শ্রীরাধামোহন॥
নব ধারা-ধর জিনি শ্যাম কলেবর।
তড়িতের প্রায় তাহে হরিত-অম্বর॥
মাথে চূড়া হাতে বাঁশী ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা।
কি কহিতে পারি সেই রূপের মহিমা॥
বামেতে রাধিকা মূর্ত্তি ভুবন মোহিনী।
স্বরূপে আসিছে যেন দেবী সনাতনী॥
সুবর্ণ রজত মুক্তা প্রবাল রচিত।
অলঙ্কার নানাবিধ তাহাতে ভূষিত॥
পঞ্চরত্নে সেই মূর্ত্তি করিয়া স্থাপন।
নাম করিলেক রাধা শ্রীরাধামোহন॥”

*　　*　　*　　*

"ষোল শত সাতানব্বই শকের সময়।
প্রতিষ্ঠা হইল পঞ্চরত্ন দেবালয়॥"

*　　*　　*　　*

আসীদ্‌ভূমীশবর্য্যঃ কবিকুল-কমলানন্দনাদিত্যমূর্ত্তিঃ
ধীরঃ কৃষ্ণাংঘ্রি পদ্মাসবরসরসিকঃ কৃষ্ণমাণিক্যনামা।
রাজ্ঞী তস্যাতিসাধ্বী বিমলমতিমতী নির্ম্মমে জাহ্নবীদং
শাকে শৈলাঙ্কতকে নৃভৃতি মুররিপোমন্দিরং পঞ্চরত্নং॥"

প্রাগুক্ত মন্দির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের উদ্দেশে যে দেবোত্তর সম্পত্তি প্রদত্ত হইয়াছিল, তৎসম্পর্কীয় ১৬৮৯ শকাব্দার একটী তাম্র শাসন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তাহা হইতে এইরূপ জ্ঞাত হওয়া যায়—রঘুনাথ দাস নামক জনৈক ব্রজবাসী মহান্ত অত্রস্থ দেবমূর্ত্তি নিচয়ের সেবা-পূজার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিল। তৎকাল অবধি উত্তর-পশ্চিম প্রদেশীয় সংসার ত্যাগী বৈষ্ণবগণের দ্বারাই বিগ্রহ নিচয়ের দৈনন্দিন পূজা-অর্চ্চনার কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছে।

নাটঘর

ত্রিপুরা জিলার অন্তঃপাতী নুরনগর পরগণায় অবস্থিত যে বাঘাউরা নামক গ্রামস্থ পুষ্করিণী হইতে একটী নারায়ণ মূর্ত্তি উদ্ধৃত হইয়াছিল বলিয়া "বরকামৃতা" প্রবন্ধে উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই গ্রামের পূর্ব্বদিকে সামান্য উত্তরে "নাটঘর" নামে খ্যাত একটী প্রাচীন গ্রাম আছে। তন্মধ্যে সংস্থাপিত শিব মূর্ত্তিটী এতদঞ্চলে সুপ্রসিদ্ধ।

এই গ্রাম নিবাসী বর্ত্তমান চৌধুরীদিগের পূর্ব্বপুরুষ অমরপ্রসাদ নারায়ণ চৌধুরীর কর্ত্তৃক একটী জলাশয় খনিত হইবার কালে উক্ত মহাদেব-মূর্ত্তি ভূগর্ভ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছিল। এই খ্যাতনামা চৌধুরী কার্য্য-তৎপরতা ও রাজভক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক খৃষ্টীয় সপ্তদশ

শতাব্দীর ত্রিপুরাধিপতি রাম মাণিক্যের বিশেষ প্রীতি ভাজন হওয়াতে তিনি তাহাকে নারায়ণ অর্থাৎ ত্রিপুর-রাজ্যের প্রধান সেনাপতির উপাধি প্রদান করিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন।

যে শিবমূর্ত্তির বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা দ্বাদশভুজ-বিশিষ্ট এবং নৃত্যভঙ্গিতে অবস্থিত। ইহাতে প্রতিপন্ন হয় যে, উহা "নটেশ্বর" বা "নটরাজ" নামে প্রসিদ্ধ মহাদেবের প্রতিমূর্ত্তি। কিঞ্চিদধিক তিন হস্ত আয়তনের এক প্রস্তরফলক-গাত্রে বর্ণিত দেবমূর্ত্তি নির্ম্মিত। উচ্চে উহা ন্যূনকল্পে দুইহস্ত হইবে। ইহার চতুষ্পার্শ্বে ক্ষুদ্রাকারের কতিপয় মূর্ত্তি এবং পদতলে একটী বৃষ মূর্ত্তি নির্ম্মিত আছে।

বর্ণিত "নটরাজ" বা নটেশ্বর" মহাদেবের নামানুসারেই এই গ্রাম "নাটঘর" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে বলিয়া কোন কোন ব্যক্তি-কর্ত্তৃক কথিত হয়। যদি প্রকৃত পক্ষে তদ্রূপই হইয়া থাকে, তাহা হইলে অমর-প্রসাদ নারায়ণ চৌধুরী-কর্ত্তৃক উক্ত মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব্বাবধিই এই গ্রাম "নাটঘর" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে, তাহার পরে হইবে না কারণ নটরাজ

মহাদেব মূর্ত্তিটী সুপ্রাচীনকালে এই জনপদে সংস্থাপিত থাকা অতি সম্ভব। কোন ঘটনা বিশেষে মূর্ত্তিটী অত্রস্থ জলময় ভূমিতে বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকিবে।

কথিত আছে—পূর্ব্বে এই জনপদে বহুসংখ্যক "নাথ" অর্থাৎ যুগী জাতীয় লোক বাস করিত। অদ্যাপি তাহার নিদর্শন স্বরূপ "যুগীর পুকুর" নামে খ্যাত একটী প্রাচীন জলাশয় গ্রামমধ্যে বর্ত্তমান রহিয়াছে।

একদা কোন পরাক্রান্ত নাথ বা যুগী ভূম্যধিপ যে এই জনপদে না ছিল, এবং তৎকর্ত্তৃক এই স্থানে মৃন্ময় দুর্গ নির্ম্মিত হইয়া এতদঞ্চল যে শাসিত হয় নাই এ কথাই বা কে কহিতে পারে? কালবিবর্ত্তনে সেই সমুদয় নিদর্শন সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়া তৎকালের ইতি-হাস চিরকালের তরে অন্ধকারে প্রচ্ছাদিত হইয়াছে।

উল্লিখিত বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে এই জনপদের নাম "নাথ-গড়" হইতে ইদানীন্তন "নাটঘর" নামে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক।

নাটঘরের উত্তরদিকস্থ তৎসংলগ্ন "খৈরালা" নামক গ্রামে অধুনা যে সকল নাথেরা বাস করিতেছে, পূর্ব্বে তাহারা নাটঘরে বাস করিত বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যায়।

তাহাদিগের দ্বারা এই স্থান পরিত্যক্ত হওয়ার সম্বন্ধে জনশ্রুতি এই—একদা রজনীযোগে উক্ত নাথগণকে কোন বিশেষ দেবতা স্বপ্নে আদেশ করেন যে, যদি তাহারা এই গ্রাম পরিত্যাগ না করে, তবে সকলেই কালকবলে পতিত হইবে। তদনুসারেই নাকি নাথেরা "নাটঘর" পরিত্যাগ করিয়া "খৈরালা"তে গমন পূর্ব্বক উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে।

নাটঘর গ্রামমধ্যে যে দুইটী দীর্ঘিকা, জলটঙ্গীর ভগ্নাবশেষ ও ইষ্টক নির্ম্মিত ভগ্ন ভবনাদি অবস্থিত, তৎসমুদয় প্রাগুক্ত অমরপ্রসাদ নারায়ণ চৌধুরীর কীর্ত্তি-চিহ্ন। ঐ সমস্ত গৃহাদি নির্ম্মাণ ও জলাশয় খননাদি কার্য্যের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে ত্রিপুরাধিপতি উক্ত চৌধুরীর নিকট হইতে এক বৎসরের রাজস্ব গ্রহণ করেন নাই বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যায়।

যে দুইটী দীর্ঘিকার বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে, এতদ্ব্যতীত "বিবীর পুকুর" ও "বাঁদীর পুকুর" নামক আরও দুইটী সুবৃহৎ জলাশয় আছে। ইহাতে এইরূপ প্রতীয়মান হয়—একদা উক্ত গ্রাম কোন মুসলমান ভূম্যধিপের আয়ত্তে ছিল। সম্ভবতঃ অমরপ্রসাদ নারায়ণ

চৌধুরী এই জনপদে আগত হইয়া বাস স্থাপন করিলে তৎকর্ত্তৃক ঐ যবন ভূস্বামী এই স্থান হইতে বিতাড়িত হইয়া থাকিবে।

নুরনগর, সরাইল ও বরদাখ্যাত পরগণার অন্তর্গত কতিপয় প্রাচীন জনপদ

পূর্ব্ববর্ণিত "নাটঘর" নামে খ্যাত গ্রাম ব্যতিরেকে উল্লিখিত পরগণা নিচয়ের অন্তঃপাতী আরও কতিপয় জনপদ হইতে পুরাকালের নির্ম্মিত ধাতু ও প্রস্তর-মূর্ত্তি প্রভৃতি উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, তৎসমুদয় গ্রাম আধুনিক নহে—সুপ্রাচীনকালে সংস্থাপিত। ঐ সমস্ত স্থানের সংক্ষিপ্ত বিবরণী ধারাবাহিক রূপে নিম্নে লিখিত হইল।

টীয়ারা—

নাটঘরের দক্ষিণদিকে ন্যূনাতিরেক তিন মাইল দূরে—টীয়ারা নামক গ্রামটী অবস্থিত। এই জনপদমধ্যে প্রায় একহস্ত উচ্চ একটী প্রস্তর-নির্ম্মিত দশভুজা

মহিষমর্দ্দিনীর প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। তৎসম্বন্ধে জনশ্রুতি এই—ষষ্টি কি পঞ্চষষ্টি বর্ষ পূর্ব্বে কাশী সরকার নামক জনৈক গ্রামনিবাসীর স্ত্রীকর্ত্তৃক উক্ত দেবী-মূর্ত্তি স্বপ্নে দৃষ্ট হইত। একদা ঘটনাক্রমে রামচন্দ্র ও হরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর বাসস্থান-সমীপস্থ পুষ্করিণীর জল-মধ্যে মূর্ত্তিটী ঐ স্ত্রীলোকটীর দৃষ্টিপথে পতিত হয়। তখন সে পল্লীবাসিগণের সাহায্যে উহা তথা হইতে উদ্ধৃত করিয়া গ্রাম-মধ্যস্থ একটী বৃক্ষ-নিম্নে স্থাপন করে।

উল্লিখিত ঘটনার কিয়দ্দিবস পর ঈশ্বরী দেবী নাম্নী হরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর পত্নী উক্ত দশভুজাদেবী-কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হয়—"আমি তোমার শ্বশুর রামশঙ্করের সাধনে সন্তুষ্ট হইয়া সুসঙ্গ দুর্গাপুর হইতে এই স্থানে আগমন করিয়াছি। আমাকে প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা কর। তদনুসারে উক্ত শক্তি-মূর্ত্তি একটী গৃহ মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং সেই সময়াবধি ইহার দৈনন্দিন সেবা-পূজা হইতেছে বলিয়া অবগত হওয়া যায়।

জ্ঞাত হওয়া যায় যে, উল্লিখিত রামশঙ্কর চক্রবর্ত্তী—পরম বৈষ্ণব ত্রিপুরেশ ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের সমসাময়িক

জনৈক শক্তি-সাধক ছিল। পল্লীবাসিগণ-কর্ত্তৃক ইহাও কথিত হয়—তদীয় পুত্রবধূ ঈশ্বরী দেবী সময় সময় দেবাবিষ্ট হইয়া দুরারোগ্য ব্যাধি প্রভৃতির ঔষধ ও কবচ প্রদান করিত।

যে দশভুজা দেবীর বিষয় বর্ণিত হইল, তৎসমীপে একটী প্রস্তর-নির্ম্মিত শতদলোপরি আসীন দ্বিভুজ পুংমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। মূর্ত্তিটী প্রায় এক ফুট উচ্চ হইবে। ইহার বামহস্তের কিয়দংশ ভগ্ন। জনসাধারণ ইহাকে হরিমূর্ত্তি বলিয়া অভিহিত করে। কিন্তু ইহার শিরোপরি ক্ষুদ্র একটী বুদ্ধমূর্ত্তি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া মূর্ত্তিটী বুদ্ধদেবের শিষ্য অবলোকিতের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়াই অনুমান হয়।

লোকমুখে এইরূপ অবগত হওয়া যায়—কয়েক বৎসর অতীত হইল, নবীনগর থানার অন্তর্গত "আমুদ-পুর" গ্রামনিবাসী জনৈক সূত্রধরের বাসস্থানে একটী পুষ্করিণী খনন করিবার কালে উল্লিখিত মূর্ত্তি উদ্ধৃত হইয়াছিল। পরিশেষে ঐ ব্যক্তি স্বপ্নে আদিষ্ট হইয়া মূর্ত্তিটী এই স্থানে আনয়ন পূর্ব্বক স্থাপন করিয়া যায়।

শিবপুর—

প্রাগুক্ত টীয়ারার উত্তর-পশ্চিম কোণে, ন্যূনকল্পে দুই মাইল দূরে—“শিবপুর” নামে খ্যাত এই সুপ্রাচীন গ্রাম অবস্থিত। পল্লী মধ্যবর্ত্তী একটী ইষ্টক-নির্ম্মিত ভবনে এক সপীঠ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। এই কারণ বশতঃ গ্রামটী “শিবপুর” আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকা সম্ভব।

উক্ত জনপদের নিকটবর্ত্তী “মীরপুর” নামক গ্রাম হইতে পূর্ব্বে একটী দুগ্ধবতী গাভী প্রত্যহ এই স্থানে আগত হইয়া ঐ লিঙ্গ মূর্ত্তির উপর দুগ্ধ-ধারা বর্ষণ করিয়া যাইত—এইরূপ একপ্রবাদ পল্লীবাসিগণ-মধ্যে প্রচলিত আছে।

শিবলিঙ্গটী কোন্ সময়ে কাহার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এই বিষয় বহু অনুসন্ধানেও জ্ঞাত হওয়া যায় না। কথিত আছে—জনৈক ত্রিপুরাধিপতি ইহার উদ্দেশে দুইটী বাসস্থান এবং এক দ্রোণ ভূমি দেবোত্তর স্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই ত্রিপুরেশের নাম কিংবা সময় বলিতে কেহই সক্ষম নহে। এই স্থানে জলাশয় প্রভৃতি খনন করিবার কালে ভূগর্ভ হইতে কতিপয় প্রস্তর-মূর্ত্তির বিধ্বস্ত অংশ উদ্ধৃত হইয়াছিল বলিয়া পল্লীবাসিগণ কহে।

উরসীউরা—

সরাইল পরগণার অন্তর্গত "উরসীউরা গ্রামনিবাসী মথুরনাথ দাস নামক জনৈক ব্যক্তির বাসভূমির অন্তর্ভুক্ত প্রাচীন জলাশয়ের পঙ্কোদ্ধারকালে তন্মধ্য হইতে একটী প্রস্তর-নির্ম্মিত দ্বিভুজ পুংমূর্ত্তি উদ্ধৃত হইয়াছিল বলিয়া শ্রুতিগোচর হয়। লোকে কহে—অধুনা মূর্ত্তিটী বরদা-খ্যাত পরগণার অন্তর্ব্বর্ত্তী "শ্রীঘর" গ্রামে স্থাপিত আছে, এবং তথায় উহা "হরিমূর্ত্তি" বলিয়া জনসাধারণ-কর্তৃক পূজিত হইতেছে। উহা বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তি হওয়াই সম্ভব। কারণ দ্বিভুজবিশিষ্ট কোন হিন্দুদেব-মূর্ত্তি অদ্যাপি পরিলক্ষিত হয় নাই।

বিলকেন্দুআই—

বিংশ কি পঞ্চবিংশবর্ষ পূর্ব্বে "বাঘাউরা" গ্রামস্থ ভাণ্ডারী-বাটীর পুরাতন পুষ্করিণীর সংস্কার-কালে একটী নারায়ণ-মূর্ত্তি উদ্ধৃত হইয়াছিল, এবং উহা "বিলকীম" বা অধুনা "বিলকেন্দুআই" নামে খ্যাত গ্রামনিবাসী বৈষ্ণব বণিক লোকদত্ত-কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত—এইরূপ মূর্ত্তিটীর পদনিম্নে উৎকীর্ণ আছে বলিয়া পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে।

সেই বিলকেন্দুআই গ্রামস্থ একটী প্রাচীন দীর্ঘিকার উত্তরদিগ্বর্ত্তী উচ্চ ভূমিখণ্ডে পল্লীনিবাসী মুসলমানেরা মৃতদেহ প্রোথিত করিয়া থাকে। ঐ স্থানে কবর খনন করিবার কালে প্রায়শঃ ইষ্টক ও প্রস্তর-নির্ম্মিত ভবনাদির বিধ্বস্ত অংশ প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়া পল্লীনিবাসিগণ কহে। ইহাতে অনুমিত হয় যে, একদা ঐ স্থানে কোন বৌদ্ধ বিহার কিংবা দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং তৎসমুদয় তাহারই বিধ্বস্ত অংশ।

অধিক দিনের কথা নহে—এই স্থানে একটী কবর খনন করিবার কালে কোন দেব বিশেষের এক প্রস্তর-নির্ম্মিত পীঠ উদ্ধৃত হইয়াছিল বলিয়া অবগত হওয়া যায়। লোকে কহে—অধুনা উহা ব্রাহ্মণবাড়ীয়া নামে প্রসিদ্ধ নগরীর অন্তর্গত ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর তুল্য এক বৃহৎ প্রণালীর দক্ষিণতীরবর্ত্তী "পৈরতলা" গ্রামস্থ দরগাহে স্থাপিত আছে। এবং কোন বিষয়ের মনস্কামনা-সিদ্ধি কিংবা দুরারোগ্য ব্যাধির উপশম-উদ্দেশ্যে সচরাচর লোকে তদুপরি নানাবিধ ফল, মিষ্টান্ন ও দুগ্ধাদি স্থাপন করিয়া যায়। এই প্রকারে দরগাহের খাদিমের যথেষ্ট উপার্জ্জন হইয়া থাকে।

শ্রীকাইল—

বরদাখ্যাত বা বরদাখাত পরগণায় "শ্রীকাইল" নামক যে এক প্রাচীন গ্রাম অবস্থিত, তন্মধ্যবর্ত্তী এক মন্দিরে "বরদেশ্বরী" নামে প্রসিদ্ধ একটী শক্তিদেবীর প্রস্তর-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। কিন্তু উহা সুপ্রাচীন কালের সংস্থাপিত সেই বরদেশ্বরী কালী নহে, যাহার নামানুসারে এই পরগণা "বরদাখ্যাত" বা "বরদাখাত" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে—এইরূপ কথিত হইয়া থাকে।

জনশ্রুতি এই—প্রাচীনকালে কালীদাস ব্রহ্মচারী নামক জনৈক সাধক কোন এক পদ্মবন-মধ্য হইতে একটী প্রস্তর-নির্ম্মিত কালীমূর্ত্তি প্রাপ্ত হইলে উহা এই গ্রামে আনয়ন পূর্ব্বক স্থাপন করে। কিন্তু কিছুকাল পর এক রজনীতে মূর্ত্তিটী অকস্মাৎ অন্তর্হিত হয়। তখন উহার পূজকেরা বারাণসী হইতে একটী কালী-মূর্ত্তি আনয়ন পূর্ব্বক তৎস্থলে প্রতিষ্ঠিত করে। তাহাই অধুনা "বরদেশ্বরী" নামে প্রসিদ্ধ এতদঞ্চলস্থ কালীমূর্ত্তি।

লাউর—

প্রাগুক্ত পরগণার অন্তর্ভুক্ত লাউর গ্রাম নিবাসী

জনৈক ব্যক্তির বাসস্থানে পুষ্করিণী খনন করিবার সময় একটী নিম্ন অংশ ভগ্ন ক্ষুদ্রাকারের প্রস্তর-নির্ম্মিত চতুর্ভুজ নারায়ণ-মূর্ত্তি ভূগর্ভ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছিল বলিয়া গ্রামস্থ ব্যক্তিগণ কহে। জ্ঞাত হওয়া যায় যে, অধুনা উহা "গোকর্ণ" বা "গোকন্" গ্রামের পশ্চিমদিকস্থ একটী আখারায় স্থাপিত আছে।

.উল্লিখিত "লাউর" নামক গ্রামটী অতি প্রাচীন বলিয়া কথিত আছে, এবং লোকমুখে অবগত হওয়া যায় —তথা হইতে নানাবিধ মূর্ত্তি প্রভৃতি প্রাচীন কীর্ত্তিচিহ্ন উদ্ধৃত হইয়াছিল।

উল্লিখিত জনপদ নিচয় ব্যতিরেকে "নুরনগর" "বরদাখ্যাত" ও "সরাইল" নামক পরস্পর সংলগ্ন এই তিনটী পরগণার অন্তর্গত আরও কতিপয় গ্রাম হইতে পুরাকালের নির্ম্মিত ধাতু ও প্রস্তর-মূর্ত্তি এবং মূর্ত্তির বিধ্বস্ত অংশ প্রভৃতি উদ্ধৃত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যায়; এবং অদ্যাপি সময় সময় কোন দেব বিশেষের মূর্ত্তি কিংবা মূর্ত্তির বিধ্বস্ত অংশ যে উদ্ধৃত না হয় এমন নহে। এই সমুদয় পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এবম্ভূত সম্ভাবিত হয়—বৌদ্ধধর্ম্মের পতন এবং হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান—এই সন্ধি-সময়ে ঐ

সমস্ত গ্রাম সমৃদ্ধিশালী জনপদ ছিল; কাল বিবর্ত্তনে ক্রমে অবনতি সাধিত হইয়া তৎসমুদয় স্থানের প্রাচীন ইতিহাস গভীর তিমিরে প্রচ্ছাদিত হইয়াছে।

ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত প্রাগুক্ত পরগণাত্রয় অধুনা যে নামে পরিচিত তাহা মুসলমান শাসনকালে প্রদত্ত আখ্যা। হিন্দু ও বৌদ্ধ-যুগে নিশ্চয়ই এতৎপ্রদেশের অপর কোন নাম ছিল, এই স্থানের ইতিবৃত্তের সহিত তাহাও অতলগর্ভে নিহিত হইয়াছে।

পরিশিষ্ট

ঔরঙ্গজেব কর্ত্তৃক গোবিন্দ মাণিক্যের নিকট লিখিত পত্রের প্রতিলিপি

উপসংহার

ত্রিপুরার অন্তর্গত যে কতিপয় অঞ্চলের বিষয় এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে, তন্মধ্যে কোন কোন স্থানে সংঘটিত বিষয়ের সম্বন্ধে কোনরূপ লিখিত ইতিবৃত্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় না—স্থানীয় জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়াই তৎসমুদয় বিষয় বিবৃত হইয়াছে। অতএব বিবরণনিচয়ের মধ্যে ভ্রম-প্রমাদ থাকা সম্ভব। যাহা হউক—সেই সমস্তের সম্বন্ধে যতদূর পর্য্যন্ত সত্য নির্দ্ধারণ করিতে সক্ষম হওয়া গিয়াছে, তাহাই পুস্তকে উল্লেখ করা হইল।

উক্ত প্রদেশস্থ যে সমুদয় প্রাচীন কীর্ত্তিমালার বিষয় এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে তদ্ব্যতীত কথিত প্রদেশের দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তবর্ত্তী কোন কোন জনপদের ভূগর্ভে

আরও নানাবিধ পুরাকালের কীর্ত্তিচিহ্ন নিহিত থাকা অতি সম্ভব। গত বৎসরে নুরনগর পরগণার অন্তর্গত "বাউর বাড়" গ্রাম নিবাসী জনৈক মুসলমানের বাসস্থান-সংলগ্ন একটী পুরাতন পুষ্করিণীর সংস্কারকালে তন্মধ্য হইতে এক বহুভুজবিশিষ্ট প্রস্তর-মূর্ত্তি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল—কিন্তু উহা কয়েক মাস পরই অপহৃত হইয়াছে বলিয়া লোকে কহে। এতদ্ব্যতিরেকে এই রূপ জ্ঞাত হওয়া যায়—সেই বর্ষেই ত্রিপুররাজ্যের উত্তর-পূর্ব্বপ্রান্তদেশস্থ ধর্ম্মনগরের ভূগর্ভ হইতে একটী ষোড়শ-ভুজবিশিষ্ট ধাতুমূর্ত্তি উদ্ধৃত হইয়াছে।

কোন প্রত্নতত্ত্ববিৎ-কর্ত্তৃক ত্রিপুরার স্থান বিশেষ রীতি মত খনিত হইলে ভূগর্ভ হইতে এরূপ শিলালিপি অথবা তাম্রশাসন ও মুদ্রা প্রভৃতি উদ্ধৃত হওয়া সম্ভব যাহার দ্বারা এতৎপ্রদেশের বহু অজ্ঞাত ঐতিহাসিক বিষয় উদ্ঘাটিত হইতে পারে।

عديم‌المثال جوهر ذاتي اقبال و سلطنت پناهي بيشم سمرو بيبجئ مها مهودئ پنج سري جُكت مهاراجه گوبند مانک بهادر سلم‌الله تعالى

ما بدولت را به تحقيق رسيده است كه دشمن مورثيه شجاع بصورت پنهاني بدارالسلطنت آن ملكت پناهي سكونت مي ورزد چونكه بزرگان قديم ايشان از سر صدق حوصله با بزرگوارانه الفت تمام و محبت ما لا كلام داشته به يگانگي و يكجهتي

دارالسلطنت و فرمان روائي ميداده اند چنانچه بسابق ايام نيز قوم افاغنه كه از ضرب شمشير بزرگانم گريخته درآنسو هنگامه آرا بودند بزرگان آن سلطنت پناه از وفور اتحاد و كمال ارتباط آن شرور بختان را از جانب شرق بنگاله باز بآنسو گريزانيدند و تفرقه تمام بحال شان افگندند پس دريتولا مترصدم كه مطابق نوشته ما بدولت دشمن مذكورم را گرفتار نموده فوراً باين جانب روانه فرمايند و اگر اقتضاي رضاي آن سلطنت پناه باشد ما سپهسالارم بمقام مونگير مقيم و منتظر دارم بعد گرفتارش ما به سپهسالارم بعزم و هوشياري تمام رسانيده ما بدولت را ممنون سازند كه سلسله محبت بضابطه قديم مستحكم ماند وگرنه يقين كلي است كه در صورت بودن آن ناعاقبت انديش بانسو خرخشه و تفرقهٔ بمملكت ايشان راه دارد

ঔরঙ্গজেব কর্ত্তৃক গোবিন্দ মাণিক্যের নিকট লিখিত পত্রের বঙ্গানুবাদ

অতুলনীয় উচ্চকুলোদ্ভব সৌভাগ্যবান্ রাজ্যেশ্বর বিষম সমর-বিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চ শ্রীযুক্ত মহারাজা গোবিন্দ মাণিক্য বাহাদুর—আল্লাতালা আপনার রাজ্য সুমঙ্গলে রক্ষা করুন।

আমি সুনিশ্চিতরূপে অবগত হইয়াছি যে, আমার চিরশত্রু সুজা ভবদীয় রাজ্যে গোপনে অবস্থান করিতেছে। মদীয় পূর্ব্ব-পুরুষের সম্মানিত মহোদয়গণের সহিত আপনার গৌরবান্বিত পূর্ব্বপুরুষগণের পরস্পর আত্মীয়তা ও প্রণয় থাকা বশতঃ আমাদিগের সহিত বিবাদে লিপ্ত দুর্ভাগ্য আফ্‌গানেরা ভবদীয় রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলে আপনার মহামান্য পূর্ব্বপুরুষগণ অসিপ্রহারে যেরূপ সেই দুষ্ট আফ্‌গান্‌দিগকে বঙ্গদেশে বিতাড়িত করিতেন, বর্ত্তমানে আমিও তদ্রূপ আশা করি—আমার লিখানুসারে আপনি উক্ত শত্রু (সুজা) কে ধৃত করিয়া সত্বর আমার নিকট প্রেরণ করেন। যদি আপনার অভিমত হয়, তবে আমার সেনাপতিকে মুঙ্গেরে অপেক্ষা করাইব। তাহাকে ধৃত করিবার পর আপনার সেনাপতির রক্ষণাবেক্ষণে সাবধানে

প্রেরণ করিয়াঃ বাধিত করিবেন—যেন প্রাচীন বন্ধুতা স্থায়ী রহে। নতুবা ইহা নিশ্চয় জানিবেন—আপনার রাজ্যে উক্ত অপরিনামদর্শির অবস্থান করার জন্য ভবিষ্যতে আমাদিগের পরস্পর-মধ্যে বিবাদ ও মনোমালিন্য সংঘটিত হইবে। আমার লিপি অনুসারে কার্য্য হইবে বলিয়া আমি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করি। –

রেসিয়ার খাগ্‌রা

যুদ্ধ-বিগ্রহে নিহত কোন সৈনিক পুরুষের উদ্দেশে তৎপত্নী-কর্তৃক গীত—এইরূপ একশ্রেণীর দুঃখময় বিরহ-সঙ্গীত ত্রিপুরার পার্ব্বত্যপ্রদেশে প্রচলিত আছে। সেই সমুদয় গান "রেসিয়ার খাগ্‌রা" নামে প্রসিদ্ধ এবং সঙ্গীতনিচয় প্রায়শঃ ঐতিহাসিক ঘটনা জড়িত।

এই পুস্তকের ৮৬ পৃষ্ঠায় যে একটী "রেসিয়ার খাগ্‌রা" গানের বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা—বঙ্গানুবাদ ও স্বরলিপিসহ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"হাচুচুক্ কলক্ মাইস্থই পিংজাগই—
পাগড়ী সুরুগ্‌লিয়া, বাচু পাগড়ী সুরুগ্‌লিয়া।
হাচুচুক্ কলক্ গুনথু পিংজাগই—
য়াকুরাই সুরুগ্‌লিয়া, বাচু য়াকুরাই সুরুগ্‌লিয়া।

তুইগেরেং গেরেং গাতি চাক্‌জাগই—
রিহিনই খনালিয়া, যাদু রিহিনই খনালিয়া।

গাতি হলংসা বাংমানি বাগই—
রুকথারই সলাপ্‌লিয়া, যাদু রুকথারই সলাপ্‌লিয়া।

মাইসিংসিয়ারী বাংমানিবাগই—
নাহারই নুরুগলিয়া, যাদু নাহারই নুরুগ্‌লিয়া।

উল্লিখিত গানের বঙ্গানুবাদঃ—

দীর্ঘ পার্ব্বত্য পথে কাউন বপন করাতে
(তাহার) পাগড়ী দেখিতে পাইলাম না।

দীর্ঘ পার্ব্বত্য পথে ছুপাটী ফুলের গাছ বপন করাতে
(তাহার) গোড়ালি দেখিতে পাইলাম না।

কল কলনাদিনী ঝরণার ধারে ঘাট প্রস্তুত করাতে
ডাকিলেও (সে) শুনিতে পাইল না।

ঘাটে অনেকগুলি পাথর থাকাতে
দৌড়িয়াও (তাহার নিকট) পৌঁছিলাম না।

কুয়াসার আধিক্যে
চেয়েও (তাহাকে) দেখিতে পাইলাম না।

মেসিয়ার খাগ্‌রা গানের স্বরলিপি

ধীরগতি

‖ সা পা্ সা | পা্ সা -া | জ্ঞা সা সা |
| হা হু হুক্‌ | ক ল ক্‌ | মাই শুই পিং |

| জ্ঞা জ্ঞা -া | জ্ঞা মা পা | ণি পা -মা |
| জা গ ই | পা গ ড়ী | সু রু -গ্‌ |

| জ্ঞা সা -া | সা পা্ া | নি্ সা রি |
| লি য়া ০ | যা হু ০ | পা গ ড়ী |

| মা মা -রি | রি সা -া | া া া ‖
| সু রু -গ্‌ | লি য়া ০ | ‖

| র্সা নি র্সা | নি সা -া | ণি ণি পা |
| হা হু হুক্‌ | ক ল ক্‌ | গুন্‌ ধু পিং |

| পা জ্ঞা -া | জ্ঞা মা পা | ণি পা -মা |
| জা গ ই | য়া কু রাই | সু রু গ্‌ |

| জ্ঞা সা -া | সা প্‌া -া | ন্‌ি সা রি |
| লি য়া ০ | বা ছু ০ | য়া কু রাই |

| মা মা -রি | রি সা -া | া া া ‖
| দু রু গ্‌ | লি য়া ০ | ‖

| প্‌া প্‌া প্‌া | পা প্‌া -া | সা প্‌া সা |
| তুই গে রেং | গে রেং ০ | গা ভি চাক্‌ |

| জ্ঞা জ্ঞা -া | জ্ঞা মা পা | ণি পা -মা |
| জা গই ০ | রি হি নই | খ না ০ |

| জ্ঞা সা -া | সা প্‌া -া | ন্‌ি সা রি |
| লি য়া ০ | বা ছু ০ | রি হি নই |

| মা মা -রি | রি সা -া | া া া ‖
| খ মা ০ | লি য়া ০ | ‖

| র্সা ণি র্সা | নি র্সা -া | ণি ণি পা |
| গা ভি হ | লং সা ০ | বাং মা নি |

| পা জ্ঞা া- | জ্ঞা মা পা | ণি পা -মা |
| বা গই ০ | রুগ্‌ থা রই | স লা প্‌ |

| জ্ঞা সা -া | সা প্া -া | ন্ি সা রি |
| লি য়া ০ | বা তু ০ | রুগ্ থা রই |

| মা মা -রি | রি সা -া | া া া :||
| স লা প্ | লি য়া ০ | :||

| প্া পা প্ | প্া প্া -া | সা সা প্া |
| নাই সিং গি | য়া দি ০ | বাং মা নি |

| সা সা া | জ্ঞা মা পা | ণি পা মা |
| বা গই ০ | না হা রই | সু রু গ্ |

| জ্ঞা সা -া | সা প্া -া | ন্ি সা রি |
| লি য়া ০ | বা তু ০ | না হা রই |

| মা মা -রি | রি সা -া | া া া ||
| সু রু গ্ | লি য়া ০ | া ||

Invasion of Bengal by Bijaya Manikya

Husain Shah also sent two expeditions in Tippera The first under Gaur malik was driven back, The Tipperas damming the river Gumti and then letting loose the water upon the invaders. The second under Hyten Khan, was at first successful but was subsequently routed by the same expedient as has proved so successful against the former expedition. Some time after this (The date is uncertain and it may have been after Husain Shah's death) Bijay The Raja of Tippera, in retaliation, invaded Bengal with an army of 26,000 infantry and 5,000 cavalry, besides Artillery. He travelled with 5,000 boats along the rivers Brahmaputra and Lakshya to the Padma, spent some days at Sonargaon in debauchery and then crossed to Sylhet

(Gazetteers of Dacca District P. 23)